

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইক, লাইব্রেরী ও জনশিক্ষার জন্য অর্পণযোগ্য।



মোয়েদেব

স্রুত-কথা

নক্ষত্রী, বর্ষা, চণ্ডী, কুমারী-ব্রত,
সখবা-ব্রত, জিতাক্ষমী, মনসা-ব্রত
প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্রত
সম্বলিত।



আশুতোষ মজুমদার
প্রণীত



দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

MEYEDER BRATOKATHA

CODE NO. 43 M 23

প্রকাশ করেছেন—

শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন,

কলিকাতা-৯

ছেপেছেন—

বি. সি. মজুমদার

বি পি এম'স প্রিন্টিং প্রেস

রঘুনাথপুর, দেশবন্ধু নগর

২৪ পরগনা (উত্তর)

দাম—

ট. ৩০.০০



সত্যই হলো ভগবান, সত্য-সাধনাই হলো ভগ্নতা,
অগতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ, তার মূলে সত্য,
সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

—ব্যাসদেব

মুচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
লক্ষী		কুনুই মঙ্গলচণ্ডী	৬৪
ভাদ্র মাসের লক্ষীপূজার কথা	১	সঙ্কট মঙ্গলবারের কথা	৬৭
কোজাগরী লক্ষীপূজার কথা	৭	সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	৬৯
ভাদ্রিক মাসের	১২	মঙ্গল সংক্রান্তি	৭৪
ক্ষেত্র-এতের কথা	১৭	সুরো ভূসোর ব্রত	৭৬
পৌষ মাসের লক্ষীপূজার কথা	২২	নাটাই চণ্ডী	৭৯
চৈত্র মাসের	২৬	কুমারী-ব্রত	
বটী		শিবপ্রভ	৮৩
অরণ্য বটী	৩০	পাণ্ডাপুকুর	৮৪
লোটন বটী	৩২	বশ পুস্তল	৮৬
চাপড় বটী	৩৬	হরিব চরণ	৮৭
ভূর্ণা বটী	৩৮	অমথ পাণ্ডা	৮৯
মূল্য বটী	৪০	গোবুল বঃ	৯১
পাটাই বটী	৪২	পুণ্ডরীক বঃ	৯৩
শাতল বটী	৪৩	ব-পুকুর বঃ	৯৫
অশোক বটী	৪৬	দ্র এত কথা	৯৮
নীল বটী	৪৯	সৈন্ধুতি এত	১০৫
চণ্ডী		ভূব ভূমলী এত	১২১
বারমাসে মঙ্গলচণ্ডী	৫৩	সধবা-ব্রত	
হরিব মঙ্গলচণ্ডী	৫৭	এয়ো-সংক্রান্তি	১২৮
জয় মঙ্গলচণ্ডী	৬০	ফলগছানো	১৩০

কোন্ মাসে কোন্ ব্ৰত

সৃষ্টিপত্ৰ

বিষয়			পৃষ্ঠা
	বৈশাখ—		
হরির মঙ্গলচণ্ডী	৫৭
শিবব্ৰত		..	৮৩
পুণ্ড্রপুৰ			৮৪
দশ পুণ্ডল	...		৮৬
করির চরণ		.	৮৭
অশ্বখ পাতা		..	৮৯
গোকুল ব্ৰত		..	৯১
পৃথিবী ব্ৰত		..	৯৩
ফলগছানো ব্ৰত	১৩০
শুশ্রূষা ব্ৰত			১৩১
নিং-সিঁড়র ব্ৰত			১৩৪
সক্যামণির ব্ৰত		..	১৩৫
কলাছড়া ব্ৰত	..		১৩৯
আদা-হলুদ ব্ৰত		...	১৪১
রূপ-হলুদ ব্ৰত		...	১৪২
আদর-সিংহাসন ব্ৰত	১৪৭

জ্যৈষ্ঠ—

অন্নগব্যযজ্ঞ (জামাই যজ্ঞ)	১৩২
-----------------------------	----	-----	-----	-----

বিষয়			পৃষ্ঠা
জয় যজ্ঞলচণী	৬০
আষাঢ়—			
বিপত্তাহিনী এত	১৮৬
শ্রাবণ—			
মোটন খট্টা (নুতন খট্টা)	৯৪
ভাদ্র—			
লক্ষ্মীপূজা	১
চাপড়া খট্টা	৩৬
মনসার এত	১৬৭
আশ্বিন—			
কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা	.	..	৮
ভূগাবটী (বোধন খট্টা)	৩৮
মৌভাগা চতুর্থী এত	১৪৮
জিতাষ্টমীর এত	১৬১
কার্তিক—			
লক্ষ্মীপূজা	১২
যমপুঙ্কর এত	৯৫
অগ্রহায়ণ—			
ক্ষেত্র এত	১৭
মূল্যাবটী	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলুই মঙ্গলচণ্ডী	৬৪
সকট মঙ্গলবারের কথা	৬৭
নাটাই মঙ্গলচণ্ডী	৭৯
সৈকুতি এত	১০৫
রালচর্ণা এত	১৫৩
ইতুর এত	১৭১

পৌষ—

লক্ষীপূজা	১২
পাটাই ষষ্ঠী	৪২
সুয়ে চরোর এত (পৌষ মাসের লো দো)	৭৬
তুং-তুংলী এত	১২১
রালচর্ণা এত	১৫৩

মাল—

শ্রীভজ ষষ্ঠী	৪৩
সকট মঙ্গলচণ্ডী	৬৭
রালচর্ণা এত	১৫৩

ফাল্গুন—

শিবরাত্রি এত	১৮২
রালচর্ণা এত	১৫৩

চৈত্র—

লক্ষীপূজা	২৬
অশোক ষষ্ঠী	৪৬
নীল ষষ্ঠী	৪৯

বারমেসে অগ্ন্যগ্নি ব্রত

মঙ্গলচণ্ডী

...

...

৫৩

- ১। প্রতি মঙ্গলবার—গুরুপক্ষে বারমেসে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবে।
- ২। বিপদে পাড়লেই যে কোন মঙ্গলবারে সন্ধ্যা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করিবে।
- ৩। যে কোন মাসের ৩০ দিনে গুরুপক্ষ, আর মঙ্গলবার সংক্রান্তি হইবে, সেই দিনে মঙ্গল সংক্রান্তির ব্রত করিবে।
- ৪। যে কোন মাসের ৭ কোন শুক্রবার সন্ধ্যা ব্রত করিবে।

এয়ো সংক্রান্তির ব্রত

২৮

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর
প্রতি সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করিবে।

মধুলাংক্রান্তির ব্রত

১৩৫

চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ কাব্য এক বৎসর
প্রতি সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করিবে।

মিত্য-সিঁচুর ব্রত

১৩৩

চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ কাব্য প্রাতঃ মাসের
সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

লক্ষ্যামণির ব্রত

...

১৩৫

এই ব্রত চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক বছর কবিতাে হয় ।	
নখচুটের প্রভ	১৩৬
এই এত চৈত্র মাসের স্তরপক্ষেব চতুর্থাতে লইতে হয় ও চারি বছর করিতে হয় ।	
ষোলকলা প্রভ	১৪০
চৈত্রমাসেব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাত মাসেব সংক্রান্তিব দিন এক বৎসর এই বৃত্ত করিতে হয় ।	
অক্ষর ভূতীয়ার বিবিধ প্রভ	
অক্ষরঘট ৭৩	১৪৩
অক্ষরবুঝাবী ৭৩	১৪৪
অক্ষরসিদ্ধি ৭৩	১৪৫
অক্ষরফল ৭৩	১৪৬
মৌলী অমাবস্তার প্রভ	১৫৭
বারমাসে অমাবস্তার প্রভ	১৬৩

—————



ভানা দাঁটিকে নামিয়ে এনে জীবন বাঁচান।

মোয়াদর ব্রত-কথা

— . . : — — —

ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজার কথা

[পের্চাপের্চোর কথা]

এক দেশে এক বিধবা স্ত্রীমণী ১০ বৎসর কোন বয়স হ'ত কষ্ট ল'ক
লা ০ বাইস'র তার ছে ১ চ'লটিব ম'ন্ত'ব ক'ব'ল ১ । স'ম'নী'ব টু ১ স'ম'ন্তে,
প'ব'ব'দ'নে একটা ন'ত হ'ল'থ ১'৫ ছিল ১ । চ'ল'ল' থ'ল'ল'র জ'ব'ল' ছিল—
সেই চ'ল'ল'টি ১ । এক'দ'ন এ'ব' স'ল'ল' নে'ই'ল' দ'ি'ব' স'ল'ল' ন'ল'র বে'চ'তে
যা'চ'ল' তাই দ'ল'থ ছ'ল'ল'বি স'ল'ল'র প'ব'ব'ব' ১'৫ ই'ল'ল' হ'ল' । সে ১'খন
১ ল'ল'ল' স'ল'ল'র ক'ব'ল' ১'৫ এ'ল'ল' ম'ল'ল' ব'ল' ১ স'ল'ল'ল' এ'ব'টা প'ল'ল'ল'
দ'ল'ল' ১ জ'ল'ল' স'ল'ল'র স'ল'ল' ১ স'ল'ল' ১'৫ ১'৫ "অ'ল'ল' স'ল'ল'র স'ল'ল'ল', প'ল'ল'ল'
ক'ল'ল'ল' স'ল'ল'ল' । ছ'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল' ১, ব'ল'ল' স'ল'ল'ল'ল' ক'ব'ল'তে
ল'ল'ল'ল' তাই দ'ল'থ তা'ব' স'ল' অ'ন'ক স'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল'ল' বা'ট'ল' ধ'ল'ল' থ'কে
চ'ল'ব' ক'ড' ১'৫ বা'ব' ক'ব'ল'ল' । ছ'ল'ল'ল' সেই স'ল'ল' ব'ল' ক'ড' ১'৫ স'ল'ল' অ'ল'ল'ল'ল'
ন'ল'ল' ১'৫ ১'৫ স'ল'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল' ১'৫ এই ল'ল' ল'ল' ১'৫, স'ল'ল' অ'ল'ল'ল'ল'
ক'ল'ল' ১'৫ ১'৫ ১'৫

১২লা তা'ব' স'ল'ল'ল' দ'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল' ১'৫, "চ'ল'ব' ক'ড' ১'৫ ক'ল'ল'ল' কি স'ল'ল' প'ল'ল'ল'
ব'ল' ১'৫ ছ'ল'ল'ল' ১'৫ ১'৫ ক'ল'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল' ১'৫ । অ'ন'ক স'ল'ল'ল'ল' ক'ল'ল'ল' চ'ল'
ক'ড' ১'৫ ক'ড' ১'৫ স'ল'ল'ল' দ'ল'ল' ১'৫ স'ল'ল' ১'৫ । ছ'ল'ল'ল' ত'খন তা'ল'ল' অ'ল'ল'ল'
হ'ল', স'ল'ল'ল'ল' ল'ল' ১'৫ ক'ল'ল'ল' স'ল'ল'ল' অ'ল'ল'ল' গ'ল'ল'ল'ল' গ'ল'ল' ব'ল'ল' । সেই

মেয়েদের ভ্রম-কথা

গাছটিতে পেঁচাপেঁচী তাদের ছুটি ছানা নিয়ে বাস ক'রতো। পেঁচাপেঁচী তখন চরতে গেছে; ছানা দুটো কোটবের ভেতরে ক্ষিদেতে খুব চোঁচাচ্ছিল। তাই শুনে, ছেলেটির প্রাণে ভাবি হুং হ'ল। সে আঁপু আঁপু ছানা দুটিকে নামিয়ে এনে ক্ষীর খাওয়ালে। ক্ষীর খাইয়ে তাদের আবার কোটরে রেখে দিবে এল। তারপর ভাঁড়ে যেটুকু ক্ষীর ছিল, সেটুকু আগনি খেয়ে মার কাছে চ'লে গেল।

দক্ষাবেলায় পেঁচাপেঁচী কোটরে ফিরে এসে ছানাদের জিজ্ঞাসা ক'লে, “হাঁয়ে! আজ যে বড় চুপচাপ আছিল, ক্ষিদে চোঁচাচ্ছিল না?”

মা-বাপকে দেখে ছানাদের ভাবি আমোদ হ'ল, তারা তখন ব'লে, “আমাদের গাছের স্রুখে ঐ কুঁড়েতে যে বাঘুনের ছেলে আছে, সে আজ আমাদের খুব পেট ভ'রে ক্ষীর পাইয়েছে মা! বাঘুনের জিনিস খেয়ে চুপ ক'রে পাকতে নেই, আর সত্যি ওরা ভাবি গরীব, ওদের যদি কিছু উপকার ক'রতে পার, তা হ'লে বড় ভাল হয়।”

তাই না শুনে পেঁচাপেঁচী বলে, “আচ্ছা, তার জন্যে আর তাদের ভাবতে হবে না।”

ছেলেটি যখন বা খেতে পেত, তাই ছানাদের খাওয়াত। পেঁচাপেঁচী দেখলে যে, বাস্তবিক বাঘুনের ছেলেটি তাদের বাচ্চাদের খুব বদ্ব করত।

এমনি ক'রে কিছুদিন যায়। পেঁচাপেঁচী রোজ ভোর হলেই মা লক্ষ্মীর বাগানে চ'রতে যায়। তাদের ইচ্ছা ছিল, সন্ধ্যা হ'লেই মা লক্ষ্মীকে গরীব বাঘুনের কথা জানাবে।

ভাদ্র মাস আসতেই বান্দী অতি কষ্টে যোগাড় ক'রে গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্মপতিবারে মা লক্ষ্মীর পূজা ক'লে। তারপর ছেলেকে এসাদ খেতে দিলে। সেদিন অনেক ফল ছিল। ছেলেটি সেই লক্ষ্মীর প্রসাদ—ফলমূল নিয়ে পেঁচাপেঁচীর ছানাদের খাওয়ালে। ছানা দুটো ফলমূল, ক্ষীরের পিটুলি খেয়ে খুব খুসী হ'ল—পেট ভ'রে দমদম হ'ল, তখন তারা চুপ ক'রে শুয়ে রইলো।

জয়-মঙ্গলবারের কথা

জয়াবতী সেই পুঁটলী নিয়ে ধরে গিয়ে হাত পা ধুয়ে তার সেই হীরেমুক্তোর গয়না পরে এসে, মাছ কুটতে বসলো। তাই না দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। জয়দেব মুখ টিপে হাসতে লাগলো।

সবাই বলে, “এত রান্না রাঁধবে কে?” জয়দেব বলে, “জয়াবতী রাঁধবে।” জয়াবতী মা মঙ্গলচণ্ডীকে স্মরণ করে রাঁধতে গেল। মা মঙ্গলচণ্ডী এসে সমস্ত রোঁধে দিয়ে গেলেন। সবাই খেয়ে স্তুত্যাতি করলে।

তারপর জয়দেবের একটি ছেলে হল। একদিন ছেলেকে শুইয়ে জয়াবতী ঠাঁজে গেছে, জয়দেব এসে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে কুমোরের পোঁপে ফেলে দিয়ে চলে এল। সেদিন কুমোরদের পোঁপ কিছুতেই জলে না। শেষকালে মঙ্গলচণ্ডী এসে ছেলে তুলে নিয়ে জয়াবতীকে দিয়ে এলেন।

আর একদিন জয়দেব ছেলেকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে সিঁড়ির তলায় ঘাড গুঁজে পুঁতে দিয়ে এল। মা মঙ্গলচণ্ডী ছেলেকে বাঁচিয়ে জয়াবতীর কোলে দিয়ে এলেন, আর বলে দিলেন, “ছেলেকে সামলে রাখিস্।”

তারপর আর একদিন জয়দেব ছেলেকে একখানা কাটারি দিয়ে কাটুছিল, এমন সময় জয়াবতী এসে পড়লো। জয়াবতী এসে বলে, “তোমার এতভেঙে বিশ্বাস হল না?” তখন জয়দেব বলে, “হ্যাঁ! এইবার আমার বিশ্বাস হয়েছে।” তারপর জয়াবতীর আরো ছেলেমেয়ে হল। স্বপুত্র-শান্তভী নাতি নাভনীর মুখ দেখে স্বর্গে গেল।

জয়দেব-জয়াবতী খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকরা করতে লাগলো।

ছেলেমেয়েদের সেই ব্রতের কথা বলে দিয়ে প্রচার কর্তে বলে দিল। তারপর স্বর্গ থেকে পুষ্পক রথ এল। জয়দেব-জয়াবতী দুজনে চড়ে স্বর্গে চলে গেল।

সেই অবধি জয়-মঙ্গলবারের ব্রত-কথা পৃথিবীতে প্রচার হল।

অগ্রহায়ণ মাসের কুলুই মঙ্গলবারের কথা

এক বামুনের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। বামুনের ঘরে মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘট পূজো হতো। আইবুড়ো মেয়েটি বোজা ফুল তুলতো, চন্দন ঘষতো, ঠাকুর ঘরের পাট করতো। তার মঙ্গলচণ্ডীর উপর খুব ভক্তি ছিল।

একদিন ঠাকুর-ঘরের পাট করতে করতে সে দেখলে, একটা ঘোড়া কলা রয়েছে। তাই দেখে মেয়েটি ভাবল যে এ কলাতে তো আর ঠাকুর পূজো হবে না, তবে আমি খেয়ে ফোল। এই ভেবে যমজ-কলাটি খেয়ে ফেলল।

কিছুদিন পরে মেয়ের ভয়ানক অরুচি হল, কিছুই খায় না। বাপ-মা ভেবেই আকুল। পাড়ার পাঁচজন গিন্নী দেখে বলে, “কি সর্বনাশ! এ মেয়ে যে পোয়াতি, এতদিন যেমন আইবুড়ো রেখেছিলে, এইবার মর।”

বাপ-মা সমাজের ভয়ে মেয়েকে বনবাসে দিলেন। বনে থাকতে থাকতে দশ মাস দশ দিনে চাঁদের মত যমজ ছেলে হলো।

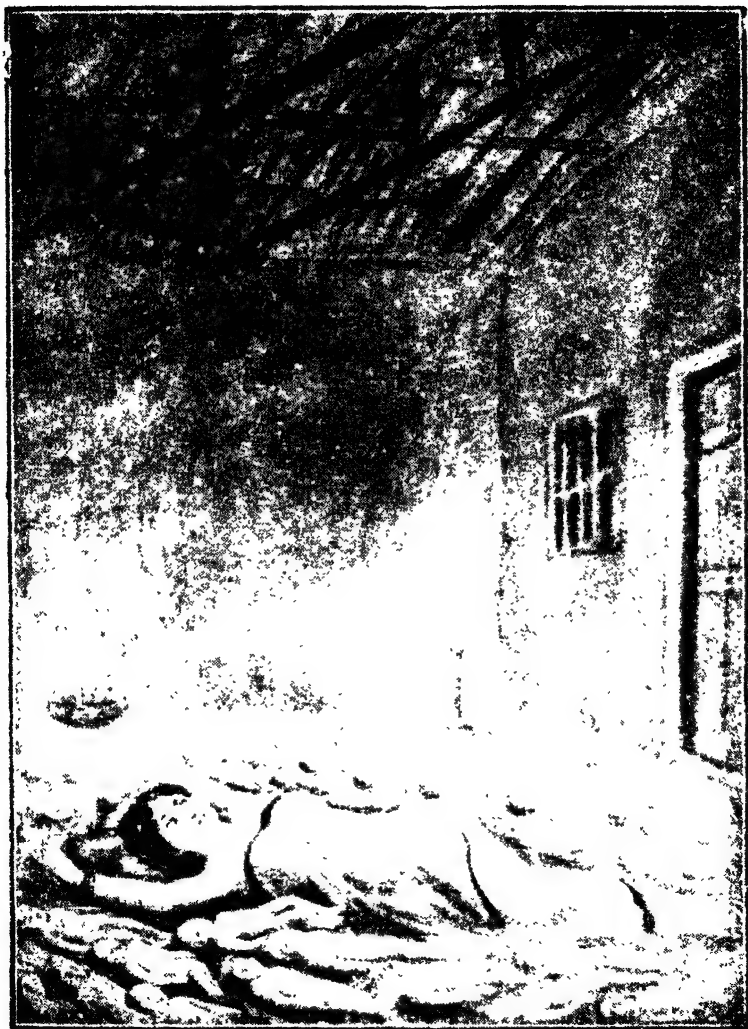
মা মঙ্গলচণ্ডী বুড়ী বামুনীর বেশ ধরে পো আর পোয়াতিকে বনের ভেতর একটি কুঁড়েতে রাখলেন।

ছেলে দুটি দিন দিন চাঁদের মত বাড়তে লাগলো। তাবা বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে, চণ্ডীতলায় খেলা করে বেড়ায়। মঙ্গলচণ্ডী তাদেন নাম আকুলী হুকুলী রেখেছিলেন। সেইখান দিয়ে যত মহাজনী নৌকা যায়, সকলেই চণ্ডীতলায় তাদের মালপত্র কিছু কিছু রেখে দিয়ে যায়।

একদিন ছেলে দুটি খেলা করছিল, এমন সময় এক বেগে সদাগর সাত ডিক্কি ধন নিয়ে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে, ছেলে দুটি বলে, “নৌকায় কি আছে। আমাদের বড় খিদে পেয়েছে, দুটি দাঁও ন।”

বেগে সদাগর বলে, “নৌকায় কিছুই নেই, খালি লতাপাতা আছে।”

ছেলেরা বলে, “তাই হোক।” বলে চাসুতে হাসুতে চলে গেল।



আঁতুর ঘরে ঘাটটি ছেলে নিয়ে ঘুমচ্ছে

অগ্রহায়ণ মাসের কুলুই মঙ্গলবাবের কথা

সদাগর নৌকায় গিয়ে দেখলে, সত্যি-সত্যিই নৌকোখানি লতাপাতায় পরিপূর্ণ। তখন সদাগর ঝাটে ভিড়ি ভিড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলে দুটির পায়ে ধরে বলেন, “বাবা, আমার সর্বনাশ হয়েছে, তোমাদের অধিক ধন দেব, আমার যেমন ছিল তেমনি করে দাও।”

ছেলেরা বলেন, “আমরা কারও ভাল করতে বা মন্দ করতে জানি না, তবে আমাদের দিদিমা লোকের ভাল করতে জানান।” এই বলে মঙ্গলচণ্ডীর কাছে নিয়ে গেল।

মা মঙ্গলচণ্ডী বলেন, “তোরা আমার ব্রত-দ্বাসদের অপমান করেছিস, যা, ঘরে গিয়ে কুলুই-চণ্ডীর পূজা করগে যা। অগ্রহায়ণ মাসে চারটে মঙ্গলবাবের উঠোনে আল্পনা দিয়ে, কুল ডাল পুতে, ষট বগিষে জোড়া কলা, জোড়া কুল, চিঁড়ে, পাটালি দিয়ে ধান দুধার অর্ঘ্য গড়ে পূজা দিবি। পাঁচজন এয়া এক জায়গায় বসে ‘আকুলী-সুকুলী’র কথা শুনে সেই ঘণ্টের কাছে বসে ফলার করবে, যে যা কামনা করবে, তার তাই হবে। আর তোর নৌকায় যেমন ধন ছিল, তেমনি হবে।”

সদাগর গিয়ে দেখলে, সত্যি সত্যিই সব ঠিক আছে। তারপর ঘরে গিয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচা- করলে, আর সেই বনে মা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির করে দিলে।

একদিন মা মঙ্গলচণ্ডী আকুলী-সুকুলী আর তার মাকে সঙ্গে করে সেই বামুনের বাড়ী নিয়ে গিয়ে বলেন, “তোর মেয়ে সত্যী-সাদ্বী, মঙ্গলবারে জোড়া কলা খেয়েছিল বলে এই আকুলী সুকুলী হই ছেলে হয়েছে। এরা আমার ব্রত-দ্বাস, এদের যে অপমান করবে, তার সর্বনাশ হবে।”

এই বলে মা মঙ্গলচণ্ডী সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন।

এই দেশের রাজাকে মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নে বলেন, “অমুক বামুনের মেয়ের সঙ্গে তোরা ছেলের বিয়ে দিবি। যদি না দিস তো সর্বনাশ হবে।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

রাজা কি করেন, ভয়ে ভয়ে বাম্বনের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন । বাম্বনের খুব ধন দৌলত হল । আকুলী হুকুলীকে সবাই দেবতার মত ভক্তি করতে লাগলো । ব্রতের মাহাত্ম্য দেখে সবাই অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে কুলুই-মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে লাগলো । আর সেই থেকে ব্রত প্রচার হলো । এ ব্রত করলে কুলে কখনও কলঙ্ক হয় না ।

নিম্নের মন্ত্রটি বলিয়া ত্রীলোকদিগের জল খাইতে হয় :—

সোণার মঙ্গলচণ্ডী

রূপোর বাল',

কেন মা মঙ্গলচণ্ডী

এল বেলা ?

হাস্তে, খেলতে,

পাটের শাড়ী পরতে,

সোণার দোলায় ঝুলতে,

শাখা শাভী পরতে,

ভেসে হলেদ মাথতে,

আঘাটায় ঘাট করতে,

অপথ পথ করতে,

অরাজকে রাজ্য দিতে,

আইবুড়োর বিয়ে দিতে,

হা-পুতির পুত দিতে,

নিধনের ধন দিতে,

চোরের বন্ধন ঘুহতে,

কাণার চক্ষু দিতে,

অন্ধের নডি দিতে,

তাই এত-বেলা ।

সকট মঙ্গলবারের কথা

এক দেশে লক্ষপতি নামে এক সদাগর বাস করতেন। তিনি বার বছর হল, বাণিজ্য করতে গেছেন। তারপর সেই থেকে আর দেশে ফেরেননি, সকলে বলে, তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন। সদাগরের মা, বউ তারা সবাই কঁদে আকুল।

পাড়ার একজন গিন্নী বলে, “দেখ, বউকে সকট মঙ্গলবারের ব্রত করাও; কিন্তু এ ব্রত একলা হয় না, আর বিধবাকে নিষেধ হয় না। আমার বউটিরও যখন কোন ছেলেমেয়ে হয়নি, তখন ওরা দুজনে কড়ক।”

তখন দুই বউ মিলে মঙ্গলবারে আটগাছি দুর্বা, আটটি আতপ চাউল একটি বেশমী কাপড়ে বেঁধে অর্ঘ্য তৈরী করে। তারপর অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে সকট মঙ্গলবারের ব্রত করে।

তারপর কুটনা-বাটনা ও রান্না করে, দুজনে হাঁটুর ভেতর হাত রেখে কথা বন্ধ করে খেতে বসলো।

পাড়ার সেই গিন্নী বলে, “তোমরা খেতে বসে কথা করো না। খাওয়া শেষ হলে দুজনে দুজনে জিজ্ঞেস করবে, ‘সকট থেকে উঠি?’ দুজনেই বলবে, ‘উঠি।’”

দুই বউয়ের খান্ধা শেষ হয়ে এসে, এমন সময় ঘাটে দামামার শব্দ হল। বাড়ীর ঝি এসে বলে, “ওই! দাদাবাবু এসেছেন।”

এই কথা শুনে সদাগর-বউ ভাত খেলে ছুটে চলে গেল।

এ দিকে ঝি এসে সেই পাতের সমস্ত দই-ভাত খেয়ে উঠে গেল।

সদাগর বাড়ী এসে বউকে চিন্তে পারলেন না, ঝিকেই গহনাপত্র ঢাকাক ড়ি সব দিলেন। তারপর বউয়ের কষ্ট দেখে শান্তভী আর থাকতে না পেয়ে সেই

মেয়েদের ব্রত-কথা

গিন্নীকে গিয়ে কেঁদে-কেটে বলল, “যা হয় একটা উপায় কর, নইলে বউ তো আর বাঁচে না।”

তখন সেই গিন্নী বলল, “কি করবো বল ! বউ শেষকালে ভাত ফেলে উঠে গেল, আর ঝি এসে শেষ-পাতের ভাত খেয়ে সব পুণ্যটুকু পেয়ে গেল। তা যা হোক, পৌষ মাসটা যাক, এ ব্রত মাঘ মাসে করলেও হয়। মাঘ মাসেই যেন ওরা দুজনে ঘের ব্রত করে। আর বলে দিও, যেন নিজেরা এঁটো পাত কুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে।”

তখন দুই বউয়ে আবার মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে খুব ভক্তি করে মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে লবট মঙ্গলবারের ব্রত করলে। তারপর আগেকার মত অর্ঘ্য সাজিয়ে, হাঁটুর ভেতর হাত বেখে কুটনা-বাটনা রান্না খাওয়া করে, শেষকালে দুজনে পাত ভাসিয়ে দিয়ে এসে এঁটো পরিষ্কার কংতে করতে লদাগরের বউ বলে—

“হাতের কঙ্কণ বেচে কিনলুম দাসী,

সে হল রাজমহিষী।

আমি হলুম দাসীব দাসী ॥”

লদাগর এই কথা শুনে পেয়ে বউয়ের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।

তখন বউ সমস্ত কথা বস। মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় লদাগর হুল বুঝতে পেয়ে বউকে ঘরে নিলেন। কিছুদিন পরে বউয়েরও একটি ছেলে হল।

লদাগর বউকে নিয়ে স্থখে ঘরকরা করতে লাগলেন।

— — —

সকতার কথা

এক দেশে এক রাজার সাত রাণী ছিল। কোন রাণীর ছেলেমেয়ে হয়নি বলে রাজা মনের দুঃখে থাকেন। একদিন সকালে রাজা দেখলেন যে, ঝাড়ুদার বাড়ী বাঁট দেয়নি। এই দেখে তিনি ঝাড়ুদারকে ধরে আনবার জন্য কোঠালকে পাঠালেন।

কোঠাল ঝাড়ুদারের বাড়ী গিয়ে দেখলে যে, ঝাড়ুদার ভাত খাচ্ছে, তাই দেখে কোঠাল জিজ্ঞাস করলে, “তুই আজ রাজবাড়ী বাঁট না দিয়ে ভাত খাচ্ছিস ?”

ঝাড়ুদার বলে “কি করব হজুর। ওই আটকুডো রাজার মুখ দেখে আমার দিনের বেলায় কোনদিন ভাত খোঁদেনি, সেইজন্য আজ খেয়ে যাচ্ছি।” এই কথা শুনে কোঠাল রেগে গিয়ে রাজাকে সব বলে। শুনে রাজার ভারি দুঃখ হল, আর কাউকে মুখ দেখাবেন না বলে ঘবে দোর দিয়ে বইলেন।

এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে ডাকলেন। রাজা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। আসতেই সন্ন্যাসী বলেন, “আর তোকে ভাবতে হবে না, এইবার তোর ছেলে হবে।” এই বলে একটি শেকড় দিয়ে বলেন, “এইটে বেটে রাণীদের খেতে বল, তা হলেই সাত রাণীর সাত ছেলে হবে। আর যে ছেলেটি সব চেয়ে ভাল হবে, সেটিই আমাকে দিতে হবে।” এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

রাণীরা সেই শিকড় বেটে খেলে, এমন সময় ছোটরাণী এসে বলে, “কই আমায় ত দিলে না ?” তখন রাণীরা বলে, “ওই যা। খুলে গেছি। তা তুই শিলটা ধুয়ে খা, তা হলেই হবে।”

ভাল মানুষ ছোটরাণী, কাজেই তাদের কথামত তাই খেলে।

তারপর সকলের গর্ভ হল, দশ মাস দশ দিনে সবাই প্রসব করলে, কিন্তু

ছেলেয়া কেউ বা কালা, কেউ বা কাণা, কেউ বা খোঁড়া এই রকম হল। আর ছোটরাণী একটি শাঁখ গ্রাসব করলে। রাজা তাই দেখে ছোটরাণীকে ত্যাগ করলেন।

ছোটরাণী মনের দুঃখে একটি কুঁড়েতে সেই শাঁখ নিয়ে বাস করতে লাগলো। রাত্রে ছোটরাণীর মনে হত, কে যেন তার মাই খাচ্ছে, কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখতে পেত না।

একদিন ছোটরাণী রাত্রে ঘুমোবার ভান করে শুয়ে ছিল। খানিক গবে দেখলে শাঁখের ভেতর থেকে একটি সুন্দর ছেলে বেরিয়ে এলো। তাই না দেখে ছোটরাণী তাড়াতাড়ি উঠে সেই ছেলেকে বুকে করে নিয়ে শাঁখ-এ ভেঙ্গে দিলে, দিয়ে বলল, “আর আমি তোমায় ছাড়বো না।”

ছেলেটি বলল, “মা, তুমি কি করলে? সেই সন্ন্যাসী আমায় এইবার এসে নিয়ে যাবে।” রাণীর ভারি ভাবনা হল। সকাল হতেই রাজার কাছে গিয়ে সব কথা বলে ছেলে কোলে দিলে। দিতেই রাজা রাণীকে বললেন, “আমি তোমায় তুল করে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমার ক্ষমা কর।” এই বলে রাণীকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

বার বছর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরে এলেন, এসে চলে চাইলেন। রাজা ছয় ছেলেকে নিয়ে এসে বললেন, ‘এই ছয় রাণীর ছয় ছেলে, আর ছোটরাণীর একটি শাঁখ হয়েছে। আপনি এর মধ্যে যাকে পছন্দ হয়, নিন।’

সন্ন্যাসী বললেন, “না, এরা ত কেহই সুন্দর নয়। এই বলে একটি শাঁখ বাজিয়ে ডাকলেন, “কৈ, আমার শঙ্খনাদ কৈ?”

সন্ন্যাসী ডাকতেই ছোটরাণীর ছেলেটি ছুটে এল। তখন সন্ন্যাসী বললেন, “আপনি আমাকে ঠকাবার মতলব করেছিলেন; এই ছেলেকে আমার চাই।” এই বলে সন্ন্যাসী ছেলে নিয়ে চলে গেলেন। রাজা-রাণী চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

সকটার কথা

রাণীর কান্নাতে পাড়ার মেয়েরা রাজবাড়ীতে ছুটে এল। তার ভেতর থেকে একজন গিন্নী সব কথা শুনে ছোটরাণীকে বলল, “মা, তুমি সকটার ব্রত কর, তাহলেই ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।”

রাণী সেই কথা শুনে শুক্রবারে সমস্ত দিন উপোস করে একমনে সকটার পূজা করতে লাগলো।

ওদিকে সন্ন্যাসী শঙ্খনাথকে পথে যেতে যেতে বলেন, “দেখ, বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে, সেখানে ভারি বাঘ ভালুক আছে, কিন্তু খুব শীগ্গির যাওয়া যায়। আর যে একটা ভাল পথ আছে, সেটা দিয়ে গেলে বড্ড দেরী হয়। তুমি কোন্টা দিয়ে যাবে?”

শঙ্খনাথ বলে, “আমি রাজ্যের ছেলে, আমার ভয় কিছু নেই। আমি বনের ভেতর দিয়ে যাব।”

সন্ন্যাসী সম্মত হয়ে তাকে সেই পথ দিয়ে নিয়ে গেলেন। খানিক দূরে একটি কালী-মন্দিরের কাছে একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সন্ন্যাসী বলেন, “তুমি কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করে এসো, মাংসের পূজা করতে হবে।”

স্নান করে শঙ্খনাথকে কুঁড়ে ঘরে বসতে বলেন, আর দক্ষিণ দিকের দরজা খুলতে বারণ করে দিয়ে সন্ন্যাসী কালীপূজা করতে গেলেন।

শঙ্খনাথের মনে সন্দেহ হল। সে সেই দক্ষিণ দিকের দরজা আস্তে আস্তে খুললে, খুলে দেখলে যে, একটা রক্তের পুত্রে অনেক মডার মূণ্ড ভাসছে। সেই মূণ্ডগুলো তাকে দেখেই হেসে উঠলো।

শঙ্খনাথ জিজ্ঞেস করলে, “তোমরা হাসছে কেন, আর তোমরা কারা?”

মূণ্ডগুলো বলে, “আমরাও রাজপুত্র, সেই সন্ন্যাসী আমাদের কালীর কাছে বলি দিয়েছে, তোমাকেও আজ বলি দেবে।”

শঙ্খনাথ বলে, “তবে উপায়?”

মূণ্ডরা বলে, “যদি আমাদের বাঁচাও, তবে বলবো।” শঙ্খনাথ প্রতিজ্ঞা করলে।

মেয়েদের ব্রত-কথা

তখন তারা বলে, “সন্ন্যাসী যখন জেয়ার কালীর কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে বলবে, তখন তুমি বলবে, ‘আমি রাজার ছেলে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানি না; আপনি আমার দেখিয়ে দিন।’ সন্ন্যাসী তখন মাটিতে শুয়ে দেখিয়ে দেবে, আর তুমি তখনই খাঁড়া নিয়ে সন্ন্যাসীকে কেটে ফেলবে, ফেলে তার রক্ত আর মায়ের ফুল আমাদের গায়ে ছড়িয়ে দেবে।”

শঙ্খনাথ সব কথা শুনে দরজা বন্ধ করে বসে চুপ করে মা মঙ্গলচণ্ডীকে তাকুতে লাগলো।

ধানিক পরে সন্ন্যাসী এসে শঙ্খনাথকে দেখে তারি আনন্দিত হলেন। ১০৭টা বলি শেষ হয়েছে, এইটে হলেই তাঁর মনকামনা পূর্ণ হয়। শঙ্খনাথকে নিয়ে তিনি কালীর কাছে গেলেন, তারপর বলেন, “মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে যাবে—চল।”

শঙ্খনাথ বলে, “আমি রাজার ছেলে, কি করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয় তা আমি জানি না, আপনি আমার দেখিয়ে দিন।”

সন্ন্যাসী যেমন মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে দেখালেন, অমনি শঙ্খনাথ খাঁড়া নিয়ে ছুখানা করে মুণ্ড কেটে ফেললে, ফেলেই সেই রক্ত আর মায়ের ফুল নিয়ে সেই মুণ্ডুলোর উপরে ছড়িয়ে দিলে।

তারা সবাই বেঁচে উঠে শঙ্খনাথকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

সেই দেশের রাজার কাছে এই কথা উঠলো। রাজা খুব আদর যত্ন করে শঙ্খনাথকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে শঙ্খনাথের বিয়ে দিলেন। তারপর হাতী-ঘোড়া ধন-দৌলত দিয়ে মেয়ে-জামাইকে পাঠালেন। অন্য অন্য রাজপুত্রেরাও সঙ্গে চললো।

এদিকে চোটারানী শুক্রবারে পঞ্চটার ব্রত করে প্রণাম করে উঠেছে, এমন সময় কি গিয়ে বলে, “মা! তোমার ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে আসছে।”



রাজপুত্রের সঙ্গে অশোকের বীচি ছড়াতে ছড়াতে অশোকা

সকটার কথা

থবর পেয়ে রাজা-রানী দৌড়ে গিয়ে ছেলে-বউ বরণ করে ঘরে তুললেন।
রাজপুত্রদের খাতির-যত্ন করলেন।

তারপর শত্ৰুনাথ তার সমস্ত বিপদের কথা বলে, শুনে সকলেই অবাক।

রাজা রানী তখন মহা ঘটা করে সকটার ব্রত করলেন। রাজপুত্রদের
সকলকে এই ব্রত করতে বলে দিলেন।

ছোটরাণী বেটা-বউয়ের মাথায় সকটার অর্ঘ্য ছুঁইয়ে দিলেন। রাজা তাঁর
বাক্যে সকলকেই এই ব্রত করবার হুকুম দিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই যে যার
বাক্যে চলে গেল।

ক্রমে মা সকটার ব্রত-কথা দেশে প্রচার হল। সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ
করতে লাগলো।

মঙ্গল-সংক্রান্তির কথা

এক দেশে এক গেরস্ত তার ছেলে বউ নিয়ে বাস করতো। একদিন বাড়ীর বউয়েরা শান্তীকে বলে, “মা! আজকে সমান মাস, গুরুপক্ষ, সংক্রান্তি, মঙ্গলবার, তা তুমি মঙ্গল সংক্রান্তি কর।”

গিন্নী বলে, “ওরে বাবা। আমি উপোস করতে পারবো না।” এই বলে গিন্নী বেশ ভাল করে দান্নাবান্না করে খেলে, আর বউয়েরা সব মঙ্গল-সংক্রান্তি করলে।

কিছুদিন পরে গিন্নীর ভয়ানক ব্যারাম হল। কেউ মারাত্তে পারে না। যত বেশী ক্ষীর, ছান, ননী খেতে দিতে লাগলো তত বেশী বোঁগা হতে লাগলো। শেষকালে গায়ের গন্ধে কেউ কাছে যেতে পারে না। তার ঘরে রাত্রিতে নানা রকম শব্দ হতে লাগলো।

একদিন ছেলেরা আর বউয়েরা সবাই মিলে রাত্রিতে কেন শব্দ হয়, দেখবার জন্যে গুপেতে বসলো।

গিন্নী প্রথম প্রহরে শাঁখ, দ্বিতীয় প্রহরে তাম্রকুণ্ড, তৃতীয় প্রহরে গরু, আর চতুর্থ প্রহরে বরুণের নগা হয়ে ঘরের মেঝেতে ঘুবে বেড়াতে লাগলো। ছেলেরা তাই দেখে তার পর্বদিন একজন ভালো রোজা আনিয়ে দেখালে। রোজা বলে, “তোমাদের মা বেঁচে নেই। মেয়েমানুষ খতুকালে বামুন ছুঁলে বক্তৃতা, শাঁখ ছুঁলে শাঁখ, তামা ছুঁলে তাম্রকুণ্ড, আর গরু ছুঁলে গরু হয়। তা তোমাদের মা সেহ সবই ছুঁয়েছেন।”

তারার রোজা বলে, “সমান মাসে গুরুপক্ষের মঙ্গলবারে সংক্রান্তি হলে তাকে মঙ্গল সংক্রান্তি বলে। সেই ব্রত করলে মেয়েদের কোন দোষ থাকে না। তাই তোমাদের মা করেন নি।”

মঙ্গল-সংক্রান্তির কথা

তখন ছেলেরা বলে, “তবে আমাদের মায়ের কি কোন উপায় হবে না?”

বোজা বলে, “যদি কেউ তোমাদের মায়ের হয়ে মঙ্গল সংক্রান্তির ফল দেয়, আর সেই ফল ধুয়ে যদি খাইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তোমাদের মায়ের গতি হবে।”

কিন্তু কোন বউই ফল দিতে রাজি হল না। শেষকালে ছোট বউ বলে, “আমার সানটা সুপুরী আছে, আমি তার একটি দিতে পারি।”

এই বলে তার পরদিন সকালবেলা স্নান করে পুরুত ডেকে একটি লাল স্ত্রীভা বঁধা সুপুরী শাওড়ীর নামে সংকল্প করে দিলে। দিয়ে বলে, ‘মা! আমার এই মঙ্গল সংক্রান্তির একটি বল তোমাকে দিলাম, তুমি এর পুণ্য ভোগ কর।’ এই বলে সুপুরী ধুয়ে মাকে জল খাইয়ে দিল। সুপুরীটি গিন্নীর হাতে দেওয়া মাত গিন্নী মুক্তি লাভ করে।

এই কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। এখন থেকে সেই রত্নের কথা প্রচার হল। সকল মেয়েদেরই এই ব্রত করা উচিত।

--

(পৌষ মাসের সোম্বো)

সুয়ো-দুয়োর কথা

এক দেশে এক বেণে সদাগরের সাত ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটা বে' হবার পর আর বাপের বাড়ী আসেনি। আর তার বাপ-মাও কখন মেয়ের খোঁজও করেনি।

সাত-আট বছর পরে সদাগর মরে গেল। তার সাত ছেলে সাত ভিড়ি খন নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরুল।

যেতে যেতে পথে তাদের পাঁচ মাস কেটে গেল। একদিন তারা এক ডাকাতের বাড়ীতে অতিথি হলো। ডাকাতেরা খুব খাতির যত্ন করে তাদের ভিজ্ঞে কাঠ, ফুটো হাঁড়ী আর কিছু চাল ভাল দিয়ে চলে গেল।

এমন সময়ে একটি সুন্দরী বউ এসে জিজ্ঞেস কলে, “তোমরা কোথেকে আসছো?”

তারা সমস্ত পরিচয় দিলে। দিতে বউট কঁান্তে কঁান্তে বল্লে, “তোমরা আমার ভাই। মাকে বলো আমি এখানে মরিনি। তোমরা এখানে আর থেকো না।” বউটি এই বলে প্রণাম করে চলে গেল।

এমন সময় ডাকাতের মা এসে বল্লে, “তোমরা কেন এখানে এলে? এখুনি আমার পাঁচ ছেলে হোমাদের সব কেড়ে নেবে আর তোমাদের মেয়ে ফেলবে। তোমরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির যা হয় দুটি ফুটিয়ে খেয়ে নাও, নিয়ে চলে যাও।”

সাত ভাই আর কিছু চাল খেয়ে বুড়ীকে প্রণাম করে মাঠের মাঝখান দিয়ে উৰ্দ্ধ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে নদীর ধারে এসে হাজির হল; তখনি দাঁড়ীদের তুলে, ভিড়ি ভাসিয়ে উত্তরদিকে চলে গেল।

সুয়ো-দুয়োর কথা

এদিকে বুড়ী সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে টেঁচামেচি করে ছেলেদের সব ডাকতে লাগলো।

ডাকাতেরা আসতেই বুড়ী বলে, “সেই অভিধিলো ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দক্ষিণদিকে গেছে। শীগ্গির যাও।”

পাঁচ ডাকাত মিলে দক্ষিণদিকে তাদের ধরবার জন্যে দৌড়ল। পথে যেতে পারে গাছপালা বেধে সবাই পড়ে গেল।

এদিকে সদাগরের সাত ছেলে অন্য এক দেশে গিয়ে সাত জনে বিয়ে করে চৌদ্দ ডিডি ধন নিয়ে দেশে হাজির হলো।

ঘাটে এসে ছেলেরা দেখলে, তাদের মা ঘাটে সুয়ো-দুয়োর ডিডি ভাসাচ্ছে। মাও ছেলে বউ দেখে তাড়াতাড়ি পাড়ার পাঁচজন মেয়ে ডেকে, বেটা বউ বরণ করে ঘরে তুলে, ছেলে-বউ সুয়ো-দুয়াকে শ্রণাম করে ঘরে গেল।

একদিন কথায় কথায় ছেলেরা মাকে জিজ্ঞেস কলে, “মা! আমাদের কি একটিও বোন নেই?”

মা বলে, “হ্যাঁ, আছে বই কি বাবা! তোমাদের বোন পিসির বাড়ীতে থাকতো, তার পিসি একজন ডাকাতের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যে আমরা আর তাকে ঘরে আনতে পারিনি।”

ছেলেরা তখন সেই ডাকাতদের আর তাদের বোনের কথা মাকে বলে। তখন মা খুব কঁাদতে লাগলো।

তখন সাত ভাই জামাই-বাবী নেমন্তণ করে পাঠালে। জামাই, মেয়ে আর মেয়ের শান্তড়ী এলো। গিন্নী মেয়েকে বৃকে করে নিয়ে খুব কঁাদতে লাগলো। তারপর মেয়ে-জামাইকে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে সাত ডিডি ধন দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

যাবার সময় জামাই আর তার চার ভাই বলে, মা! আমরা যা পাপ করেছি, তার ক্ষয় হবে কি করে?”

মেয়েদের ব্রত-কথা

গিন্নী বলে, ‘তোমরা মকর সংক্রান্তির দিন, কলার পেটোর ভিড়ি করে গাঁদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে, জোড়া পান, জোড়া কলা, সুপুঁরী, পৈতে ও কড়ির ভাড়া দিয়ে সাজিয়ে, সুয়ো-দুয়ো পূজা করবে, মেদিন উপোস করবে। তার পরদিন পেটোতে বিয়ের প্রদীপ জেলে পুকুরে কিংবা নদীতে ভাসিয়ে দেবে। তা হলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হবে।’

তাই শুনে তারা দেশে চলে গেল, আর তারপর থেকে তারা মকর সংক্রান্তিতে এই ব্রত করতে লাগলো।

তাদের দেখা দেখি এমনি করে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ব্রতের কথা প্রচার হল, তখন সবাই ভক্তি করে সোদার ব্রত করতে লাগলো।

নাটাই চণ্ডীর কথ

এক দেশে এক সদাগরের বউ একটি ছেলে আর একটি মেয়ে রেখে মারা যায়। সদাগর কিছুদিন পরে আবার একটি বিয়ে করেন। সেই বউয়েরও একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়। বড় ছেলেমেয়েকে তাদের বাপ আর পাড়াপড়শীরা খুব ভালবাসতেন, কিন্তু সৎমা তাদের মোটেই দেখতে পারতো না।

একদিন নতুন বউ সদাগরকে বলে, “কতদিন আর ঘরে বসে থাকবে? বাণিজ্য করতে য'ও।” তাই শুনে বড় ছেলেমেয়েদের অন্য সদাগরের বড় ভাবনা হলো। নতুন বউয়ের বড় ছেলেমেয়েদের উপর কেমন ছেদা ভা জন্মিলে। কি করবেন, ময়রা আর গয়লাকে চুপি চুপি বলেন, “দেখ, তোমরা বড় ছেলেমেয়েকে খেতে দিও, আমি এসে সব দাম দেব আর এখন কিছু নাও।” এই বলে কিছু টাকা-কাড়ি দিয়ে মা-মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করে সদাগর বাণিজ্য করতে চলে গেলেন।

এদিকে গিন্নী অমন রাখাল ছাড়িয়ে দিয়ে বড় ছেলেমেয়েদের গরু ছ'গরু চরাবার ভার দিলে। দুবেলা ফেন-ভাত খেতে দিত। তাকেও বড় ছেলেমেয়েরা খুব মোটা আর সুন্দর হতে লাগলো। এই দেখে নতুন বউ ভাবলে, আমার ছেলেমেয়েরা এত ঘি-দুধ খেয়েও রোগা হয়ে যাচ্ছে, আর ও-দুটো ফেন-ভাত খেয়ে অমন মোটা-লোটা হচ্ছে, এর মানে কি?

একদিন নিজের ছেলেমেয়েকে গোয়েন্দা করে পাঠালো। সমস্ত দিন গেল কেউ আর বাড়ী এল না। তখন নতুন বউ হায় হায় করতে লাগলো। সন্ধ্যার সময় চার ভাই বোনে গরু চরিয়ে বাড়ী ফিরলো। সৎমা এসে বড় ছেলে আর মেয়েকে খুব বকতে লাগলো। তখন ছেলেমেয়ে দুটো বলে, “না, ওদের বোকা না, ওরা আমাদের কত ভালবাসে। আজ আমাদের কত সব ভাল ভাল জিনিস

মেয়েদের ব্রত-কথা

খেতে দিচ্ছে! সে সব জিনিসের নাম জানি না। দাদা দিদি বলে যে, ওরা রোজ রোজ ওই সব খাবার খায়।”

ঐ কথা শুনে গিন্নী বেগে আগুন হয়ে বলে, “ও! এই জন্যে অত মোটা হচ্ছে।” তার পরদিন ময়রাকে আর গরলাকে ডেকে বলে, “দেখ! কর্তা বোধ হয় তোমাদের বলে গেছেন, ছেলেমেয়েদের দুধ ও খাবার দেবার জন্যে, তা তোমরা আর দিও না। কেননা কর্তা চিঠি লিখেছেন যে, তাঁর বড় অস্থখ। আর তাঁর দুখানি নৌকাও ডুবে গেছে, তিনি আর দাম দিতে পারবেন না।” পাড়াপড়শীদের বলে, “তোমরা বাছা! আমার ছেলেমেয়েদের কিছু খেতে-টেতে দিও না, ওদের অস্থখ করে।”

তারপর থেকে বড় ছেলেমেয়েদের খাবার-দাবার বন্ধ হল। তারা দিন দিন রোগী হয়ে যেতে লাগলো।

একদিন দুটি ভাই বোন গরু চরাতে গেছে, সেখানে তাদের বড় খিদে পেয়েছে। কি করবে, কোথাও খাবার-দাবার না পেয়ে গাছতলার তরে রইলো।

এদিকে সন্ধ্যার সময় তারা উঠে দেখলে যে, গরু বাছুর কোথাও নেই। তখন তারা চারিদিকে কঁেদে কঁেদে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু কোথাও পেল না। ভয়ে বাড়ী যেতেও পারে না, কাঁদতে কাঁদতে এক গেরস্তের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। বাড়ীর গিন্নী সব শুনে বলে, “বাবা! আজ অগ্রহায়ণ মাসের বিবির, তোমরা আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাটাই ব্রত করবে এসো।” সবাই মিলে এও কল্লে। তারপর গিন্নী বলে, “নাটাই দেবীর কাছে বর মেগে নাও।” ছেলেমেয়ে দুটি বলে, “হে মা নাটাই চণ্ডী! আমরা যেন গরু খুঁজে পাই।” এই কথা শুনে সকলে হাসতে লাগলো। গিন্নী বলে, “বল আমাদের বাবা চৌদ্ধভিঙ্গি ধন, হীরের বালা, মুক্তার মালা, বউ-জামাই নিয়ে ঘরে আনুন, আর আমাদের দুঃখ দূর হোক।”



বাবা, আমার সর্বনাশ হয়েছে. তোমাদের অশ্লীল ধন দেব।

নাটাই চণ্ডীৰ কথা

তখন ছেলেমেয়ে দুটি সেই কথা বলে নমস্কার কলে। তারপৰ সেই বাড়ীৰ গিন্নী তাদেৰ বেশ ভাল কৰে, খাইয়ে দাইয়ে তাদেৰ হুদিন আটকে রাখিলে।

ওদিকে সদাগৰ চৌদ্দভিঙ্গি ধন, হীৰেৰ বালা, মুক্তোৰ মালা, বউ জামাই নিয়ে ঘৰে এলেন। ঘৰে আস্তেই নতুন বউ কাপ্তা জুড়ে দিলে। সদাগৰ বড় ছেলে-মেয়েদেৰ কথা ভিজ্জেন কলেন। তখন নতুন বউ কান্দতে কান্দতে বলে, “তাদেৰ বাঘে খেয়ে ফেলেছে।”

সদাগৰ সেই কথা শুনে বিশ্বাস কলেন না, ছেলেমেয়েদেৰ খোঁজে বেকলেন। পথে দেখলেন, ছেলেমেয়ে দুটি গৰু নিয়ে আছে। সদাগৰ তাড়াতাড়ি দুটিকে কোলে নিয়ে কত আদৰ কলেন।

ওদিকে নতুন বউ ভাবলে, কি জানি কি হ'লে কি হয়। এই না ভেবে ধামা ধামা টাকা কাড়ি মাটিৰ ভেতৰে পু'ততে লাগিলে। সেখানে একটি পাতকুয়া ছিল, বার বার যাওয়। আসা কৰতে পা পিছ লে সেই পাতকুয়াতে পড়ে গেল।

এদিকে সদাগৰেৰ বাড়ী লোকে লোকাৰণা। ছোট ছেলেমেয়ে দুটি কান্দছে, সদাগৰ বাড়ী এসে সমস্ত ব্যাপাৰ সন্লেন। ছোট ছেলেমেয়ে-দুটিকে লাওনা দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। 'কছুদিন পরে বড় ছেলেমেয়েৰ বিয়ে দিলেন। যে গেরস্থৰ কাণ্ডে ছেলেমেয়ে পেয়েছেন, তাদেৰ খুব টাকাকাড়ি দিলেন।

তিনি মেয়েকে আয় বউকে ন'টাই চণ্ডীৰ ব্রত কৰতে বলে দিলেন। সেই থেকে নাটাই চণ্ডীৰ ব্রত কথা দেশে দেশে প্রচাৰ হলো।

ମୋୟାଦର ବ୍ରତ-କଥା

ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ

କୁମାରୀ ବ୍ରତ-ଖଣ୍ଡ

କୁମାରୀରା ନାଧାରଣତ: ସେ ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଥାକେ, ଇହାତେ ତାହାହିଁ ଦେଖିବା ହୁଏ ।
ବୈଶାଖ ମାସେ—ଶିବବ୍ରତ, ପୁଣ୍ୟାପୁରୁଷ, ଦଶ ପୁରୁଷ, ହରିର ଚରଣ, ଅମ୍ବୁଧ-
ପାତା, ଗୋକୁଳ ଓ ପ୍ରଣିବୀ-ବ୍ରତ ।

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ—ସମ୍ପୁରଣ ବ୍ରତ ।

ଅଗ୍ରହାୟଣ ମାସେ—ସୈନ୍ଦୃତୀର ବ୍ରତ ।

ପୌଷ ମାସେ—ତୁଷ-ତୁଷଣୀ ବ୍ରତ ।

বৈশাখের ব্রত

১। শিব ব্রত

চৈত্র মাসের শেষ দিন, সংক্রান্তি (চডক পূজার) দিন হইতে রোজ রোজ শিব গড়িয়া, আলপনা দিয়া বৈশাখ মাস ভোর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পূজা করিবে। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে মেয়েরা ইহা করিয়া থাকে। এই ব্রত চারি বৎসর করিতে হয়। উদ্ঘাপন করিবার সময় সোনার বেলপাতা চাই। ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া ঐ বেলপাতা ও দক্ষিণা দিবে।

পূজার আবশ্যকীয় দ্রব্য :—

খানিকটা গন্ধামাটি, যে দেশে গন্ধামাটি নাই, সেখানে পুকুরের কি কোন ভাল জায়গার এঁটেল মাটি হইলেও চলিবে। আকন্দ ফুল, ধুতুরা ফুল, বেলপাতা, দুর্কা খালোচাল, সাদা চন্দন, বেলের খোলা, নৈবেদ্যের খালোচাল, কলা।

পূজার জনা :—

শিব বসাইবার তামার টাট একখানি। নিজের নিজের বুড়ো আঙুলের মাপে সবাই শিব গড়িবে।

পূজার জায়গা বেশ করিয়া ধুইয়া, পিটুলি দিয়া আধ হাত এক চৌকা মণ্ডল করিবে, তার ভিতর এক গাল মণ্ডল, তার ভিতর এক ত্রিকোণ মণ্ডল থাকিবে।

তামার টাটখানি ঠিক মাঝখানে বসাইয়া তাহাতে একটি বেলপাতা পাতিয়া, গড়া শিবটি বসাইবে। তাহার পর বেলে খোলায় করিয়া তিনবার মন্ত্র পড়িয়া শিবের মাথায় জল দিবে।

জল দিবার মন্ত্র :—

“শিল শিলাটিন, শিলে বাটন, শিল অঝুঝরে ঝরে।

স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব, গৌৰি! কি ব্রত করে?

নড়ে আশ, নড়ে পাশ, নড়ে সিংহাসন।

হরগৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন ॥”

মেয়েদের ব্রত-কথা

এহ বলিয়া জল ঢালিয়া স্নান করাইবে, তারপর আকন্দ ফুল, দুর্ধ্ব, বেলপাতা, আলোচাল, চন্দন, সব একসঙ্গে লইয়া, নিম্নস্থ বলিয়া অঞ্জলি দিবে।

অঞ্জলির মন্ত্র :

“কালী পুষ্প তুলিতে গোলাম সেখানে অনেক লতা পাতা।

শিব চরণে দেখা হল শিবের মাথায় অনেক জটা ॥

আকন্দ, বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গাজল।

এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর ॥”

তিনবার এই একম অঞ্জলি দিবে। তারপর নৈবেদ্যে ফুল আর বেলপাতা দিয “নমঃ শিবায় নমঃ” বলিবে। তারপর প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র :—

নমঃ শিবায়ঃ নমঃ, শিবায় নম ।

নম, হরায় নম, নম, বজ্রায় নম, ।

— --

২। পুণ্য-পুকুর ব্রত

নৈশাখ মাসে বোজ সকালে করিতে হয়। ইহাও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইতে বসন্তে, চারি বৎসর করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

বাড়ার মেটে উঠানে বা পুকুরধারে, কি বাগানে অথবা সানের মেঝের আল দিয়া এক হাত চৌকা পুকুর করিবে, চারিটি ঘাট করিয়া, ঘাটের ছাপাশে কডি দিয়া সাজাইয়া দিবে, মাঝখানে একটি তুলসী গাছ পুতিবে (কেহ কেহ বেলডাল পাতা সমেতও দিয়া থাকে)। উদ্‌যাপনের সময় ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া সোনার বেল দান ও বোড়শদান দক্ষিণা দিতে হয়। কোথাও চারিজন বামুনকে খাওয়ায়।

বৈশাখের ব্রত

পূজার দ্রব্যাদি :—সাদা ফুল, চন্দন, দুর্কা আর এক ঘটি জল ।

পূর্ব কি উত্তর মুখ হইয়া বসিবে, এক ঘটি জল নিম্নমস্তক বলিতে বলিতে পুকুরে
ও গাছে ঢালিবে ।

গাছে ঢালিবার মন্ত্র :—

“তুলসী তুলসী নারায়ণ,

তুমি তুলসী বৃন্দাবন ।

তোমার মাথে ঢালি জল,

অস্তিমকালে দিও স্থল ।”

পুকুরে ঢালিবার মন্ত্র :

“পুণ্য পুকুর পুষ্প-মালা

কে পুজুরে ছপুর বেলা ?

আমি সতী লীলাবতী,

সাত ভা'য়ের বোন ভাগ্যবতী ॥”

ফুল চন্দন ও দুর্কা দিবার মন্ত্র :—

“এ পূজলে ।কি হয় ?

নির্ধনীর ধন হয় ॥

সাবিত্রী-সমান হয় ।

স্বামী আদরিণী হয় ॥

পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে ।

মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে ॥”

এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার পুকুরে ফুল দিবে । তাহার পর গলায় কাপড় দিয়া
প্রণাম করিবে । এই ব্রত চারি বৎসরের পর এক কাহন কড়ি দিয়া উদ্ঘাপন
করিবে আর সেই কড়ি ভাই পাইবে ।

মেঘেদেব ব্রত-কথা

৩। দশ-পুতুল

এই ব্রতও কুমারীদেব পাঁচ বছর বয়স হইতে কবিত্তে হয়। ইহাও চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ মাস ভোব করিবে। হহাও চাবি বৎসর করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

পিটালি দিয়া দশটি পুতুল ঠাকিবে, তাহাতে ফল কিংবা দধা দিয়া নিম্নলিখিত বলিয়া পূজা করিবে।

মন্ত্র : -

- ১। এবাব ম'বে মানুষ হব, বামেন ম' পতি পাব।
 - ২। এবাব ম'বে মানুষ হব, সৌ'ব ম' সতী হব
 - ৩। এবাব ম'বে মানুষ হব, লক্ষ্মণেব ম' দেবব পাব।
 - ৪। এবাব ম'বে মানুষ হব, দশবথেব ম' স্বস্তব পাব।
 - ৫। এবাব ম'বে মানুষ হব, কৌশল্যাব ম' শাস্ত্রা পাব।
 - ৬। এবাব ম'বে মানুষ হব, কৃত্তাব ম' পুত্রপতি হব।
 - ৭। এবাব ম'বে মানুষ হব, দ্রৌপদীব ম' বাঁধুনি হব।
 - ৮। এবাব ম'বে মানুষ হব, দুর্গাব ম' সোহাগা হব ॥
 - ৯। এবাব ম'বে মানুষ হব, পৃথিবীব ম' ভান সব।
 - ১০। এবাব ম'বে মানুষ হব, যক্ষীব ম' ভেওজ হব।
- এই সকল বোজ বোজ বিহাল বেলায় পূজা করিতে হয়

— — —

বৈশাখের ত্রত

৪। হরির চরণ

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে ইহা করিবে। চারি বৎসর করিয়া তবে উদ্‌যাপন করিবে।

পূজার দ্রব্য :—

একখানি তামার টাট, চন্দন (সাদা), ধান, দুর্কা আর ফুল।

পূজার নিয়ম :—

তামার টাটে বেশ ভাল করিয়া চন্দন মাখাইবে, তারপর আঙ্গুল দিয়া বেশ ছোট ছোট দুইখানি চরণ (পা) আঁকিবে। তাহার পর ফুল, দুর্কা, ধান তার উপর দিয়া, পূজার মন্ত্র বলিবে মাতের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া বলিবে।

আবার কেহ কেহ মানকা ফুল, অভাবে তুলসীপাতা, তুজুনী, মধ্যমা আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়া ধরিয়া বলে—

মন্ত্র :—

হবিব চবণ, হানব পা,
হরি বলেন শুগো দা,
আজ কেন গো শীতল পা,
কোন্ যবতী পূজে পা
সে যুবতী কি চায় ?
রাজেশ্বর স্বামী চায়,
দরবার-জোড়া বাটা চায়,
সভা-উজ্জল জামাই চায়,
প্রেমানন্দ ভাই চায়,

মেয়েদের ব্রত-কথা

ঘরগী গৃহিণী বউ চায়
রূপবতী কত্কা চায় ।
আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্‌ করে ।
ঘরের বাসন ঝক্‌মক্‌ করে ॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে খান,
বছর বছর পুত্র পান ।
না দেখেন স্বামী-পুত্রের মরণ ।
না দেখেন বন্ধু-বান্ধবের মরণ ।
এক হাঁটু গঙ্গার জলে ম'রে,
পান যেন হরিব চরণ ।
হবে পুত্র, ম'রবে না ।
চক্ষের জল প'ড়বে না ।
দিয়ে ছেলে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয়,
এক গলা গঙ্গাজলে ।

এই বকম তিনবার বলিয়া পূজা করিবে । তারপর পূজার ফুল, দুর্ধা জলে দিবে । উদ্‌ঘাপনের সময় সোনার, রূপার ও তামার তিন জোড়া চরণ গড়াইয়া পূজা করিবে ।

তিনটি বামুনকে খাওয়াইয়া প্রত্যেককে ওগুলি দিবে, আর কাপড়, গামছা দক্ষিণা দিবে ।



এক বড়ী ব্রত ধর এসে শ্রীমতকে কোলে নিয়ে বসলেন :

বৈশাখের ব্রত

৫। অশ্বখ পাতা

চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর রোজ রোজ করিবে। পাঁচটি অশ্বখ পাতা চাই। ১টি কচি, ১টি কাঁচা, ১টি পাকা, ১টি শুকনো আর ১টি শুবঝুরে।

সকালে স্নান করিবার সময় পাতা ক'টি লইয়া জলে নামিবে, পাতা-গুলি মাথায় হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া নিম্নমুখ বলিয়া জলে ডুব দিবে। উঠিবার সময়, হাত তুলিয়া লইবে, পাতা ভাসিয়া যাইবে।

ডুব দিবার মন্ত্র :—

অশ্বখ পাতা, পুণ্যলতা

শ্রাম-পণ্ডিতের বি

স্নান কর্ত্তে গেল চ'লে

শ্রাম-পণ্ডিতের বি .

সে যে চাকন্দ সুন্দরী।

সাত ব'ড় যায় সাত দোলাকে,

সাত বেটা যায় সাত চোঙাতে,

গিল্লি যান বড়-সি হাসনে,

কস্তা যান খেত হালীতে।

রক্ত-সিংহাসনে স্বর্গে থেবে,

হব বলেন গোবীন্দে,

এ ব্রত ক'বলে কি হয় ?

ভগবতী বললেন—

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে,

মেয়েদের ব্রত-কথা।

পাকা চূলে সিঁড়র পরে ।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে,
কাঞ্চন-মূর্তি হয় ।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে,
নবকুমার কোলে হয় ।
শুকনো পাতা মাথায় দিলে,
সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয় ।
কুরকুরে (ঝেঁড়া) পাতাটি মাথায় দিলে,
হীরা-মুক্তার কুরি পায় ।
উজাইতে পারিলে ইন্দ্রের শটী হয় ।
না উজাইতে পাবিলে ভগবানের দাসী হয় ॥
সুখ হয়, সম্পদ হয়, স্বস্তি হয় ।
সাত ভাইয়ের বোন হয় ।

এই বলিয়া ডুগ দিবে । কোথাও পাঁচবার বলিয়া পাঁচবার ডুব দেয়, প্রত্যেক
বার এক একটি পাতা মাথায় দিয়া—

- ১। পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চূলে সিঁড়র পরে ।
- ২। কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে
কাঞ্চন-মূর্তি হয় ।
- ৩। কচি পাতাটি মাথায় দিলে
নবকুমার কোলে হয় ।

বৈশাখের ব্রত

৪। শুকনো পাতা মাথায় দিলে
সুখ-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়।

৫। বুরবুরে পাতা মাথায় দিলে
হীরা-মুক্তোর বুরি পায়।

তারপর এক ঘটি জল লইয়া অশ্বখ গাছের গোড়ায় ঢালিয়া নমস্কার করিবে।

উদ্যাপনের সময় সোনার পাঁচটি পাতা, রূপার ফল একটি, পাঁচ কলসী দল, পাঁচটি হুজিা চাই। পাঁচটি ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবে, উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে।

৬। গোকুল ব্রত

চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তি হইতে করিতে হয়। ইহা পাঁচ বৎসরের কুমারী হইতে করিবে।

পূজার দ্রব্য :—

দুর্কী ঘাস তিন আঁটি, একখানি পাখা, এক ঘটি জল, ছোট বাটিতে সরিষার তৈল, একটু হলুদ বাটা, একটু সিন্দূর গোলা, চন্দন, তিনটি পাকা কলা, আরশি ও চিকুণী।

পূজার নিয়ম :—

গরুর (গাউ গরু) শিঙে তেল মাখাইবে। মাথায় একটু জল দিবে। কপালে হলুদ, সিন্দূর ও চন্দনের ফোঁটা দিবে। চারি পায়ে তেল-হলুদ দিয়া জল দিয়া ধুইয়া দিবে, তারপর আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া দিবে। চিকুণী দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া আরশি দিয়া মুখ দেখাইবে।

মেয়েদের ক্রান্ত-কথা

এক আঁটি দুর্কী ঘাসে একটি আঁন্ত কলা দিয়া বলিবে—

মন্ত :-

“গো-কল গোকুলে বাস,

গরুর মুখে দিয়ে ঘাস ।

আমার যেন হয় স্বর্গে বাস ।”

এই রকম তিনবার তিন আঁটি দিবে । তারপর পাখা দিয়া বাতাস করিবে । কোথাও কোথাও আজকাল মেয়েরা বাতাস করিতে করিতে বলে—

“রোগ-শোক দূর হ'ক,

কীট-পতঙ্গ দূর হ'ক,

মশা-মাছি দূর হ'ক ॥

তোমাকে ঘুবায়ে পাখা,

আমার হ'ক সোনার শাঁখা ॥

তোমাকে বাতাস করি',

সতীন মেরে ঘর করি ॥”

তারপর নমস্কার করিবে । চারি বৎসর করিয়া শেষ বৎসরে উদ্‌ঘাপন করিবে ।

উদ্‌ঘাপন দ্রব্য :-

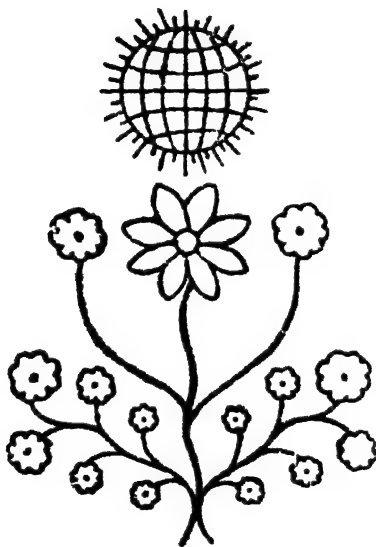
রূপার খুর চারিটি, সোনার শিঙ্‌ দুইটি, কাপড় একখানি, একগাছা লাঠি ও ছাতা একটি । কাপড়, লাঠি ও ছাতা রাখালে পাইয়া থাকে । খুর ও শিঙ্‌ ব্রাহ্মণে পাইয়া থাকে, আবার কোথাও সমস্তই রাখালে পাইয়া থাকে । কোথাও আবার ধুতি, চাদর, খড়ম, পাখা, আরশি, চিকণা, পাচনী দিয়া থাকে । ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা ও হোম করাষ্টয়া থাকে ।

বৈশাখের ব্রত

৭। পৃথিবী ব্রত

এই ব্রতও কুমারীরা চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর-সংক্রান্তি পর্যন্ত করিবে। পিটুলী দিয়া মাটিতে পৃথিবী আঁকিবে, পদ্মের ঝাড়, পদ্মপাতা করিয়া বহুমতীকে পদ্মের উপর বসাইবে।

ছোট শাঁকের ভিতর, কি ছোট ছোট বাটিতে মধু, দুধ আর ঘি এক সঙ্গে



লইয়া ঐ আলপনার স্বমুখে পূর্ব কি উত্তর মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঐ আলপনার উপর ঢালিয়া দিবে, আর মন্ত্র বলিবে।

মেয়েদের ব্রত-কথা

মন্ত্র :—

এস ধরিঙ্গী, ব'স পদ্ম-পাতে ।

শঙ্খচক্র ধরি হাতে ॥

খাওয়াব' ক্ষীর মাখাব' ননী ।

আমি যেন হই রাজার রাণী ॥

তিনবার এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে । কোথাও কোথাও এসব দেয় না,
দুর্বা আর ফুল দিয়া পূজা করিয়া থাকে ।

উদ্‌যাপনের সময় সোনার পদ্ম-পাতায় শেষ বৎসর পূজা করিয়া বাক্ষণকে
ভাল করিয়া খাওয়াইয়া, দক্ষিণা আর ঐ পাতা দিতে হয় ।

কার্ত্তিক মাসের ব্রত

৮। যমপুকুর-ব্রত

কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পূজা করিবে।—কোথাও আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতেও করে।

বাড়ীর উঠানে, অথবা বাগানে বা পুকুরধারে কোথাও একটি এক হাত চৌকা পুকুর কাটিবে। চারিপাশে চারিটি ঘাট করিবে।—পুকুরের মাঝখানে কচুগাছ, হলুদগাছ, কলমী, শুগুনী ও ছিংচের গাছ পুঁতিবে, পুকুরে জল ঢালিয়া দিবে।—ছোট ছোট মাটির পুতুল গড়িয়া পুকুরের চারিদিকে বসাইবে। দক্ষিণদিকের ঘাটের উপর যমরাজা, যমরাণী, যমের মামী গড়িয়া বসাইবে, পূর্বদিকের ঘাটের উপর ধোপা-ধোপানী কাপড় কাচিতেছে ও শেকো-শেকোনী গড়িয়া বসাইয়া দিবে, উত্তরদিকের ঘাটে মেছো আর মেছোনী মাছ ধরিতেছে—গড়িয়া বসাইয়া দিবে; আর পশ্চিমদিকের ঘাটে কাক, বক, চিল, কুমীর, কচ্ছপ ও হাঙর গড়িয়া বসাইয়া দিবে। কোথাও কলাগাছ, মানগাছ ও তুলসীগাছও পুঁতিয়া দিয়া থাকে।

এ ব্রতও চারি বৎসব করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়, চারিটি ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া দক্ষিণা দিবে। এক কাহন কড়ি দিয়া উদ্‌যাপন করিয়া সেই কড়ি ভাইকে দিবে। কোথাও কোথাও বাথালকে ছাত', কাপড়, জুতা, পাচন-বাড়ী, আর দশ কড়া কড়ি দিয়া থাকে।

পূজার সময় চারি কড়া কড়ি, চারিখানি হলুদ, চারিটি সুপারী পুকুরের চারি কোণে পুঁতিয়া দিবে। একটি প্রদীপ জালিয়া দিবে। কোথাও আবার প্রদীপ দেয় না।

পুকুরের পাড়ে বসিয়া (পূর্ব বা উত্তরমুখে) ফুল দিয়া এক-একটি পুতুল পূজা করিবে।

মেয়েদের ব্রত-কথা

পূজার মন্ত্র :—

পুকুরে জল দেবার মন্ত্র :—

শুষ্ক কলমী ল-ল কবে,
রাজার বেটা পক্ষী গারে ।
মারণ পক্ষী শূকোর বিল,
সোনার কোটা রূপার খিল ।
খিল খুলতে লাগলে ছ'ড,
আমাব বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর ।

গাছে জল দিবার মন্ত্র :—

কালো কচু সাদা কচু ল-ল করে,
সোনার কোটা, রূপার খিল ।
খিল খুলতে লাগলো ছ'ড,
আমাব বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর ।
লক্ষ লক্ষ দিলে বর,
ধান-পুণ্ডে বাড়ুক ঘর ।

তানপার কুল দিয়া :—

যমবাজা সাক্ষী থেকে যম-পুকুরটি পূজি ।
যমরাণী সাক্ষী থেকে যম-পুকুরটি পূজি ।
যমের মাসী সাক্ষী থেকে যম-পুকুরটি পূজি ।

এইরূপে কাক, বক, চিল, ধোপা-ধোপানী সমস্ত পুতুলগুলি পূজা করিবে ।

কোথাও কোথাও আবার মেয়েরা আজকাল পুকুরে জল দিবার সময় বলিয়া

থাকে—



পাঠশালা থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী আসছে ।

কান্তিক মাসের ত্রুত

এই দটিটি জল ঢালি বাপ-মার ।

” ” ” ” স্বশুর-শাশুড়ীর ।

” ” ” ” পাড়া-পড়শীর ।

” ” ” ” স্বামীর আর আমার ।

সাত ভায়ের বোন আমি ভাগ্যবতী ।

যম পুকুর পূজি আমি, সাক্ষী জগৎপতি ॥

ব্রত-কথা

এক গ্রামে এক বড়ী ছিল, তার বয়সও হয়েচে বৃদ্ধীর এক মেয়ে
আব এক ছেলে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, সে স্বশ্রম-বাড়ীতেই থাকে।
কায় সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তান? যম দাঙ্গাব সঙ্গে, তার স্বশ্রম বাড়ী যমপুরী
যমরাজ বিয়ে ক'বে নিবে গেছে, সেই অবধি আর মর্ত্যে পায়নি।

বৃদ্ধীর তখন কষ্ট হ'ল কাজেই ছেলেব বিস দিয়ে ফলবী বট ঘর
আনলে। বট বট লাগু প্রাপ্তি হ'বে লাগু হ'বে সেবা ক'ল আর সংসাবে
সমস্ত কাজকর্ম করে।

কান্তিক মাস পটুহট উমোনের মাকানান লম পলা ক'বে পুজে হ'বে,
তার লাগুড়ী হাই না দেবে ব'লে, ৮ গোড়ান্দুখী—৫ কি হ'লে? বি
হিলকিলচ্চিস—কি ব'ল'বডচ্চিস বাণ আম'র পা ন আমার মনেবে
খাকি বলু দেনি ৮

বট ব'লে “মা, যমপুরী পুজে কাছ

বড়ী রেণ্টে অ'গুন! বটকে ব'বে থা'ব মেবে, চা'লি পা'ল, ১৫০ পু'র
ব'জরে ব'লে, “বয়সার ফেব ব'লি দে'৩, ৩৫৫ মজ টের পা'ব।”

বট ওখন কা'রভাবে যমকে সাক্ষী রেখে ব'লে “তৈ হ'মব'জ। তুমি
সাক্ষী রইলে, আমি এক ব'সর যমপুরী পুজা ক'ল্লো।”

এমনি ক'বে থাকে—দেখতে দেখতে সে বছর দু'ব আবাব কান্তিক
মাস এল। তখন বট লাগুড়ীর ক'বে পুকুরেব পাড়ে ফলা'গা'ছের আড়ালে লুকরে
ঐ রকম যমপুরী কেটে পছো ক'রতে লাগ'লো।

একদিন বড়ী বটকে ডেকে সাড়া না পেয়ে, লাঠি ক'বে আস্তে আস্তে
পুকুরধারে গিয়ে দেখে—বট ফলা'গা'ছের ধারে কি ক'ছে। তাকু না ব'লে

ব্রত-কথা

চুপি চুপি পিছনে গিয়ে দেখলে যে, বউ আবার সেই পূজো করছে। তখন আবার রেগে বসে, ঠ্যালা, সর্কানালি! বলি, তুই কি বিড়বিড়চ্চিস—আমাব ছেলে খাবি—না আমার খাবি?”

বউ ভয়ে ভয়ে বলে, ‘কিছু নয় মা—যমপুকুর পূজো করছি।’

সুড়ী রেগে বউকে লাগি মেবে থৎ-জঞ্জাল দিয়ে পুকুর ভেঙ্গে বুজিয়ে দেবে এল।

কাঁদতে কাঁদতে বউ মাথা খুঁড়ে যমরাজকে ডেকে ব'লে, “যমবাজ! আমি এই ৩-বছর যমপুকুর পূজো কর'লেম, তুমি আমাব সাক্ষী বইলে।”

৩৩ তে ৩৩ তে আবার আধিন গিয়ে কার্তিক এল—বউ এবার লুকিয়ে হসেলে গুটনেব পাশে যমপুকুর ক'রে পূজো ক'রতে লাগলো। এমনি ক'রে ৩৩ তে ৩৩ তে পূজো ক'র'বাব পর শান্তী দেখতে পে'মে বউকে এই মা'বে ৩—এই ৩৩! ৩৩ শাল-গাল দ'বে লাগি ম'রে পুকুর ভেঙ্গে বুজিয়ে দ'রে চ'লে গেল

শান্তী'ব কাণ্ড দেখে বউ এবার গাবি ৩৩ হ'ল, অনেকক্ষণ হাপস-নয়নে ৩৩ নিকট কেনে, গলায় কাপড় দি'ব হাত ছোড ক'রে ব'লে, “হে যমবাজ! আমি ৩৩ বছর যমপুকুর পূজলাম, তুমি আমার সাক্ষী বইলে।”

এমান ক'বে দেখতে দেখতে পে একব স্টেট গেল, আবার কার্তিক ম'স এল, ৩৩ বছর ৩৩ নজ্জন জা'ব খুঁজে খুঁজে বাড়ী'ব পেছন দিকে—কল-গলাব পাশে ছাইগাদার ধাবে যমপুকুর ক'বে পূজো ক'রতে লাগলো।

শান্তী প্রথমটা চাবিটিক খুঁজে দেখলে যে, কোথাও এবাব পুকুর হয়নি। মাস শেষ হ'লে আ'ব এক দিন আছে, সেই দিন বউকে ফুল জল নিয়ে যেতে দেখে, চুপি চুপি তার পেছনে গ'য়ে দেখলে যে বউ ছাইগাদার ধারে পুকুর পূজো ক'রছে।

সুড়ী ৩ ব'গে জ'গুন। বউকে লাগি ম'রে ফেলে খুব যাচ্ছে তাই ক'রে

মেয়েদের ব্রত-কথা

মা-বাপ তুলে গালাগালি দিয়ে—আগেব মত লাগি মেবে পুকুৰ ভেঙ্গে, ছাই দিয়ে পুকুৰ বুজিবে ঘবে কিবে এল।

বউ-এর খুব লেগেছিল, সে যমগায় কাঁদতে কাঁদতে উঠে ব'সে গলায় কাপড় দিয়ে মনে মনে যমরাজকে ব'লে, 'হে যমরাজ! আমার এই চাব বছৰ যমপুকুৰ পূজো হ'ল, ব্রত উদ্‌যাপন কবলাম, তুমি আমার সাক্ষী থাকো।' তারপর নমস্কাৰ ক'বে, আশে আশে ছাই ঝেড়ে ঘরে এল।

তু'দিন বছৰ কেটে গেল। বুড়ীৰ খব শক্ত অশ্বথ, কত ককম তোটুৰ ঝাড-মুকুৰ চ'ল, কিন্তু রোগ আৰ কিছুতেই আৰাম হ'ল ন—একদিন দুপৰি বেলা বুড়ী মারা গেল।

মায় অস্ত্রখেৰ খবৰ পেবে বুড়ীৰ মেবে যমবাডলৈ ব'লে এসোছিল। ম'ব শ্রাধ হ'য়ে গেল, আবার স্বস্তিৰ বাডী কিবে গেল।

যমরাজ একদিন বউকে ডেকে ব'লে, "হেঁ, তুমি অনেকদিন ম'তে বাপের বাড়ি ছিলে—তাই এখন তিন কণক দক্ষিণাধৰেব ফটকে, কি ঙাধকৃতাতেই বেঙ ন আৰ তিন দিকেই যেমন তুমি আগে ণেডেবে বেডানে সেই একম ব'দিব।"

যমরাজের কথায় তখন বুড়ীৰ মেয়ে ঘাড নেড়ে স্বীকাৰ ক'লে।

এমনি ক'য়ে হুঁচাব দিন যাবাব পৰ, কেমন তার মনে সন্দেহ হ'ল। যমরাজ কেন তাকে ধারণ ক'লে, তাই ভাবণে লাগ'লো। আগে আগে প্রায়ই সে দক্ষিণাধৰকে বেডাতে যেতে, এইসৰ ভেবে ঠিক ক'লে যে, আজ লুকিয়ে সে নিশ্চয়ই যাবে।

সেদিন বিকেল বেলায় দক্ষিণাধৰকেব ফটক দিবে ব'বাবৰ চ'লে যাবাব 'ায় দেখলে যে, ভয়ানক মস্ত এক কুৰ্ম কুণ্ড, আৰ তাৰ ভেতৰ থেকে হাজাৰ হাজাৰ পাপী সব আক্টনাধ ক'বে চোঁচাচ্ছে! হঠাৎ গুনতে পেলো যে যেন তার তাইয়েব আৰ তার নাম ক'রে বলছে—“ওরে আমার বাঁচ, আম মরি, আর কখন কল্পব না।”

ব্রত-কথা

প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল, তারপর বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখলে যে, অনেক পাগীষ মাঝখানে যেন ঠিক তার মায় মতন একজন কাত্রে কাত্রে ঐ রকম ব'লে ডাকছে; আর ভীষের মত বড় বড় যমদূত ডাঙল মেবে সেই কুমির কুণ্ডের ভিতর ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার খাষি খেয়ে উঠছে আর ভাষের নাম ক'বে চোঁচাচ্ছে। আবার ডাঙল ঘেঁরে ভীষণ ভীষণ যমদূতেরা ডুবিয়ে দিচ্ছে।

এই না দেখে তার প্রাণটা মার জগু খুব অস্থির হ'রে কেঁদে উঠলো। গাড়াভাতি যমপুরীতে ফিরে এসে কোন বক্রে হঃখকটে রাতটা কাটিয়ে দিলে।

তার পরদিন যমরাজ যখন খেতে বসেছেন, সেই সময় আস্তে আস্তে এসে গলাস কাপড দিয়ে, চোখভরা জল-স্রব্দ হাত জোড় ক'বে দাডাল।

বউ-এর চোখে জল দেখে যমরাজ অভয় দিয়ে বলেন, “তোমার মনে ;সের কষ্ট হ'ল? তোমার চোখে জল দেখছি কেন?”

তখন আস্তে আস্তে বউ ব'লে, “আমি অপরাধ করেছি, আমার ক্রমা ককন, আপনি ইক্ষিণদিকে যেতে বাধ্য কবেছিলেন, কিন্তু জানি না আমার কেন ঐ দিকে যাবার জগু খুব ইচ্ছা হ'ল, তখন আমি কাল ঐ দিকে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি যে—আপনার লোকগুলো আমার খাকে কুমির কুণ্ডের ভেতর ফেলে, বড় বড় সব সুগু মাথার মারছে, আর মা বঙ্গার কাত্রে কাত্রে চোঁচাচ্ছে।—আপনি দয়া ক'বে বলুন, মার উদ্ধার কি ক'রলে হয়?”

যমরাজ একটু ভেবে ব'লেন, “তোমার মা বড পাগী, ওর উদ্ধারের উপায় আমি ত দেখতে পাচ্ছি না! তবে হাঁ—হতে পারে, কিন্তু সে বড় শক্ত।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

কাতরভাবে তখন বউ বলে, “মা কি পাপ করেছে? যত শক্তই হোক, আমি মার জন্তে করবো।”

যমরাজ বলেন, “দেখ, তোমার বউদি বিয়ের ক’নে হয়ে এসে বছর বছর যমপুত্রের পূজা করতো, আর তোমার মা তাকে লাথি মেরে গালাগালি দিয়ে যমপুত্রের বজিয়ে দিত, খুঁ খুঁ ফেলতো, লাথি মারতো—সেই পাপে আজ এই সাজ।”

এই কথা শুনে খুব কেঁদেকেটে যমরাজের পা ছুটি সে জড়িয়ে ধরে বলে, “আপনাকে উপায় করতেই হবে, নইলে আমি প্রাণ রাখবো না।”

তখন যমরাজ ভেবে চিন্তে বলেন, “দেখ, তোমার বউদি এখন পোয়ানি, তাকে দিয়ে যদি কোন রকমে তোমার মার নামে সঙ্গ করে একসঙ্গে চারিটি যমপুত্রের পূজা করাতে পার, তাহলে তোমার মার নিশ্চয়ই উদ্ধার হবে; কিন্তু বউ কি রাজী হবে? তোমার মা তাকে যে কষ্ট দিয়েছে! সে কি তার জন্তে পূজা করবে?”

এই কথা শুনে বউ বলে, “তা জানি না, আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আমি স্নেহে থাকবো, আর আমার মা নরকে চাবুড়ু খাবে, ও হত পারে না।”

যমরাজ বলেন, “দেখ, এক উপায় আছে। তুমি ভাইয়ের বাঁড়ী যাও. বউ-এর সঙ্গে পুণ্য ভাষ কর, তাকে খুব যত্ন কর; তারপর দশ মাসে প্রসবের সময় যখন সাথী হবে, সেই সময় যমপুত্রের পূজা করতে বলবে। আমি তাকে সে সময় ভর করে থাকিবো। বতকণ না সে পূজা করবে, ততক্ষণ তার পেটের ছেলে বার হবে না। বউ যেমন পূজা করবে, সেই সঙ্গে তোমার মার উদ্ধার হবে, আর তারও অঘনি চাঁদের মত ঘর আলো করা ছেলে হবে।”

শুভদিন দেখে যমরাজের কথামত ভাইয়ের কাছে এসে, সংসার নিজে নিয়ে বটকে খুব আদর-বত্ন করতে লাগলো। বউকে কোন কষ্ট দেন না,

ব্রত-কথা

কোন কাজই করতে বেশ না, ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়। ননদের যত্নে বউ খুব সুস্থী হল।

পাঁচ মাস পড়তেই নন্দ, বউ-এর কঁচা সাধ দিলে, আট মাসেতে ভাজা নর মাংসেতে পঞ্চামৃত সাধ খুব সুমধুর কবে দিলে।

দশ মাস দশ দিনে বউ-এর বাণী হল, তখন নন্দ বউকে আদর করে বলে, “ভাই বউ, তুই যদি চারটি যমপুত্র মার নামে পূজা করিস, তাহলে আমি ভাবি খুশী হই।”

নন্দেব কথা শুনে বউ বলে, “ঠিকবাকি। যা যে কষ্ট আমাদের দেবে, তা আর তোমায়ও বলবে! তুমি দিবে অঞ্জলি দিবে, লাবণি দেবে পুঙ্কর বুদ্ধি দেবে, আমিও পূজা সমাধি কবতে বোনাম। অমায় আশ্ব বসন্ত জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বসন্তও বলছে?”

বউ এর কথা শুনে নন্দ বলে “ভাই। যা হয়ে গেছে তাই ও আশ্ব উপায় নেই, তুই ভাই নন্দা কবে পূজা কর।”

বউ কিছুতেই বাজী হল না, বদিলে ব্যাধিও খুব জেব জেব আসতে লাগলো, কিন্তু ছেল আশ্ব হয় না—বউ এর ভাবি বউ হতে লাগলো।

বউ এর কষ্ট পেে নন্দ বলে “ভাই। আমায় কথা শোন্, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছিস? মার নামে পুঙ্কর পুষ্টা এবং, গোর ছেলে এগুন হবে।”

বউ কিছুতেই বাজী ন, বলে, “কছুতেই নয়, প্রাণ পেলেও কবব না।”

দেপ্তে দেপ্তে অব জেব জেব ব্যাধি হতে লাগলে, ছেল আশ্ব হয় না। যমবাজ্য অব কবেছেন পেটের ভেলে পেটেই রতলো, অথচ যমবাজ্য বউ কাটা-চাগলেব মত ছট্‌ফট্‌ কবতে লাগলো।

বউ এর অসহ্য যন্ত্রণা পেে নন্দ অনেক সাধ্য সাধনা করে বলে, “ভাই, কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছিস? তুই পূজা কর, সমস্ত কষ্ট যাবে, এখনি ছেলে হবে।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

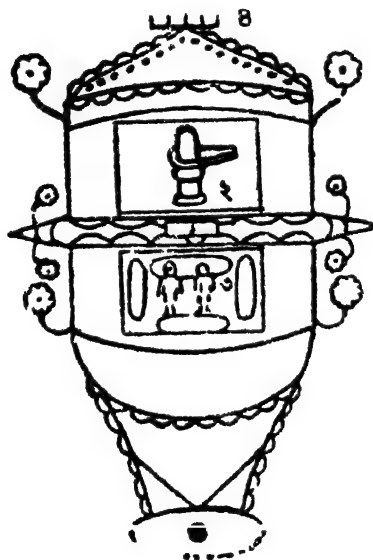
দারুণ যন্ত্রণা সহিতে না পেরে, তাড়াতাড়ি উঠানে চারটে পুকুর কেটে বউ শান্তুড়ীর নামে যমপুকুর পূজা করে। যেমন করা, আর অমনি চাঁদেব মত, ঘর-আলো করা এক ছেলে হল, আর তার শান্তুড়ীও কুমিকুণ্ডের ভেতব থেকে উদ্ধার হয়ে স্বর্গে চলে গেল।

পাড়ার সব লোক ছেলে দেখে খুব মুখ্যাতি করে। নন্দ প্রাণপাত করে সেবা করে, তারপব বস্ত্রী পূজা হয়ে বেতেই. দাদা ও বউদিদিকে নমস্কার কবে যমরাজার কাছে চলে গেল।

কেউ কেউ কথার বলে, এ পূজা করলে যমের তাড়না সহিতে হয় না। খম্বব-শান্তুড়ী জল পার, হাসতে হাসতে স্বর্গে যায়।

৯। সৈজুতি ব্ৰত

কাৰ্ত্তিক মাসৰ সংক্ৰান্তি শুক্লপক্ষৰ সাব' অগ্ৰহাৰ্য মাস বৈবালে পূজা কৰিব। পিটুলিব আঙ্গপন। গাভীৰ উঠানে অথবা দালানে, কি ঘৰেৰে ছাদৰ উপৰ দিবে। প্ৰথমে সৈজুতিৰ চাঁচ আঁকৰে, মাকথানে ১নং চিহ্নে এক ঘটা জল লিয়া বসাইবে, গৰপৰ ২নং চিহ্নে শিৰ আঁকিবে আৰু তাৰ মাথাৰ উপৰ কোঁড় ৪নং আঁকিবে, ১নং চিহ্নেৰ নীচো দোলা, ৩নং



আঁকিয়া চাব পাশে বালিশ দিয়া এটি গুতুল আঁকিবে। গৰপৰ ২। বোল ঘৰ। ৩। দোলা। ৪। কোঁড়া। ৫। বেগুন-পাতা।

মেয়েদের ব্রত-কথা

৬। শরগাছ। ৭। বেনা গাছ। ৮। বাঁশের কোড়া। ৯। গঙ্গা ও
 যমুনা। ১০। শুক্ল গাছ। ১১। চন্দ্র ও সূর্য। ১২। হাটিঘাট।
 ১৩। গোয়াল। ১৪। অশ্বথ গাছ। ১৫। বাঁট। ১৬। খাম্বা।
 ১৭। শিব মন্দির। ১৮। আতা পান। ১৯। নাট-মন্দির। ২০।
 পাক পান। ২১। তেঁকোণা প্রদীপ। ২২। হাতে পোঁ কাকে পোঁ। ২৩।
 টোঁক। ২৪। খাট পালঙ্ক। ২৫। ধাতা কাতা। ২৬। আঁধ কাঁঠালেব
 পিঁড়ি। ২৭। ঘি ও চন্দনেব কাঁট। ২৮। পিঁটুলির সব বকম গছমা।
 ২৯। রান্নামা। ৩০। টোঁক বকুটা। ৩১। আশী। ৩২। উদবিড়ালী।
 ৩৩। বেড়ী। ৩৪। হাত। ৩৫। পাখী। ৩৬। কুল গাছ। ৩৭।
 কাজল লতা। ৩৮। নক্ষত্র। ৩৯। সিঁড়ব চুপড়া। ৪০। পানের বাঁট।
 ৪১। পাঁথ। ৪২। মখন। ৪৩। শপুতুল। ৪৪। পাঁখী। ৪৫। ইন্দ।
 ৪৬। বাকুল। ৪৭। বটুড়মুখ। ৪৮। বানের সবাই। ৪৯। তালগাছ।
 ৫০। গুণ্ফল। ৫১। পোঁ। ৫২। কঁকুঁচা

পুতার জবাতি :-

দুর্গা বেশী আবেশক, 'দুট লস-টম' আলো জ্বালাইয়া দিবে, তাঁর ব ছ'নব
 মত আঁকিয়া এক-একটিকে দুই দফা মণ বলিয়া পুতা করবে। এই বকম
 চাব বছর ক'বম। শেষ বছরে উদ্বাপন করবে।

উদ্বাপনের নিয়ম :-

চাঁদ বছরেব সমস্ত তিন ভেঁড়া কাপড়, চাদর, তিনটে মধুপুর্কের বাঁট,
 তাতে দধি, মধু, চিনি, ঘুত ও ঘৃত দিবে। আঁধ চন্দন। তিন জন ব্রাহ্মণকে
 ডাল করিয়া খাম্বাউষা। একটি ক'বম বাঁট, কাপড়, চাদর দক্ষিণা দিবে।

সেঁজুতি তত্ত

পূজার মন্ত্র :—

১নং বেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিটয়া দিবে, তাব পর দুন্দ দিব, মন্ত্র বলিবে :

সাজ পূজন সেঁজুতি ।
 ষোল ঘরে ষোল ত্রতী ।
 তার একঘরে আমি ত্রতী ।
 ত্রতী হয়ে মাগি বর ।
 ধনে পুত্রো বাড়ুক বাপ-মাতার ঘর ॥

২নং এব নীচে দুন্দ দিয়া বলিবে :

হে হর শঙ্কর দিনকর ন'থ ।
 কখনও না পড়ি দুখের হাত ।

৩নং :—

দোলায় আসি দোলায় হাই !
 দোলায় দর্পণে মুখ চ'ই ॥
 বাপের বাড়ীর দোলাখানি
 খসুর বাড়ি, যায ।
 তা'সতে যেতে দোলাখানি
 খত মধু খায় ॥

৪নং দুর্ক দিয়া বলিবে —

কোড়ায় মাথায় ঢালি মউ ।
 আমি যেন হই রাজার বউ ॥

মেয়েদের ভক্ত-কথা

কৌড়ার মাথায় ঢালি চিনি ।
আমি যেন হই রাজ্যার রাণী ॥
কৌড়ার মাথায় ঢালি ঘি ।
আমি যেন হই রাজ্যার বি ॥

৫০° বেগুন গাছ :—

বেগুন পাতা ঢলা ঢলা ।
মায়ের কোলে সোণার তোলা ॥
হেন মা পুত্ৰ বিগুলি ।
শুভকণে রাত পোহালি ।

কোথাও বলে :—

গৌর গৌর গৌর চেপ্টান পাতা ।
মার মা বিরোধ যেন সোণা হেন বেটা ॥

৬০° শব গাছ :—

শব শব শব, আমার ভাই গাঁয়ের বর ।
বর বর ভাক পড়ে গুয়ো গাছে গুয়ো ফলে,
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে,
অন্ধের ভাই কুড়িয়ে গেলে ॥

৭০° বেনা গাছ :—

বেনা বেনা বেনা ।
আমার ভাই গাঁয়ের সোণা ॥

সেজুতি ব্রত

সোণা সোণা ডাক পাড়ে ॥
গা গুচি গুয়ো পড়ে ॥
আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে ।
অন্তের ভাই কুড়িয়ে গেলে ।

৮ম বাণেশ কোড' —

বাণেশের নোড়া, কপের কোঁড়া ।
বাপ রাজা, ভাই প্রজা ॥

৯ম গঙ্গা ও যমুনা :—

গঙ্গা যমুনা গোঁড় হই,
সাত ভাইয়ের বোন হই,
সানি গীর সমান হই
গঙ্গা যমুনা পূজান ।
সোণার থালে ভোজান ॥
সোণার থালে কীরের লাড়
নাথের আগে স্রবণের খাড়,

(মাঝার কোথা' বল, মাঝার নে হয় মাঝার থায়ে (সোণার থাড়ে ॥)

১০ম গুয়ে (সুপার) :

গুয়ো গাছ সুপারি গাছ,
গুটি ধরে মাজা ।
বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর,
ভাই হয়েছেন রাজা ॥

মেয়েদের ব্রত-কথা

১১নং চন্দ্র ও সূর্য্য :—

চন্দ্রসূর্য্য পূজ্যন ।

সোণার থালে ভোজ্যন ॥

সোণার থালে কীরের লাড়ু,

শাঁধের আগে স্তবর্ণের খাড়ু ॥

(কোথাও বলিয়া থাকে, “আমার যেন হয় শাঁখা সোণার খাড়ু ।”)

১১নং হাট-ঘাট :—

হাট-ঘাট পূজ্যন ।

সোণার থালে ভোজ্যন ॥

(তারপর সব ১১নং-এর মত বলিবে ,

১১নং গোয়ালঘর :—

গোয়ালঘর পূজ্যন ।

সোণার থালে ভোজ্যন ॥

(১১নং-এর মত বলিবে)

১১নং অশ্বখ গাছ :—

অশ্বখ ভলায় বাস করি ।

সতীন কেটে আনুতা পরি ॥

সাত সতীনের সাত কোটা ।

তার মাঝে আমার এক অব্ভরের কোটা ॥

অব্ভরের কোটা নাড়ি চাড়ি ।

সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি ॥

সেঁজুতি ব্রত

১৬নং বঁটি : —

বঁটি বঁটি বঁটি ।

সতীনের শ্রাদ্ধের কুড়নো কুটি ॥

১৭নং তাম্র : —

খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা ।

সতীনকে কেটিয়ে করবে দিশেহারা ।

১৮নং বান্দব : —

হে হর মাগি বর ।

স্বামী হোক রাঙ্গোদর ।

সতীন হোক দাসী

বছর অন্তর একবার কোরে

বাপের বাড়ী আসি ॥

১৯নং জাপান : —

অতাপাত্ত কুল দেবতা ।

সিঁথেয় সিঁধুর, পায়ে আঁলতা ।

২০নং মণ্ড-মান্দব : —

নাট গন্দির বাঙ্গালা বোড়া

দোরে হাতা, বাইরে ঘোড়া

দাস দাসী, গো ম'হী,

গিদে আশে পাশে ।

মেয়েদের ব্রত-কথা

রূপ যৌবন সদাই সুখী

স্বামী ভালবাসে ॥

(কোথাও ইহার পর বলে, "সকু খানে, কালো পুতে, জন্ম যেন যার মোর
এরোতে।")

২০নং পাকা পান :-

পাকা পান মর্তমান ।

আমার স্বামী নারায়ণ ॥

যদি যান পাসুরে ।

তবে দিও সুমুখে ॥

(কোথাও বলিয়া থাকে—“আমসক পাকা পান । আমার সোরাশী
নারায়ণ । যখন বাবে রণে, নিরাপদে ফির আসেন যেন ঘবে।”)

২১নং ত্রিকোণা প্রদীপ :-

ত্রিকোণা প্রদীপ চৌকোণা আলো ।

অমুক দেবী ব্রত করে, জগতের আলো ॥

(অমুক দেবীর স্থলে যে পূজা করবে, তার নাম বলিতে হয়।)

(কেহ কেহ আবার বলে, “জগতের ভালো”)

২২নং হাতে পো, কীকে পো :-

হাতে পো, কীকে পো,

পৃথিবীতে আমার যেন না পড়ে লো ।

২৩নং টেঁকি :-

টেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উম্মন জলন্ত ।

কালো খানে রাঙা পুতে ।

জন্ম যার যেন এরোস্ত্রীতে ॥



জয়দেব জয়াবতী পুষ্পরথে চড়ে স্বর্গে চলে গেল ।

সেঁজুতি ব্রত

২৪নং খাট পালক :—

খাট পালক, লেপ দোলজ, গির্দে আশে পাশে ।

রূপ-রৌবন, সদাই সুখী, স্বামী ভালবাসে ॥

পাড়া পড়শী, প্রতিবাসী, মো বর্ষে মুখে ।

জন্ম এয়েতী পুত্রবর্তী, জন্ম যায় মুখে ॥

২৫নং খাতা কাতা :—

খাতা কাতা বিখাতা তুমি দাও বর ।

আমার যেন স্বামী হয় রাজ-রাজেশ্বর ॥

(কোথাও আবার বলে, “আমার জন্ত খুঁজে রাখ সভা-সুন্দর বর ।”)

২৬নং আম কাঁটালের পিড়ি :—

আম কাঁটালের পিঁড়িখানি ঘি ঝর ঝর করে ।

আমার ভাই অমুক সেই বসতে পারে ॥

(কোথাও বলে, “তেল কুচকুচ করে, আমার ভাই অমুক সেই বসতে পারে ।”)

২৭নং ঘি ও চন্দনের বাটি :—

ঘি চন্দন দিয়ে পূজি অভিলষে ।

বেনারসী শাড়ী পরি যেন রাত্রিবাসে ॥

(আবার কোথাও বলে, “চন্দনের বাটি ঘি বাটি বিলাস, পাট কাপড়খানি রাত্রিবাস ।”)

২৮নং পিটুলিও সব রকম গহনা :—

বালা, অনন্ত, হার, মাকড়ী, নখ—এই রকম যে সব আকিবে, প্রত্যেকের নাম করিয়া দুর্বা দিয়া পূজা করিবে ।

মেয়েদের ব্রত-কথা

আমি দিই পিটুলীর বালা ।

আমার হোক সোণার বালা ॥

আমি দিই পিটুলীর নথ ।

আমার হোক সোণার নথ ॥

এই বকম সব নাম করিয়া পূজা করিবে ।

২৯নং বার্নাঘর :—

বার্নাঘরে পূজান ।

সোণার খালে ভোজান ॥

সোণার খালে ক্ষীরেব লাডু ।

শাঁখের আগে সুবর্ণের খাডু ॥

৩০নং ঢেঁকি কক্কটি :—

ঢেঁকি লো কক্কটি

তোর শো হাটে ঘাটে !

আমার শো ছাপর খাটে ॥

(কোথাও বসিয়া থাকে, “ঢেঁকি লো কক্কটি। তোর শো হাটে ঘাটে, আমার শো ছাপর খাটে!”)

৩১নং আর্শী :—

আর্শী আর্শী আর্শী ।

আমার স্বামী পছুক ফার্সা ॥

৩২নং উদ্বেড়ালী :—

উদ্বেড়ালী উৎখা

স্বামী রেখে সতীন খা ।

সেঁজুতি ব্রত

(কোথাও বলে, “উদ্বেড়ানী হুদ খায়। স্বামী বেধে সতীন খায়।”)

৩৩নং বেড়ি :—

বেড়ি বেড়ি বেড়ি।

সতীন বেটী চেড়ী ॥

৩৪নং হাতা :—

হাতা হাতা হাতা।

খা সতীনের নাপা ॥

(কোথাও বলে, “বেড়ি বেড়ি বেড়ি। সতীন আবগী চেড়ী। আর হাতা হাতা হাতা। খাই সতীনের মাথা।”)

৩৫নং পাখী :—

পাখী পাখী পাখী

সতীনকে গঙ্গা নিয়ে যায়,

আমি ঘাটে বসে দেখি ॥

(কোথাও বলিয়া থাকে, “পাখী পাখী পাখী, নীচের ম'লো সতীন, আমি উপরে থেকে দেখি।”)

৩৬নং কুলগাছ :—

কুলগাছটি কোঁকড়ী।

সতীন বেটী কোঁকড়ী ॥

(আবার কোথাও বলে, “কুলগাছটি কোঁকড়া। সতীন আবগী কোঁকড়ী ॥ টেকিশালে শুলো। আর ঝুঁস করে মলে।”)

মেয়েদের ব্রত-কথা

৩৭নং কাঁজল লতা :—

কাঁজল লতা, কাঁজল লতা বাসব-ঘর ।

দাঁও মা মেলানি যাই শশুব-ঘর ॥

৩৮নং নক্ষত্র :—

যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই ।

বাসোয়া পুজো কবে ঘবে চলে যাই ।

(কোথাও আবার ব'ল, যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই । নক্ষত্র পূজা করে ঘবে যাবে যাই ।") ১'সে'বা"—মানে শিবের খাঁড় ।

৩৯নং সিদ্ধ চন্দ্র :—

সিদ্ধ-চন্দ্রা ডি পুজান ।

সোণার থালে শোভান ।

সে'গাদ থানে ক্ষীরের লাড়ু ।

শাখের থানে সুবর্ণের খাঁড়ু ।

৪০নং পানব বাটা :—

পানব বাটা পুজান

সোণার থালে শোভান ।

(পুরো গ্রাম)

৪১নং শাঁখ :—

শাঁখ সেওল গাধ নেওল ।

বাগ রাজা, ভাই বাদশা ॥

সেঁজুতি ঐশ

৪২নং ময়না পাখি :—

ময়না ময়না ময়না ।

সতীন যেন হয় না ॥

৫০নং দশপুতুল :—

এক একটি পুতুলে দুর্লা দিরা বসিব :—

- ২ । এবাব মবে মানুষ হব, রানৈব মন পণ্ডি পাব ।
- ১ । " " " " লক্ষ্মণেব মত দেবন পাব ।
- ১১ । " " " " দশবথেব মত স্বপুত্র পাব ।
- ২ । " " " " কৌশল্যাব মন শাণ্ডী পাব ।
- ৫ । " " " " সাঁতার মন গঙ্গী হব ।
- ৬ । " " " " কুন্তীর মত পুত্রবতী হব ।
- ৭ । " " " " দ্রৌপদীর মত বাধুনী হব ।
- ৮ । " " " " পৃথিবীর মত ধাব হব ।
- ৯ । " " " " গঙ্গাব মত শীতল হব ।
- ১০ । " " " " যক্ষীর মত জেঁওজ হব ।

৪৩নং পাখী :—

সো পাখী সো পাখী

জামি যেন হই জনমুখী ।

৪৫নং চন্দ্র :—

ইন্দ্র, পূজি জুড় হয়ে সাত ভায়ের বোন হয়ে ।

মেয়েদের ব্রত-কথা

নিসোতা নিলপতি ।
সাত ভাইয়ের বোন পুত্রবতী ॥
আলো ধানে কালো পুতে ।
জন্ম যায় যেন এয়োদ্বীতে ॥

৪৬নং তেরাজ :—

তেরাজ আমার হিন কুলে ।
এক তেরাজ বাপ মার ॥
এক তেরাজ স্বস্তুর শাস্তুড়ীর ।
অন্য তেরাজ আমার স্বামীর ॥

৪৭নং খট্টা-ডুম্ব :—

খট্টা-ডুম্বরের মত নাজাখানি ।
আমি যেন হই স্বামী-সোহাগিনী ॥

৪৮নং ধানের মরাই :—

আমি দিই পিটুঙ্গির গোলা ।
আমার যেন হয় সত্যিকারের গোলা ॥

৪৯নং তালগাছ :—

তালগাছেতে বাবুই বাসা ।
সতীন মরে দেখতে খাসা ॥

৫০নং থুথু ফেলা :—

থুতকুড়ী থুতকুড়ী ।
সতীন বেটী আটকুড়ী ॥

সৈজুতি ব্রত

৫১নং ধাঁ :—

থৌ, থৌ, থৌ, থৌয়ে দিলাম মউ ।
 আমি যেন হই রাজার বউ ॥
 থৌ, থৌ, থৌ, থৌয়ে দিলাম বি ।
 আমি যেন হই রাজার ঝি ॥
 থৌ, থৌ, থৌ, থৌয়ে দিলাম চিনি ।
 আমি যেন হই রাজার রানী ॥

সমস্ত পূজার দূর্দাগুণি গুড়াইতে কুড়াইতে এই মন্ত্র বলিবে :—

অরুণ ঠাকুর বরণে ।
 ফুল ফুটেছে চরণে ॥
 যখন ঠাকুর-আজ্ঞা পাই ।
 ফুল কুড়িয়ে ঘরে যাই ॥

(কে ৭৩ বলে, “যখন ঠাকুর মনে করেন, সব ফুলগুলি কুড়িয়ে তোলেন ।”)

তারপর এই সমস্ত দূর্দাগুণি ৫২ নং কুঁচ-কুঁচুতীর উপর রাখিয়া এই মন্ত্র বলিবে আর দূর্দাগুণি ধ্বংস :—

৫২নং কুঁচ-কুঁচুতী :—

কুঁচ-কুঁচুতী কুঁচুই বোন ।	কুঁচ-কুঁচুতী কুঁচুই বোন ।
কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ ?	কেনরে কুঁচুই এতক্ষণ ?
মোহর এল ছালা ছালা ।	টাকা এল ছালা ছালা ।
তাই তুলতে এত বেলা ॥	তাই তুলতে এত বেলা ॥

মেয়েদের ব্রত-কথা

খান এল ছালা ছালা ।

চাঁল এল ছালা ছালা ।

তাই মাপতে এত বেলা ॥

তাই তুলতে এত বেলা ॥

এই রকম কবিতা সব জিনিসের নাম করিয়া ঘষিয়া পব দুর্দাগতিন
একটি কলসীর মধ্যে রাখিয়া দিবে, ফেননা এগুলি পৌষমাসে ঢবকাব
হইবে ।

কোথাও কোথাও মেয়েরা বলে : —

সাঁজ সঁজুতি কবি নতি ।

আমার হ'ক শর্মে মতি ॥

এই বলিয়া, নমস্কার কর ।

পৌষ মাসের তুষ-তুষলী ব্রত

ইহা অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে করিতে হয়, সারা পৌষ মাস ভোর করিতে হয়।

এই ব্রতে নূতন আলোচালের তুষ. এক রঙের কাল গাই-গরুর গোবর, সরসের ফুল, ফুলার ফুল আর দূর্বা চাই। ফুলার ফুল সব দেশে দেয় না, কোথাও কোথাও দিয়া থাকে।

গোবরের সহিত তুষ মিশাইয়া দেশ করিয়া মাখিবে, তাহার পর ছেঁবুড়ি ছ'গুণ্ডা অর্থাৎ ১৪৪টা নাড়ু পাকাইবে। তাহার পর সেই নাড়ুর মাথায় পাঁচগাছি করিয়া দূর্বা গুঁড়িয়া দিবে এবং সমস্তগুলি একটি মাল্‌সায় বা ছোট ভিজ্জলে রাখিবে।

কোন কোন দেশে সৈজ্জতির দূর্বা ফাং তুলিয়া রাখে, তাহা হইতে ও গাছি দেয়। পূর্ব বঙ্গে বলদ-গোকর গোবরও দেয়।

নাড়ুর নিয়ম তির তির প্রকার. কোথাও ৩২টি, কোথাও ৬২টি, আবার কোথাও ১৪৪টি করিয়া থাকে।

প্রথমে আসন পিঁড়ি হইয়া বসিবে। পূব বা উত্তর মুখে যাহা বা ৩২টি করিবে তাহার। একটি, যাহার। ৬২টি করিয়া তাহার। দুইটি, আর যাহার। ১৪৪টি করিবে তাহার। চারিটি করিয়া নাড়ু প্রত্যহ লইয়া পূজা করিবে। কোন কোন দেশে শনিবারে বা মঙ্গলবারে কেবল ৬টি করিয়া নাড়ু লইয়া পূজা করে।

নাড়ু হাতে লইয়া সরসের ফুল দিগা হাতে করিয়া ধরিয়া নিম্নমুখ বলিয়া পূজা করিবে। কোথাও বা ফুলার ও সরসের ফুল দুই-ই দিয়া পূজা করে।

(১)

তুষ-তুষলী কাঁধে ছাতি।

বাপ মার ধন যাচাযাচি ॥

মেয়েদের ব্রত-কথা

স্বামীর ধন, নিজপতি ।

বাপের ধন কান্না ছাটি ।

পুত্রের ধন পরিপাটি ॥

আবার কোথাও বলে : —

তুঁষ-তুষলীর কাঁধে ছাতি ।

বাপের ধন বাতায়ান্ধি ;

শ্বশুর শাশুড়ীর ধন, নিজপতি ॥

আবার কোথাও বলে : —

তুঁষ-তুষলীর কাঁধে ছাতি ।

বাপ মায়ের ধন লাতিপাতি ॥

ভাইয়ের ধন লাসপাস ।

স্বামীর ধন টগবগর ।

পুত্রের ধন অতি ঝগড় ॥

(২)

ঘর করবো নগরে ।

মরবো গিয়ে সাগরে,

জন্মাব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ।

কোন কোন দেশে ইহাও বদলে বলে :—

ঘর করবো নগরে ।

মরবো গিয়ে সাগরে,

জন্মাব উত্তম ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঘরে ॥

পৌষ মাসেব তুঁষ-তুষলী ত্রত

নেত ধুতি, নেত পাণ্ড নেথেরে কবি বাস
ঘৃত দিয়া করি মোরা সুখে স্বর্গবাস ॥

আবার কোথাও কোথাও বলে :—

অষ্ট বণের গোবর, নবান্নে তু য,
বিয়া কন স্বর্গের উপর ।

(২)

তুষলী গো রাই ।

তুষলী গো মাই ।

তোমায় পূজিয়া আমি কি বর পাই ।

অমর-গুরু বাপ ভাই ।

ধন-সাগুরে মা চাই ।

বাজ্যেশ্বর স্বামী চাই ॥

সভা আলো জামাই চাই ।

সভা-পাণ্ডা ভাই চাই ।

দরবার-শোভা পেটা চাই ।

কপ-বেঁটা ঝি চাই ॥

সি থের সি ছব দপ্ দপ্ কবে ।

হান্বে নোয়া কক্ক কবে ।

আলনাগ কাপড় দলদল কবে ।

ঘটি বাটি ঝক্কঝক্ক কবে ।

সি থের সি ছব, মরাহয়ে ধান ।

সেই যুবতী এই বব চান ॥

মেয়েদেব ব্রহ্ম-কথা

ইহাব দর নাড়ুগুলি এনটা আল্লাদা ই দিতে পূজা কব, হংব গেনে
জিবা বাগিয়ে।

কোন কোন দেশে নিম্নলিখিত মন্ত্র দাঁড়ায়। নমস্ ১ কবে : -

দৌলী গো মা ।

५. प्रभाव तच्छ्रमाणि दत्त.

স্বামীপুত্র নিয়ে নেন সুবে ক'ন ঘর।

উইলিয়াম শ্যাম ভোব পূর্ণ কবিতা। পৌষ মাসের সপ্তাহের দিন য
 ৫টি মাঝে বর্ষা পড়িবে, তা শুভ বর্ষা বন-দুর্গা দিও পড়া বর্ষা সই
 শ্রদ্ধিত বর্ষা।

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

(5)

ହୁଷନୀ ମୋ ବାହି ।

ହୁଏଲୀ ଗେ। ମାହି ॥

পৌষ মাসের তুঁষ-তুষলী ব্রত

তোমায় পূজিয়ে আমি ছ'বুড়ি ছ'টা খাই ।

ছ'বুড়ি ছ'টা ক্ষীরের লাড়ু ॥

শাঁখের আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

আবার কোন কোন দেশে বলে :—

তুঁষ-তুষলী

সুখে ভাসালি

আখা জ্বলন্তি ।

পাখা চলন্তি ॥

চন্দন কাঠে

রন্ধন ধরে,

খাবার আগে তুঁষ পোড়ে ॥

খড়কের আগে ভোজন করে

প্রাণ সুখেতে, নতুন বসতে ।

কাল কাটাব আমি জন্মায়সে !

খাওয়া হইয়া গেলে—সেই আগুনের হাঁড়ি বা মালসা মাখায় করিয়া
লইবে, তারপর নিম্নম্ন বলিতে বলিতে পুরুরে ভাসাইতে থাকিবে ।

(৫)

তুষলী গো রাই ।

তুষলী গো মাই ॥

তোনার ব্রত করে কিবা ফল পাই ?

তোমার কল্যাণে খাই

ছ'বুড়ি ছ'গুণ্ডা ক্ষীরের লাড়ু ।

আমার যেন হয় সবার আগে সুবর্ণের খাড়ু ॥

মেয়েদেব ব্রত-কথা

ইহাব পব ঘটে নামিয়া নিম্নস্থে মাথা হইতে হাঁড়ি নামাইয়া জলে ভাসাইয়া দিবে।

(৬)

তুষলী গেল ভেসে।

আমাব বাপ ভাই এল হেসে ॥

তুষলী গেল ভেসে।

আমাব শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী পুত্র এল হেসে ॥

তুষলী গেল ভেসে।

ধন দৌলত টাকা কড়ি এল হেসে ॥

কোন কোন দেশে বলে :—

তুষ-তুষলী গেল ভেসে।

বাপ মাব ধন এল হেসে।

তুষ-তুষলী গেল ভেসে।

আমাব স্বামীর ধন এল হেসে।

একজন বহন বহন পূজা করিবান পন, চার বছর বাব ব্রত উড়াইতে হয়।

ব্রাহ্মণকে পায়স, ক্ষীরেব লডু, দুটি ও তরকারী দিয়া ভাত করিয়া খাওয়াইবে, তাৎপৰ্য্য পাড়, চাদর ও নেটি টাকা দক্ষিণা দিবে।

আব কোন কোন দেশে ব্রাহ্মণকে দিয়া নানাবিধ শিল, আনাইয়া পূজা ও হোম করিতে হয়, নানাবিধ পূজা খোড়শোপচারে করাই উচিত, অভাবে পঞ্চোপচার; ও বহন পূৰ্ব্বমত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে।

মোয়াদের ব্রত-কথা

পঞ্চম ভাগ

সখবা ব্রত-কথা

ইহাতে বিবাহের পর হইতে যে যে ব্রত সাধারণতঃ অমাদের দেশে কবিয়া থাকে তাহাই দেওয়া হইল।

- ১। এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত
- ২। ফল-গছানো
- ৩। গুপ্ত-ধন
- ৪। মধু-সংক্রান্তি
- ৫। নিভা-সিঁড়ন
- ৬। নিং-সিঁড়ন
- ৭। সন্ধ্যা-মণি
- ৮। নখ ছুটের
- ৯। কসা ছড়া
- ১০। বোল কল
- ১১। আদা হলুদ
- ১২। রূপ হলুদ
- ১৩। অক্ষয়-ঘট
- ১৪। অক্ষয়-সিঁড়ন
- ১৫। অক্ষয়-কুমারী
- ১৬। অক্ষয়-ফল
- ১৭। আদর-সিঁড়ন
- ১৮। সৌভাগ্য-চতুর্থী

মেয়েদের ব্রত-কথা

সধবা-কাণ্ড

বৃহস্পতি ব্রতের পর শিবেব রাত্রি চৈত্র মাসের চান্দ-সন্ধ্যার দ্বিতীয় দিন
হইতে এই ব্রত চলিয়া বসিবে, সে বছর না পাবিলে, তবে ১৮১৯ ইং.
বর্ষের শেষে।

“এয়া ম ক্রান্তিব ব্রত”

এই ম ক্রান্তিব ব্রতের আরম্ভের দিনে সন্ধ্যার পরে এই ব্রতের কথা
বিশেষতঃ ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে

প্রথম বছর, অর্থাৎ যে বছর হইতে সে ছাত্রের চৈত্র-সংক্রান্ত এই
সংক্রান্তের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
মুহুর্ত অর্থাৎ পরে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে

এই ব্রতের আরম্ভের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে

এই ব্রতের আরম্ভের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে
ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে ব্রতের দিনে



শাখের ডেউর থেকে শঙ্খনাথ মাই খাচ্ছে।

এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত

একসঙ্গে তেবজনেব পাতা করিয়া মাছ-ভাত ও পায়স করিয়া খাওয়াইবে, তারপৰ প্রত্যেককে একটি করিয়া সিঁদুর চুপ্‌ড়ি, আলতা, মাষাঘৰা ও দক্ষিণা দিবে। কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথম ব্রত লইয়াছ, তাহাকে একখানি গামছা, সোণাব লোহা, সিঁদুর-কোঁটা ও ঘোল আনা দক্ষিণা অন্য বাবজনেব চেয়ে বেশী দিতে হয়।

ক্ষমতায় না কুলাইলে, অন্য বাবজনেকে কেবল খাওয়াইবে, বস্ত্র ও সিঁদুর-চুপ্‌ড়ি দিবে, কেবল দক্ষিণা দুই ব' চাৰি-আনা দিবে, কিন্তু য'হাকে দিয়া লইয়াছ, তাহাকে গমস্তাই দিতে হইবে।

ফল-গছানো

এই ব্রতও চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তির দিন হইতে করিতে হয়। ইহা এক বৎসর করিলে হয় না, ইহা চারি বৎসর করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

প্রথম বছরে চৈত্র মাসের চড়ক-সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণকে একটি স্থপারী, একটি পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন দিয়া প্রণাম করিবে। বৈশাখ মাস ভোর রোজ একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে এই ভাবে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত দিবে।

দ্বিতীয় বছরে স্থপারীর বদলে কলা (পাকা রজা), পৈতা, পয়সা ঐরূপ চৈত্র মাসের সংক্রান্তি হইতে রোজ একজন করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত দিবে।

তৃতীয় বছরে কলার বদলে আম, পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন দিবে।

চতুর্থ বছরে আমের বদলে ডাব, পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন দিবে।

চতুর্থ বর্ষের শেষে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চারিজন ব্রাহ্মণকে দুই ভল করিয়া খাওয়াইবে। খান্দেরানো পূর্ব অংশ হইলে চারিজনকে দুই ভল ও চান্দ দিবে, নইলে কেবল বাহাকে দিয়া প্রথম বছরে প্রথম এত লগ্ন ছিলে, সেই ব্রাহ্মণকে কাপড় চাদর, গামছা, ছুতা, ছাতা ও পাখা দিবে। রূপার ডাব ও আম, সোনার স্থপারী ও কলা চারিজন ব্রাহ্মণকে দিবে ও প্রত্যেককে সমতামত দক্ষিণা দিবে, এবল বাহাকে দিয়া, প্রথম ব্রত লইয়াছিলে তাহাকে একটি টাকা দিবে।

বাহাকে দিয়া প্রথম বছরে ব্রত লইয়াছিলে, সেই লোকে যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে, তাহাব ছেলে, কি তাহার বংশের কোন নিকট আত্মীয় যে থাকিবে, তাহাকে খাওয়াইয়া ঐ সমস্ত দিবে।

ব্রত করিবার সময় যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে, সেই কয় দিবসের নষ্ট ফল, পৈতা, পয়সা ও মিষ্টান্ন একসঙ্গে একদিনে ব্রাহ্মণকে দিতে পারা যায়।

কোন কোন দেশে চারিজন ব্রাহ্মণকে গামছা, খড়ম ও ছাতা দিয়া পাকে।

গুপ্তধন-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের চতুর্থ-সংক্রান্তিৰ দিন ব্রাহ্মণকে দিয়া সহিতে হয় ৭ চার্নি বৎসর কবিত্তে হয় ।

চতুর্থ-সংক্রান্তিৰ দিনে একজন ব্রাহ্মণকে আনিয়া, সন্দেশের মধ্যে বা অন্ত কোন মিষ্ট্রিৰ মাধা ছ'য়ানি পু'িয়া দিয়া, পৈতাসহ দিবে । এই রকম রোজ বোজ একটি একটি নতন ব্রাহ্মণকে বৈশাখ মাস ভোর দিয়া যাইবে ।

বিত্তীষ বছরে চৈত্র-সংক্রান্তিতে দু'য়ানিৰ পাবিবর্কে একটি দিকি বা চার পানা মিষ্ট্রিৰ মাধা পু'িয়া বৈশাখ মাস ভোর, সংক্রান্তি পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিবে ।

তৃতীয় বছরে, সিস্তিৰ বছলে আট জনা বা আধুন দিয়া আগের মত সাণা বৈশাখ মাস ভোর ব্রাহ্মণকে দিবে ।

চতুর্থ বছরে আধুনিৰ বছলে একটি কবিত্তা দান । ইকপ সন্দেশের মধ্যে দিয়া বৈশাখ মাস ভোর ব্রাহ্মণকে দিবে ; বৈশাখের সংক্রান্তিতে চাবিজন ব্রাহ্মণকে আনিয়া ভাল কবিত্তা খাওযাইবে, প্রত্যেককে দু'তি, চাদল, পৈতা, হবীতকী ও ভোজন-দক্ষিণা দিবে, যদি না পার, তবে তিনজনকে ভোজন-দক্ষিণা দিবে : আর প্রথমে য'হা'ক দিয়া ব্রত স্পৃহাছিলে, তা'হাকে ধুতি, চাদল, গামছা, পৈতা, হবীতকী, ছ'তি, খড্গ, পাখা ও একটি টংকা দিবে

মধু-সংক্রান্তি-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে লইবে এবং প্রতি সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ১৪টি সংক্রান্তিতে এক বৎসর ভোগ কবিবে।

চৈত্রের সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণ, বৈশাখের সংক্রান্তিতে দুইজন, এইরূপ প্রতি সংক্রান্তিতে একটি কবিষা বাড়িবে।

একটি কঁসা বা পিতলের অথবা পাথরের বাটি, অম্ব পোয়া মধু, একটি পৈতা, সম্মাণ্ড মিষ্টান্ন, দক্ষিণা পয়সা বা এক আনি একজন ব্রাহ্মণকে দিয়া চৈত্র-সংক্রান্তিতে ব্রত লইতে হয়।

চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পনের চৈত্র ১৩ মাস হইবে, তাহার পব বৈশাখের বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে ১৪টি সংক্রান্তি হইবে। সেই দিন ১৩টি বড় বড় কঁসা বাটি, না পাবিলে পিতলের, তাও না পাবিলে পাথরের বাটি, এক পোয়া হিসাবে মধু দিবে, আর একটি রূপার বাটি, তাহাতেও মধু দিবে। তারপর ১৪ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাওয়াইবে তারপর ১৩ জনকে ১৩টি বাটিভরা মধু, পৈতা, হরীতকী, মিষ্টান্ন ও ভোজন-দক্ষিণা দিবে। আর ব্রত যাহাকে দিয়া প্রথম লইয়াছিলে, তাহাকে রূপার বাটিভরা মধু, পৈতা, হরীতকী, কপড়-চাদর, জুতা, ছাতা ও একটি টাকা দিয়া ব্রত উদ্ধাহবে।

নিত্য-সিঁদুর-ব্রত

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এষোর পা ধোয়াইয়া দিবে, চুল ঝাঁড়াইয়া সিঁদুর পরাইবে, নখ চাঁচিয়া আলতা পরাইয়া দিবে। তাবপর আন্ত পান ১টি, স্থপারী দুটি ও কিছু মিষ্টান্ন আর পনসা হাতে দিয়া নমস্কার করিবে। এই বন্ধন চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ বৈশাখের সংক্রান্তিতে শেষ করিবে।

এই ব্রত এক বৎসর কর্ত্তবে, চৈত্রের সংক্রান্তিতে একজন, বৈশাখে দুইজন, কা্যেতে তিনজন, এইরূপ চৈত্র আসিলে ১৩ জন হইবে। তাবপর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে ১৪ জন সব্বাকৈ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে, সবার পা ধোয়াইয়া দিবে, আলতা পরাইয়া দিবে, চুল ঝাঁড়াইয়া গিঁথে সিঁদুর পরাইয়া দিবে, তাবপর সকলকে লালপেড়ে শাড়ী পরাইবে, গোহা-কুলী, সিঁদুর-চুপড়ি দিয়া পিঁজিতে বসাইবে, তাবপর ভাল কবিতা পাওয়াইবে। যাহাকে দিয়া প্রথম ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে সোণার লোহা ও রূপের সিঁদুর-কোঁটা দিবে।

সকলকে যদি কাপড় দিতে না পাব, তাহা হইলে যাহাকে দিয়া ব্রত লইয়াছিলে তাহাকেই দিবে, অগ্রদেব ভোজন-দক্ষিণা, আলতা, পান-স্থপারী সিঁদুর-চুপড়ি, মাখাষবা এই সব দিবে।

নিং-সিঁছর-ব্রত

এই স্তম্ভ পূৰ্বমত, তবে তিন বৎসর কবিষা চাষি বৎসর বৈশাখ মাসের সাঁকিতে উদ্গাপন কবিত হইল।

চৈত্র মাসের সংলক্ষিতে এযোত্র কপলে সকাল বেলায় সিঁদূর দিবে, বৈকাল নানাবক্যেব খাব ব ও মিষ্টান্ন দিবে। এই ব্রত বৈশাখ মাসটাও বোজ বোজ দিবে।

১০ রুপ্য অশ্ব চৈত্র মাসের সংলক্ষিতে জালন্ত বর্দি। এই ব্রত বৈশাখ মাস ভব কবিবে। তৃতীয় বৎসরও তথা; চতুর্থ বৎসর অসিমে ষোড়শ ভোব করিয়া সংলক্ষিত দিন চাষিজন এযোত্রক নিম্নলিখ বসিয়া অনিমে প ধেষ হইবে, আলতা পর ইয়ে, ১০ টি ভলিয়া নানাবক্য খাওয়াইবে, ১০ রুপ্য সবলবে লাগেড়ে ১০ টি, একগাংহ বোহা ও কড়, রুনা, আলতা, সিঁদূর-চুপড়ি, আঁশি, চিকনী, পাখা ও সিঁদূর কোঁটা দিবে। যদি না পাব তখন কেবল চিকনী ও সিঁদূর চুপড়ি, মাথাঘষা, আলতা ও মিষ্টান্ন দিবে, কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথম বৎসর ব্রত জইয়াছিলাম, তাহকে একখানি লাগেড়ে শ ভা, সেগ ব লোহা, রপাং সিঁদূর-বোঁটা, আলতা, মাথাঘষা, সিঁদূর চুপড়ি ও লোহা শঁ খা, আঁশি চিকনী ও একটা ঢাকা দক্ষিণ দিবে।

সন্ধ্যামণির-ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের সন্ধ্যাস্তি হইতে বৈশাখ মাসের সন্ধ্যাস্তি পর্যন্ত কবিত্তে হয়, প্রত্যহ সন্ধ্যা বেনাগ্র কবিবে।

চারি বৎসর এইরূপে ব্রত কবিয়া আঁব করিবে না—ভাইয়েব বিবাহ হইলে—বন ক'নে যখন আনিবে সেই সময় ব্রত উদ্য পন কবিয়া শেষ কবিত্তে হ ।

সোণাব তারি সাতটি নরুপার তাবা সাতটি গড়াইয়া বব-ক'নেও হাতে দিবে সেই দিন সন্ধ্যাব আগে এক বাঁবি বা এক খটা বা এক গাড়ু জল জয়া - - - - - টপক দাড়াইয়া থাকিবে, -যেই একটি তাবা উঠিবে—অমনি জল দিয়া গড়ু দিবে—যতক্ষণ ন ১০টি তাবা উঠে। সাতটি তারি উঠিবার পূর্ব জল বারিবা সেই গড়াই ভিত্তব সিঁহু দিয়া দুটি পুতুল আনিবে, তাবপূর্ব দুবর্বা দিয়া সেই মন্ত্র বারিগা পূজ কবিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সাতটি তাবা না উঠে, ততক্ষণ বখা কতিবে না।

সন্ধ্যামণি ক'নব তাবা

সন্ধ্যামণি জলের ঝারা

সন্ধ্যামণি কাব কে ?

সাত ভায়েব বোন যে ॥

আলো খানেব বালপুতে।

জন্ম য'হু যেন এযোক্ত।

প্রথম চারি বৎসর এইরূপ ছাদ উঠিয়া একটি তাবা দেখিয়া জলের গড়াই দিয়া সাতটি তারি উঠিলেই সিঁহুবে পুতুল আঁবিয়া দক্ষা দিয়া, এই মন্ত্রে পূজা কবিবে।

নখ ছুটের ব্রত

এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে লইতে হয়। এই ব্রত কুমারীরা ও লক্ষবারা করিবে। কোথাও চারি বৎসর ব্রত করিয়া শেষ করে, আবার কোন কোন দেশে প্রথম বৎসরেই চারি বৎসরের এক সঙ্গে করিয়া শেষ করিয়া থাকে।

১। প্রথম—নাপ্তিনীর আবশ্যক, নাপ্তিনী না হইলে এই ব্রত হয় না।

২। মংঘের সংক্রান্তি হইতে দ্বাদশ মাস ভোর নখ কাটিবে না।

৩। চৈত্র মাস পড়িতে আর তৈল মাখিবে না, যঃদিন ব্রত করা হয়।

৪। একখানি গামছা, পাঁচখানি হলুদ, পাঁচকড়া কড়ি, পাঁচটি পান, পাঁচটি স্থপারী, পাঁচখানি বাতাসা আর মধু, পটল, দুধে-আলতা, কাল বঙে ছোঁপান পাট ইত্যাদি।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষেব চতুর্থীতে একজন এয়াকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া বাড়ী আনিবে, নাপ্তিনীকে দিয়া তাহার নখ কাটিয়া, পায় ঝামা ধরিয়া আলতা পরাইবে। নিজে ভাল স্থগন্ধি তৈল দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিহর পরায়্যা দিবে, তাৎপন্ন নূতন গামছা, ষোনি হলুদ, কড়ি একডা, পান ৫টি, স্থপারী ৫টি বাতাসা ষোনি বাখিবে, তারপর সেই এয়োর পিঠের ময়লা তুলিয়া পুতুলেব মন্ত করিয়া রাখিবে, নিজের অর্থাৎ যে ব্রত করিবে, তাহার নখ কাটিয়া দিবে এবং চুলের ডগা হইতে একটু কাটিয়া দিয়া গামছায় বাখিবে, তারপর লালপেড়ে লাড়ী এয়াকে পরাইয়া পিড়িতে বসাইবে। মধু দিয়া তাহার পিঠে একটু পুতুল আঁকিবে।

একটি পটল লইয়া সেই পুতুলের চোখে ধরিয়া বলিবে :—

আমার যেন পটলের মতন পটলচেরা চোখ হয়।

নখুছুটের ব্রত

তারপর এয়ার ছ'পা দুধে-আলতায় ডুবাইয়া বলিবে :—

আমার যেন দুধে-আলতায় মত বরণ হয় ।

তারপর বেশ একটি ভাল প'ন লইয়া এয়াব মুখে চাপা দিয়া বলিবে :—

আমাব যেন পানের মত মুগখানি হয় ।

বেশ ভাল করিয়া প'কা ক'লা লইয়া এয়াব অ'ঙ্গুল ম'দিয়া
বলিবে :—

আমাব যেন কলাব মত আঙ্গুলগুলি হয় ।

যে পাট ছোপান অ'চ্ছ, সেই পাট এয়াব মাথায় চুলেব ড'শর ধাবিয়া
বলিবে :—

আমাব যেন পাটের মত লম্বা আ'ব ঘ'ল কাল বেশামেব ম'ত কোকডান
চুলেব বাশি হয় ।

ত'পর সেইগুলি সব গামছাব আ'ব এক খেঁটে দাঁড়িবে । এই ব'নমে প্রথম,
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব'সব করিবে ।

এথাকৈ পাঁচটে দিবাব বিধি :—

প্রথম বারে গটকডাই 'মুডকা'

দ্বিতীয় বারে খই দই,

তৃতীয় বারে চিঁড়ে ১ ডকী,

চতুর্থ বারে লুচি, মাছ, তুবকাবী ।

ইহার সঙ্গে পেটতথা মিল্লি ও ন'নাবকম ফল দিবে । যখন খাইতে
বসিবে তখন প্রদীপ জ'লিয়া দিবে । খাওয়া হইয়া গেলে লোহা, কড়, সিঁদুর-
চূপড়ি, গামছা, আলতা, মাধাষষা, আশি, চিরুণী, প'খা ও একটি ট'কা দিবে ।
আহার হইয়া গেলে সেই প্রদীপ মাথায় করিয়া জলে ডুবাইতে হয় । যত্নে
প্রদীপ বেওয়াই প্রশস্ত, অভাবে তৈলের ।

মোয়েদের ব্রত-কথা

চতুর্থ বর্ষে চারিজন একে বাকীতে আনিয়া মুখোমুখি করিয়া বসাইয়া নাপুতিনীকে দিয়া কামাইয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইবে ; তাবপর আলতা পড়াইয়া চারিজনকে ভাল লালপেড়ে শাড়ী পরাইয়া পিঁড়ি পাতিয়া চার কুড়ে, অর্থাৎ দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমমুখে বসাইয়া আগেদার মত চাবিখানি গায়ে ছয় দৈ সময় অনাহার বসিয়া এক এক জনের পিঠিব ময়লা তুলিয়া পুতুল ও নিয়া পলৈ দিয়া 'চ' খ মাংস। সব ঠিক মত করিবে ; তাবপর চারিজনকে ভাল করিয়া খাওয়াইবে। তাবপর আবার প্রত্যেককে একখানি বসিয়া শাড়ী, গামছা, বেহী, কড়, শাঁখা, মিটব-চুপড়ি, জাম্বা, চিকনা, পান, সুপার্বী, আলতা, মাখাইয়া ৬ ঘণ্টা অনাহার দিবে। তাবপর সেই জন্ত প্রদীপ মাগায় লইয়া পুতুল বা নদীতে ডুব দিবে।



কলাছড়া-ব্রত

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে করিবে। সংক্রান্তির দিন এক ব্রাহ্মণকে (ভাল কবিয়া) পাকা কলা এক ছড়া, পান, সুপারী, পৈতা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে। সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ কবিয়া প্রত্যহ বৈশাখ মাস তোর এক-এক জন ব্রাহ্মণকে, তার পরের বছরে আবার চৈত্র-সংক্রান্তিতে দুইজন কবিয়া ব্রাহ্মণকে। ঐ ব্রহ্ম বৈশাখ মাস তোর দিয়া তারপর তৃতীয় বৎসরে তিনজনকে, আর শেষ বৎসরে চারিজনকে দিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শেষ করিবে।

৪টি পৈতা, ৪টি হরীতকী, ৪টি পান, ৪টি সুপারী, ৩ ছড়া ভাল পাখা কলা, ১ ছড়া সোণার কলা, ৪ খানি কাপড় (মুতি), ১ খানি গামছা, ১ খানি চাদর, ১টি ছাতা, ১ জোড়া খড়ম, ১ খানি পাখা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা।

চারিজন ব্রাহ্মণকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে বাড়ীতে আনাইয়া খুব ভাল করিয়া খাওয়াইবে। তারপর তিনজনকে একখানি করিগা কাপড়, পৈতা হরীতকী, এক ছড়া কলা, মিষ্টান্ন, পান, সুপারী ও দক্ষিণা দিবে; আর যাহাকে দিয়া সর্বপ্রথমে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে কাপড়, চাদর, গামছা, খড়ম, এক ছড়া সোণার কলা, পাখা ও একটি টাংকা দক্ষিণা দিবে। যদি সে মারা যায়, তবে তাহার বংশের ছেলে, ভাই বা যে কোন নিকট আত্মীয় থাকিবে, তাহাকেই দিবে।

ষোলকলা ব্রত

এই ব্রত এক বৎসর করিবে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এক ছড়া (অথগু) ১৬টি কলাপুঙ্ক নইয়া, একজন ব্রাহ্মণকে দিবে, তার সঙ্গে পৈতা, হরীতকী, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে।

বৈশাখ-সংক্রান্তিতে দুইজনকে, জ্যৈষ্ঠের সংক্রান্তিতে তিনজনকে, এই করিয়া চৈত্রের পর আবার বৈশাখের সংক্রান্তিতে ১৩ জনকে দিবে।

বৈশাখ-সংক্রান্তিতে ১৩ জন ব্রাহ্মণকে বেশ করিয়া খাওয়াইবে, তারপর ১২ ছড়া কলা, (প্রত্যেক ছড়ায় ১৬টি থাকা চাই) বাবুজনকে দিয়া সেই পৈতা, হরীতকী, পান ও দক্ষিণা দিবে। আনন্দ্যাহাকে দিয়া প্রথমে ব্রত নইয়াছিলে, তাহাকে ১ ছড়ানোণার, অভাবে রূপার ১৬টি কলা গড়াইয়া দিবে ও সেই সঙ্গে কাপড়, চাদর, গামছা, পৈতা, হরীতকী, পান, সুপারী, মিষ্টান্ন ও একটি টাকা দিবে।

আদা-হলুদ-ব্রত

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে কবিবে। সংক্রান্তির দিন হইতে সাবা বৈশাখ মাস ভোর একটি করিয়া এয়োকে ধান এক মুঠা, ধানে এক মুঠা, আদা ঝোনি, হলুদ ঝোনি, সন্দেশ বা রসগোল্লা ৫টি ও পুয়া ৫টি দিবে। এই ব্রতম বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত দিবে, পবেব বৎসরও ঠিক এইরূপ দিবে, তৃতীয় বৎসরও এইরূপ, চতুর্থ বৎসরে বৈশাখ মাসের বিধুপদী সংক্রান্তিতে চান্নিজন এয়োকে আনিয়া উত্তমরূপে আহাব কবাইবে ও প্রত্যেককে কাপড় (লাল শাড়ী), কড়, নোহা, সিঁহর-চুপড়ি, মাথাঘষা, আলতা ও দক্ষিণা দিবে। কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথমে ব্রত লইয়াছিলে, তাহাকে লাল শাড়ী ও অন্যান্য সমস্ত অন্ন তিন জনের জায় দিবে। কেবল রুপ্য সিঁহর-কোটা, সোণার লোহা, পাখা, চিকুণী, আঁশি, একটি টাকা ও একখানি গামছা দিয়া ব্রত উদ্ঘাপন কবিবে।

রূপ-হলুদ-ব্রত

(এই ব্রত কবিলে খুব রূপ হয়)

এই ব্রত শুধু অদা-হলুদেই স্থায় চারি বৎসর কবিত্তে হয় ।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি-সকালে একজন এঘের কপালে বাটা হলুদ ছোঁয়াটস, বৈশাখের তীব্র কেশকিটাস বঁচিয়া সিঁদুর পড়াইবে, কপালে সিঁদুরের ঘোঁটা দিবে । গ্রহরূপ সাধা বৈশাখ মাস ভেদে বদলিবে ।

তালপাথের চতুর্ভুজ মাসের সংক্রান্তি দুইজন করিয়া, তৃতীয় বৎসরে হিন্দু, অপর শেষ বৎসরে চারিজনকে একরূপ চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে আবস্ত করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত কবি ব্রত উদ্‌ঘাটন করিবে ।

শেষ-বছরের শেষেই সংক্রান্তি দিন চারিজন এঘেরে সকালে স্নাত্তে আশ্রিত হইয়া দিবে তালপত্রের দ্বারা তাল রাখি। দিবে, দ্বি-ঘণ্টা ও কপালে সিঁদুর দিয়া একবারে স্নান করিয়া নতুন শাড়ী পরাইবে, স্নান করিয়া অস্ত্রের বরাহদা পাতা-ফল দাও, রুই, হলুদ, চুড়চুড় অন্ন, মাংসাদি হলুদ জোপান-মাংস, মিষ্টান্ন ও দ্রব্যাদি দিবে । কিন্তু কেবল দুতাকে দিয়া প্রথমে ব্রত হইয়া দিবে, তত্বকে স্নান করিয়া ব্রত হইয়া দিবে; কপাল সিঁদুর লেপা দাও দিওনা, পাতা ও একটি চাক দিও

অক্ষয়ঘট-ব্রত

এই ব্রত চারি বৎসর কবিত্তে হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বড় কলসী অথবা হামার ঘণ্টাগুলি কবিত্তে, তাহাতে পঞ্চপল্লব অভাবে আম্রের ডাল ও ফুলের মালা, চন্দনের ও সিঁদুরের ফোঁটা দিবে। ঘণ্টের মুখে সরায় কবিত্তা নানাবিধ ফল, মিষ্টান্ন, পৈতা, পয়সা, পাখা দিয়া একজন ব্রাহ্মণকে দিবে।

তাঁর পরের বৎসর দুইজনকে দিবে, তৃতীয় বৎসর তিনজনকে, আর শেষ বৎসরে চারিজনকে দিয়া ব্রত শেষ কবিত্তে।

শেষ বৎসরে চারিজনকে ট্রফি-রূপে অর্হান কবাইয়া বড় বড় চাটুটি তিলে কলসীতে গুলপূর্ণ কবিত্তা আম্রের ডাল, ফুলের মালা, চন্দনের ও সিঁদুরের ফোঁটা দিবে; কলসীর মুখে পিত্তজের সরায় নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্ন, পৈতা, পয়সা, পাখা ও একখানি কবিত্তা দিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে, আর সেই সঙ্গে একটি কবিত্তা টা, ব. দক্ষিণা দিবে।

২দি অবস্থা অতি হীন হয়, তাহা হইলে তিনজনকে মাটির কলসী ও স্নান দিবে, কেবল ষাহাকে দিয়া প্রথম বৎসরে ব্রত লইয়াছিল, তাহাকে পূর্বরূপে পিণ্ডের সমস্তই দিতে হইবে।

অক্ষয়-কুমারী-ব্রত

(এই ব্রত করিলে ভগবতী সন্তুষ্টা হন।)

ইহা চারি বৎসর কবিতে হয়। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন এক কুমারীকে আনিয়া পিঁড়িতে বসাইবে, তাহাব পা ধোয়াইয়া আলতা পবাইয়া দিবে, একখানি রঙিন কিংবা লাল পাছা-পেড়ে কাপড় পবাইয়া চুল অঁচড়াইয়া খেয়েবে, সিঁদুবেব ও চন্দনের তিনটি ফোঁটা কপালে দিবে, তারপর বেশ স্তব্ধ কবিয়া ত'র মনের মত আহাব ববাইবে।

এই বকম দ্বিতীয় বর্ষে অক্ষয়-তৃতীয়াতে দুইজন, তৃতীয় বর্ষে তিনজন আব চতুর্থ বর্ষে চারিজনকে কবিবে।

ঐ বকম অক্ষয়-তৃতীয়াব দিনে চারিজন কুমারীকে আনিয়া, প ধোয়াইবে, আলতা পবাইয়া, চুল অঁচড়াইয়া কপালে চন্দন ও সিঁদুবেব ফোঁটা দিয়া নুতন বড়িন কাপড় পরাইবে। শাঁখা, আলতা, মাথাঘষা, পাখা, আঁশ, চিকুনা দিবে, তালসব উত্তমরূপে আহাব করাষ্টয়া দক্ষিণা দিবে। যে কুমারীকে প্রথম বৎসবে কবিয়াছিলে, তাহাকে কেবল একটি টাকা ও একখানি গামছা বেশী দিবে।



বউ ঘবেব জানলা দিয়ে দেখলে শাশুড়ী গাং হষে ঘুবছে।

অক্ষয়-সিঁদুর-ব্রত

ইহাও চারি বৎসর করিতে হয় ও অক্ষয়-তৃতীয়ায় লইতে হয় ।

ইহাতেও প্রতিবৎসরে একজন করিয়া বাড়িবে, তবে ব্রাহ্মণের পরিবর্তে একজন করিয়া সম্বাকে করিতে হয় ।

একজন এ্যোকে সকালে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন সিঁদুর পরাইয়া কড়, লোহা এক বাগিল সিঁদুর, আলতা, পান, সুপারী, মিষ্টান্ন ও পয়সা দিবে ।

এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে করিবে, কেবল একজন করিয়া বাড়িবে ।

চতুর্থ বর্ষে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন চারিজনকে বাড়ীতে আনাইয়া, পা ধোয়াইয়া দিবে, আলতা পরাইবে, বেশবিজ্ঞাস করিয়া সিঁদুর পরাইবে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিবে, নূতন শাড়ী পরাইবে, হাতে লোহা পরাইয়া তাহাতে সিঁদুর দিবে, তারপর উত্তমরূপে আহার করাইবে । আহারের পর প্রত্যেককে সিঁদুর-চূপড়ী, আলতা, মাধাঘষা, কলী ও কড় দিবে ; কিন্তু যাহাকে দিয়া প্রথম বৎসরে ব্রত লইয়াছিলেন, তাহাকে রূপার সিঁদুর-কোঁটা, সোণার লোহা, আশি, চিকলী, পাখা ও একটি টাকা দিবে । অল্প তিনজনকে ছ' আনা, চার আনা যেমন সাধ্য সেইরূপ ভোজনদক্ষিণ দিবে ।

অক্ষয়-ফল-ব্রত

এই ব্রত চারি বৎসর করিতে হয় ।

অক্ষয়-তৃতীয়ান দিন প্রথম বৎসবে একজন ব্রাহ্মণকে ডাব (শীষ সমেত), আম, কল, ডালিম ও বেল, ডালিম না পাইলে শরীতকী, এই পাচ ফল এবং পৈতা, মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা দিবে ; দ্বিতীয় বর্ষে একশ তুঙ্গ'নকে, তৃতীয় বর্ষে একশ ডিম্বাঙ্কনকে, আর শেষ চতুর্থ বর্ষে চাবিজনকে দিবে ।

অক্ষয়-তৃতীয়ান দিন চারিজন ব্রাহ্মণকে কাপড়, চাদর, পৈতা, ছাতা, ষাণ্ম দিবে ও উত্তমরূপে আহাৰ কবায়্যা দক্ষিণা দিবে । যাহাকে 'নিয়া' প্রথম যথে ব্রত হইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণকেই সহ, বাঁহান, কন্দল ই প'চটি ফল গাড়াইয়া দিবে ও একটি টাক' দক্ষিণা দিবে ।

আদর-সিংহাসন-ব্রত

(এই ব্রত কবিলে সকলের আদবিনী হয়)

এই ব্রত চারি বৎসর কবিত্তে হয়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে একজন ব্রাহ্মণ ও একজন সধবাকে অনিবে। ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে শোভন কাপড়খা মুক্তি, চন্দর, থাম্র, ফুলের মালা চন্দন ও দ্বিগুণা দিবে।

সধবাকে ভাল তেল দিয়া স্নান বিগ্রহাস কবিত্ত। এঁদের বঁধিয়া দিবে, সিংগে গিঁ-ব দিষ্ট। কপাল সিংহ ও চন্দ্রনন্দ ফোটা দেবে গলায় ফুলের মালা দিবে, গায়ে আঁদ্র ও পবিত্রতা ভাব শাপ পুণ্যের, তৎপরে উত্তমরূপে অর্থাৎ বরাক্ষয় ভোক্তা দক্ষিণা লাভ ও স্নান সিংহ চপড়ী, আঁশ, দ্বিগুণা, আলতা, মাংগল্য ও মিষ্টান্ন দিবে।

এতৎপরে শোভন মন ও ব্রত চন্দ্রনন্দে সধবাকে দিবে, আবার স্নান ও স্নান মন ও চিত্ত মন পুণ্যের ব্রত ও চিত্ত দিবে।

কোন কোন দেশে দ্বিতীয় ব্রত ও একজন ব্রাহ্মণ ও একজন সধবাকে কবিত্ত। ব্রত ও ব্রত ও একজন ব্রাহ্মণ চারি বৎসর কাব্য ব্রত।

চতুর্থ ব্রত চন্দ্রনন্দ মন ও চান্দ্রনন্দ ব্রাহ্মণকে অনিবে পূর্বকপ গন্ধ, মালা, পদ্ম, চন্দর, স্নান, পবিত্রতা, গাম্ভীর্য, ও গাম্ভীর্য, মিষ্টান্ন ও এক টাক কবিত্ত। দ্বিগুণ ও উত্তমরূপে স্নান কর দেবে, আবার স্নানকালে নানাবক্স মন ও মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, অর্থাৎ দ্বিগুণ ও একটি কবিত্ত স্নান দক্ষিণ দেবে।

সধবাকে পূর্বকরূপে স্নান দিবে, আঁচড়াহবে, সিংহ চন্দ্রনন্দ ফোটা দিবে, প্রত্যেককে ভাল চন্দ্র ও স্নান শাড়ী, গাম্ভীর্য, সিংহ-বোটা, লোহা, কড়, কলী, মাখা, মাংগল্য, পাসত, অর্থাৎ, দ্বিগুণ, গন্ধদ্রব্য দিবে, দিনের বেলায় পবিত্রতাকরণ নানাবক্সে ব্রত দিয়া অর্থাৎ বরইবে, একটি বরিত্তা টাণ দক্ষিণা দিবে। এবার বৈকালে পেটভরা মত চিত্ত জনকে নানাবক্স মন, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, দাঁধ, দ্বিগুণ ও এন্ট কবিত্ত টাণ পাঠাইয়া ব্রত শেষ কবিত্তে

সৌভাগ্য-চতুর্থী-ব্রত

এই ব্রত অশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার যে চতুর্থী, সেই চতুর্থীতে কথিতে হয় ও চারি বৎসর পব উদ্‌যাপন করিতে হয়।

ব্রত-কথা

এক রাজা ছিলেন, তাহার সো আদ্য দো দুই রাণী ছিলেন। রাজা দো-রাণীকে মোটেই ভালবাসতেন না, এমন কি তাব মুখ পর্যন্ত দেখতেন না।

রাজাব এত রকম ব্যবহারে দো-রাণী মনের দুখে রাজ্যবাড়ী ছেড়ে বাগানের গাছাল-ঘরে গিয়ে বসেন।

দো-রাণী পুৰী থেকে চলে যাব্দ পাবে সো-রাণী দিন বতক মনের স্থখে হইল। বড়বাণীকে যেমন হবে রাজ্যছাড়া এবং, সখীদের সঙ্গে সো-রাণী অনেক পরামর্শ বলে একটা মহত্ব ঠিক বলে যে রাজ্যে বসে বড়বাণীকে বনবাসে দেবে।

বড়বাণীকে রাজ্যের সবাই সব ভক্তি-মনা করতে, বাদপুর্ব্বিক দাম দাসীরা ছাড়াবাণীকে মোটেই দেখতে পাবে না।

য দিন সো-রাণী ঐ একম প্রায়শ কচ্ছিল, সেই সময় অল্প দামীরা সন্ত পেয়ে বাড়িতে নী দূরে বড়বাণীকে কাছে গিয়ে সব বলে।

বড়বাণী সেই গোষ্ঠানে ছেঁড়া মাংসে, চোড, কাথ পেতে শুতেন, আর যা পেতেন, তাই একাবলা সিদ্ধ কবে খেতেন, আর নিজেব বপলে হাত দিয়ে নিজের দুঃখের কথা ভাবতেন, আর রাতদিন ভগবানকে ডাকতেন।

দামীদের মুখে ঐ রকম কথা শুনে তাঁর প্রাণে বড় কষ্ট হল। সেদিন

সৌভাগ্য-চতুর্থী-ব্রত

আগ্নি মা'সর অরুণকেব চতুর্থী, দিনেব বেলায় তিনি বিছু বাঁধলেন না, ছেঁড় মা'সে উপ্‌ড হয়ে শুয়ে ঝাঁপতে লাগলেন।

এই ভাবে সমস্ত দিন কেটে গেল সন্ধা। হল, তবু বডবাগী উঠলেন না। এ'ম শান্তি হল। সমস্ত দিন উপবাসে শবীৰ ঢাকল হয়েছিল, তা'র উপর অত বেঁদে ক্লান্ত হয়ে বডবাগী ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রা'তে স্বপ্ন দেখলেন, যেন একটি পুণ্য সন্দনো মো'র গ্রামে 'ব মা'গাব কাছে দাঁড়িয়ে মধুমাখা ক'র বস'ছে, 'কেন দুঃখ ব'চ্ছিস্‌? অব ক'রিস্‌নি—তোব সব ব'ষ্ট যাবে, আ'ত চু'খী ছিল ব'ত মো'দা'র দুই চতুর্থা' পাব' কর'নি, তা'হলে সা'ত'খ বা'ধ।"

বডবাগী স্বপ্নে ব'লেন "ক'ম তু'মি? মো'গাব মধুমাখা ক'র শুনে আ'ত ব' প্র'ণ তু'র'স ফেল ' পাব' ক'ব'ব কি ব'বে? আমি 'ত নিয়ম চ'র'ন না।"

যে'র যেখ'টি ব'ল, 'দখ, এই মো'দা'র প'হ'নে চাইসা'দ'ব উপ'ব ম'ন'ক ম'নের গ'ছ হ'ত'ছে, তা'ব দুখান। প'তা কে'ট আ'ন'বি। সে'ই প'তা দুখান। মু'ছে, একখান প'তা'ব উপ'ব পিটলিব গোলা দ্বি'য়ে ব'ত ব'ব'ম'র গ'য'না আ'ছে আ'বি, তা'স'ত' সে'ই প'তা'ব আ'লোচ'লে'ব নৈ'স'খ সাজিয়ে দ্বি'বি, তা'ব অ'ন্ত ম'ন'প'তা'য় দ্বি' দ্বি'য় সব ব'ক'ম গ'য়'ন, এ'কে তা'তে চিনি'ব নৈ'স'খ সাজিয়ে দ্বি'বি, মো'ম'নে ভ'ক্টিভ'বে মা' তু'র্গা'কে ড'ক'বি, ম'নে ম'নে তা'ব পূজা ক'ব'বি। তা'ব ব' আ'লোচ'লে'ব ভা'ত বেঁপে বি'ং গ'য'না আ'ক' ম'ন'প'াস'ত মো'র ম'নে ম'নে তু'র্গা'কে নিবেদ'ন করে সে'ই প্র'সাদ থা'বি, তা'ব'পর সে'ই প'তা এ'টো'স'ক্‌ জ'নে ভা'দিয়ে আঁচিয়ে উঠে আস'বি। এই ব্র'ত ক'ব, তা'হলে তো'ব সব দুঃখ যাবে; যে এ ব্র'ত করে, তা'ব স'বসৌভাগ্য হয়।"

ঘুম ভাঙতেই বডবাগী 'তু'র্গা তু'র্গা' বলে উঠলেন, তা'র'পর যেমন যেমন

মেয়েদের ব্রত-কথা

স্বপ্নে শুনেছিলেন, সেই বকম পাতা এনে আলপনা দিয়ে ভোগ দিলেন, পাতা ভাসিয়ে আঁচিয়ে এলেন, এমন করে তিন বছর কেটে গেল।

এদিকে রাজার রাজ্যে মারী-ভয় হল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরতে লাগলো, হাতীশালে হাতী মরতে লাগলো, চোরের উৎপাত হল।

বড়বাণীর কিন্তু যে কষ্ট যে দুঃখ তাই রইলো, তবু তিনি খুব ভক্তিভাবে মা দুর্গাকে ডাকতেন আর ব্রত করতেন।

রাজপুত্রীতে ছোটবাণীর প্রতাপ খুব বেড়ে গেল, তার অত্যাচারে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো, দাস-দাসীরা অনেকে চাকরী ছেড়ে চলে গেল। দেখতে দেখতে রাজ্যের প্রজাবা সব ক্ষেপে উঠল।

এই বকম অবস্থা দেখে একদিন রাজা মন্ত্রীকে নিয়ে প্রজাদের অবস্থা দেখবার জন্য বেদিক ঘান, সেই দিকেই গেলেন যে, বড়বাণীর স্থাপতি সবাই করছে, অব তঁার জন্ত হয় লায় কবচে কোথায় গুনেন কেউ কব্ধ, “বড়বাণী বাজোব লক্ষী ছিলেন, তিনি যদি না যেনে, তবে কি এমন হ’ল? আর এ রাজ্যে থাকবে না, যে রাজ্যে বাস, সেই দেশে বাজোব থাকলেও পাপ হয়।” কোথায় গুনেন যে, ছোটবাণীও সবাই খানাপানি দিচ্ছে, অলক্ষী বলছে। এই সব শুনে রাজ্যের প্রাণে ব্যাধ বঠে হঠ। মন্ত্রী রাজাকে বুঝিয়ে বলেন, “ধর্মাবতার, বড়বাণী মা রাজ্যের লক্ষী ছিলেন, তাতে একটুও সন্দেহ নাই, তার দয়া তাঁর গুণ, তাঁর মহিমা বলবান নয়, তিনি যাবার পর্বদিন থেকেই যত সব অশান্তি ও অনিশ্চয় হচ্চে।

রান্না ভাবতে ভাবতে রাজপুত্রীতে এসেন।

আবার আশ্বিন মাস এল, বড়বাণী ভক্তিভাবে মা দুর্গার পূজা করে সেই বকম মানপাতায় গণনা হ’লে, ভোগ দিলেন; তারপর গলায় আঁচল দিয়ে হাত জোড় করে কাদতে কাদতে দুর্গাকে স্তব করলেন। ভোগ দেবার পর সেই প্রসাদ খেয়ে পুকুরে মানপাতা ভাসিয়ে আঁচিয়ে

সৌভাগ্য-চতুর্থী-ব্রত

ড্রে আস্তে আস্তে দেখলেন, কে যেন লতাকুণ্ডের পাশ থেকে তাঁর দিকে আসছে।

বডবাণী সেদিকে আব না চেয়ে ঝাঁচলে হাত মুছতে মুছতে আসতেই দেখলেন, স্রমুখে বাঁকাশনাই দু'হাত দিয়ে পথ অংশে দাঁড়িয়ে আছেন।

বডবাণী সঙ্গে চার চোখে মিসন কতেই বডবাণী গলায় কাপড় দিয়ে টিপ্ কবে পায়ের কাছে নমস্কার করলেন। রাজা আদর করে হাত ধবে তুলে চোখের জল মুছিয়ে রাজপুৰীতে নিয়ে গেলেন।

বডবাণী এসেছেন শুনে, অশ্বর সবাই কাজ-কর্মে বিব এল, পাস দাঁসীরা সব থমসী হল, বাহে স্রমু হল, মারী ভগ গেল, রাজ্যে বডবাণীর জয়-ভয়কার হতে লাগলো। বড় আশা শান্তিময় হল, সমস্ত অভাব, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত অশান্তি দূর হল।

রাজা কদিন সভায় এসে ছোটবাণীকে সভায় ডাকিয়ে বলেন, “দেখ, তুমি দিন কতক আগে বডবাণীকে রাজ্য ছাড়া করে বনবাসে পাঠাব জন্তু আমার অনেক অনুরোধ করছিলে, কিন্তু তখন আমি পারিনি; কিন্তু এখন আমি ঠিক করছি যে, সেখানে তেমাকেই রাজ্যে যেতে হবে, তুমি তোমার কাপড়-চাপড় সব ঠিক করে নাও।”

ছোটবাণী ভয়ে, বড় দমে, মস্তদেব নিকট গিয়া চাইলে, রাজাব পায়ে লুটিয়ে পড়লো, কিন্তু তাকে কিছুই হল না—তিনি বলেন, “অলক্ষী হব না কল্পে, আমার রাজ্যে, আমার প্রাণে শান্তি হবে না।”

সেই দিনেই সৈন্যদেব সঙ্গে ছোটবাণীকে বনবাস দিলেন।

বডবাণী আবার অধিন মাস আসতেই খুব ঘটা করে স্রমু চতুর্থীতে, দুর্গাপূজা করলেন, আর সৌভাগ্য-চতুর্থীর ব্রতের মহাশ্রদ্ধা রাজাময় প্রচার কবে দিলেন। দেখতে দেখতে ব্রত কথা এ-রাজ্য সে-রাজ্য এমন কবে অনেক রাজ্যে প্রচার হয়ে গেল, সবাই ভক্তিতে এই ব্রত কবতে লাগলো।

মোয়াদের দ্রুত-কথা

ষষ্ঠ ভাগ

বিবিধ খণ্ড

- ১। রাসভূগা-ব্রত
- ২। মৌনী অমাবস্যা-ব্রত
- ৩। জ্যৈষ্ঠমী-ব্রত
- ৪। বারমেসে অমাবস্যা-ব্রত
- ৫। মনসার ব্রত
- ৬। ইতুর ব্রত
- ৭। শিবরাত্রির ব্রত-কথা
- ৮। বিপদারিণী-ব্রত-কথা

রালদুর্গার ব্রত-কথা

একদিন চিরকুট পাহাড়ে বসে লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশা খেলছিলেন, এমন সময় এক বুড়া বামুন ঘল তুলতে তুলতে সেখানে এসে হাজির হলো।

নারায়ণ তাকে ডেকে ক্রিজাণা করেন, “ওহে, তুমি পাশা খেলতে জান?” বামুন বলে, “হ্যাঁ প্রভু, খেলতে জানি।” তখন নারায়ণ বলেন, “আমাব যদি হারাও, তবে তোমায় কুটে আঁতুর হবে দেবো।”

লক্ষ্মী বলেন, “আমায় যদি হারাও, তবে তোমাকে ভস্ম করে ফেলবো।” বামুন তখন বলে, “না, আমি ভস্ম হতে পারবো না, তাই চেয়ে বসে কুটে হব।”

তাবপর বামুন লক্ষ্মীকে খেলা লে দিতে লাগলো, খানিক পবে নারায়ণ হেরে গেলেন। তখন নারায়ণ বামুনকে শাপ দিলেন, “যাও, বুটে আঁতুর হয়ে পাহাড়ের নীচে বাজপথে পড়ে থাক।”

বামুন তখন বলে, “দয়াময়! আমি এ যোব যাকনা থেকে উদ্ধার করে কি হবে?” নারায়ণ বলেন, “এদেশব বাজাব মেয়ে স্ত্রীয়ার ব্রতদাসী, তা'ব নাম ইচ্ছামতী। সে যদি তোমাকে বিয়ে কবে, ত হলে সব দুঃখ দূর হবে।”

সেই থেবে বামুন বাজপথ জোড়া ধরে, দিন রাত পড়ে থাকে। যত লোক সেখান দিয়ে যায় আসে, সবাই তাকে ভিড়িয়ে যায়। একদিন রাজকন্যা ইচ্ছামতী সেও পথ দিয়ে শিবপূজা করতে যাচ্ছে, বামুনকে দেখে তাকে সবে ধেতে বলে। বামুন বলে, “আমাকে ত সবাই ভিড়িয়ে যায তুমিও যাণ না কেন?”

বাজকুমারী বলে, সবাই যায় বলে, আমি সে জন্তে বামুনকে ভিড়িয়ে যেতে পারি না। বামুন বলে, “আমি আর নড়তে পারবো না।”

রাজকন্যা নীড়াপীড়ি করতে বামুন বলে, আমার কাছে একটা সত্যি কর।” রাজকুমারী বলে, “কি?”

মেয়েদের ব্রত-কথা

বামুন বলে, “এল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?” রাজকুমারী তিন সতি করে বলে “হ্যাঁ, তোমাকে আমি বিয়ে করব।” তখন বামুন অতি কষ্টে একটু রাস্তা কবে দিলে, বাজকুমারী শিবপূজা করতে গেল।

ইচ্ছামতী সেই দিনেই রাজাকে বলে, “স্বাম্বর সভার আয়োজন করুন।” রাজা স্বাম্বর সভা কবে দেশ-বিদেশ থেকে রাজা-রাজভাদেব নিমন্ত্রণ কবে অনুশন।

কুট বামুনও সেট স্বাম্বর সভার কথা শুনে, গড়াতে গড়াতে রাজসভাও এদপাশে এসে বইলো, রাজসভায় কান দেশের বাজা, রাজপুত্র এসেছে - বাজকুমারীকে বেশ কবে সাজিয়ে গুজিয়ে বাজসভায় নিয়ে এসে হাজির করলে। তখন যে যার রূপ, গুণ, ধন যোজন নিয়ে গর্ব কবতে লাগলো।

বাজকুমারী তারো দিকে না চেয়ে, যেখানে কুটে বামুন লগে আছে, সেখানে গিয়ে তব গলায় মালা দিলে : দিতেই সমস্ত রাজা, রাজপুত্রেরা বাজকুমারীকে গালগালি দিতে দিতে চলে গেল। রাজাও ভয়ানক রাগে গিয়ে মেয়েকে আব জামাইকে বলান দলেন।

ইচ্ছামতী বলে গিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগলো। এবদিন আপনায় ধন এসে গলে দুঃখ করছে, “আজ বাব এসব এই কুটে সন্মীর দেশ করছি, তব এ এ কুট ভাল কবতে পারব না। হায়, ভগবানের কি বিচার নেই।”

এমন সময় বামুন বলে, “ইচ্ছামতী, দেখ ত আমার গায়ে কি পড়লো!” ইচ্ছামতী গিয়ে দেখে, একটা গাছের পাতায় রক্তজর্গাব ব্রতমাহাত্ম্য লেখা আছে, তাই দেখে বাজকুমারী ভাবী পুসী হল।

তখন অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্তা আসতেই ইচ্ছামতী সন্তের ধন, সন্তের দুর্গা দান, কলা গাছের মাজ পাতার অর্ঘ্য করে, দি'দুব চন্দন, শুভফুল, জোড়া কলা, রক্তচন্দন, জবার মালা দিয়ে তাঁবার টাটে রেখে প্রতিদিন তাতে জল দেয় ফুল দেয়; এমনি করে এক লক্ষ গেল,

বালদুর্গার ব্রত-কথা

পূর্ণিমার দিন ষোড়শোপচাবে বালদুর্গার পূজা করে সতের মুঠো চালের গুলিহুঁলি খেলে।

অমনি করে আবার পৌষ-মাসের পূর্ণিমাষ ষট পেতে, বালদুর্গার পূজা করলে। তাঁবার ষটে সূর্য্যোব পূজা করে সতের মুঠো চালেব পায়স করে খেলে—মাঘ মাসে পূজা করে সতের মুঠো চালের দই-ভাত খেলে।

ফাল্গুন মাসে পূজা করে সতের মুঠো চালের পুলিপিটে করে খেলে! ওড়ফুল, ভেড়া কলা, বক্তচন্দন, জবাব মালা, তাঁবার টাটে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিখে পাত্র নিয়ে জলে ভাসানো।

সূর্য্যদেব আবিস্কৃত হয়ে বলেন, “কি বর চান?” ইচ্ছামতী বলে, “আমার কুটে স্বামীৰ কন্দপেব মত চেষ্টা রা হোক।” সূর্য্যদেব “তথাস্তু” বলে চলে গেলেন।

দশম্ভতে দেখতে কুটে বামুনেব কন্দপেব মত চেষ্টা রা হয়ে গেল।

তাব পবেব বছরে ইচ্ছামতী আবার অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বালদুর্গার ব্রত করলে। সূর্য্যদেব এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি বর, চান ম?” বাজকুমারী বলে, “আমায় রাজাব মত ধন-দৌলত, হাতি-ঘোড়া, বাড়ী বাগান দিন।” “তথাস্তু” বলে সূর্য্যদেব চলে গেলেন। দশম্ভতে দেখতে রাজকুমারীৰ খুব বড় রাজার মত বাড়ী বাগান সব হল।

বাজকুমারীৰ কোন ছেলে না হওয়াতে তার পত্নব বছর আবার চাব মাস বালদুর্গার পূজা করে সূর্য্যদেবের কাছে একটি পুত্র বব নিলে। দশ মাস দশ দিন পবে ইচ্ছামতীৰ একটি চাঁদের মত ছেলে হল।

এদিকে রাজকুমারীৰ বাপ মায়-জামাইকে বনে পাঠিয়ে দিয়ে অপর কোন খোঁজ খবর নেননি, হঠাৎ একদিন মেয়েব পাঁজ্রে লোক পড়ালেন। কোটাল ফিবে এসে বলে, “না সে বনে তাবা কেউ নেই, সেখানে একজন খুব বড় বাজা বাস করেন।”

মেঘদেব ব্রত-কথা

বাজা মেয়ের খোঁজে নিজে ফেরলেন, সেই বনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “এ বন কার ?” সেখানকার লোকেরা বলে, “বুড়ো বামুনের।”

তাবপব বাঁড়া বড় বড় বাড়ী, মন্দির, পুকুর, নহবতখানা সব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন “এ সব কার ?” সবাই বলে “বুড়ো বামুনব।” তাবপব বাঁড়া বাড়ীতে আসতেই বাজকত্তা বাপকে দেখতে পেয়ে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে বাপকে সমস্ত কথা বলে। বাপ শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তাবপব মেঘ জামাহ নিয়ে বাড়ী হল। বাড়ী আসতেই মা মেঘকে আদব করে জামাইক খবর যত্ন-আত্তি করে।

তাবপব মেঘ মুখে বাক্তর্পাব মাহাত্ম্য শুনে, নিজে একটি ছেলের জন্ম সেই ব্রত কবলে দশ মাস দশ দিনে বাঁচকুমারীও একটি ভাই হল। ছেলটি বড় হল, তাব মেঘ থা দিল, হাক্কামতীও ছেলের গিয়ে থা দিলে।

শেষকালে মাহাত্ম্য বাক্ত, আদ্য আমাদ্য পুঁথিতে থাকবার চলবাব নেও, এংবাব স্বর্গ যাই চল। এই বলে বাজা, বাণী, হাক্কামতী বুড়ো বামুন মাহাত্ম্য মিলে বালদর্পার ব্রত ছেনে-পুলেছেন শিখিয়ে দিয়ে, নিজগা উঠানে জালপন দিয়ে খুল ভাক্ততরে পূজা করে সর্বোদর অর্থা দিলেন। তাবপব লক্ষ্মী-নাব,গণের নাম কবে পাও নিয়ে জাল ভাসানেন লক্ষ্মী নাবখল এনে বালন “কি চাই তেমাংদব ?” সকলেই বলে, “আমাদের পুণ্ডিনীর স্বথ ভোগ হার গেছে—আমাদের স্বর্গ নিয়ে চলুন,” তখন চাক্তিনীর পুণ্ডবুই হতে লাগলো, স্বর্গ থেকে বণ এলো, সবাই তাতে চড়ে স্বর্গে গেলেন।

মোনী-অমাবস্যার ব্রত-কথা

এক দেশে এক বিধবা বামনী আর এক গয়লানী দুজনে সই পাতিয়েছিল। বিধবা বামনীর এলটি মেয়ে ছিল। স্বামী-পুত্র, ধন-ঐশ্বর্য কিছুই ছিল না।

গয়লানীর স্বামী পুত্র ধন-ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ ছিল।

একদিন বিধবা বামনীর বাড়ীতে একজন অতিথি এসে ভিক্ষা চাইলে, তখন বামনীর মেয়েটি ভাদাতাড়ি এসে ভিক্ষা দিলে অতিথি যাবার সময় বাব নতক আপনাব মনে বসে, “হায়, এমন মেয়েব কপালে বৈধব্যস্থগণ।” এত কথা বলে চলে গেল।

মেয়েটি বাড়ীতে গিয়ে তার মা'কে বলে ‘মা, অতিথি আমাকে কি বলে গেল - ‘কামি ভাত বুঝে পাবলুম না।’ মা'র বাক ‘জিজ্ঞেস করিলে কেন মেয়ে বলে, ‘জিজ্ঞেস করবার আগেই বেঁচে চল গেল।’ মা বলে ‘এভাবে এলে আমাকে জানিয়ে ভিক্ষা দিবে।’ মেয়েটি ‘অচ্ছা’ বলে চল গেল।

দিনকতক পরে অতিথি সেই অতিথি নিকট নোবান জন্তে সেরা বা'তে গেলো। অতিথি অসুস্থ সেই মেয়েটি মারক শিশু বলে, ‘মা, সেই অতিথি অব্যব গসেছে। মা' ভাদাতাড়ি তখন কা'ব সি'ধ শাভিয়ে মেয়ে'র তাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে, আব নিজে সদ'ব ল'বজ্ঞাব আডানে চুপ করে দাড়িয়ে বইলো। মেয়ে এখন ভিক্ষে দিচ্ছে, তখন অতিথি বলে, “হায় ভগবান! তুমি এমন সুন্দর মেয়ে'ব কপালে কেন বৈধব্য লিখলে?”

বামনী এই কথা শুনেতে পেয়ে কান্দতে-কান্দতে অতিথির পায়ে এসে পড়লো। তখন অতিথি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, “কেন মা, তুমি কা'দছ?”

মেয়েদের ব্রত-কথা

বাম্নী বলে, “ঠাকুর! তুমি যে কথা বলে, সে কথা কি সত্যি হবে?”

অতিথি বলে, “ই্যা মা সত্যি, বাসরঘরে এর স্বামী হঠাৎ মারা যাবে।”

বাম্নী তখন আরও কাঁদতে কাঁদতে বলে, “ঠাকুর! এর উপায় তোমায় করতেই হবে।” তখন অতিথি খানিকক্ষণ ভেবে বলে, “এর একমাত্র উপায়—যদি কেউ দয়া করে মৌনী-অমাবস্তার ব্রত-ফল দান করে, তাহলে ভাম্নী আবার সাঁচবে—কিন্তু যে ঐ ব্রতের খণ দেবে, তা'র ভয়ানক অমঙ্গল হবে।”

এই কথা শুনে বাম্নী জিজ্ঞেস করে, “হবে কি প্রভু, তব ভান হবার কোন উপায় নেই?”

অতিথি বলে, “সেই বনের ভেতর একজন বুঢ়ে বোণী আছে, তা'র মাথায় এক ঢাউ দই ঢেলে দিয়ে, সেই সমস্ত দইটা যে আবার বিত দিয়ে চোটে সেই ঝেঁতে তুলবে, তা'র অমঙ্গল কেটে গিয়ে অসং মঙ্গল হবে।” এই কথা বলে অতিথি'র স্থান থেকে চলে গেল।

শম্নী বলে বলে ভাবতে লাগলো—কার মৌনী অমাবস্তার সাতটি ব্রত-ফল আছে, আর কেই-বা! নিজের অমঙ্গল করে আমার মেয়েকে দেবে?—এই সব ভাবতে ভাবতে বাম্নীর মন পড়লো। গয়লানীর সাতটি ফল আছে—তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, তার সে ফল দিই'লো। এই ভেবে বোম্ব ভোর বেলায় গিয়ে তার বাড়ী, ঘরদোর সব কাঁচ দিয়ে আস।

গয়লানী বোজ সকালে উঠে দেখে, কে তা'র বাড়ী, ঘরদোর সব পরিষ্কার করে দিয়ে যায়—কিছু ঠিক করতে পারেন না। তারপর একদিন খুব ভোবে উঠে লুকিয়ে রইলো। খানিক পরে দেখল—তার সেই বাম্নী এসে সব পরিষ্কার করছে। তারপর যখন সে চলে যাচ্ছে—তখন তাকে গিয়ে ধরে বলে, “একি সই, তুমি কেন এরকম করে আমার

মৌনী-অমাবস্যার ব্রত-কথা

বাড়ী ঘর পরিষ্কার কর? আমি হচ্ছি গয়লার মেয়ে, আর তুমি হচ্ছ বামুনের মেয়ে, তুমি এ রকম কল্লে আমার স্বামী-পুত্রের অকলাণ হবে।”

বামুনী তখন কাঁদতে কাঁদতে সেই অতিথির সমস্ত কথা বল্লে। কেবল যে ফল দেবে তার অমঙ্গল হবে, আর তার কি করে ভাল হবে সে কথাটুকু বল্লে না।

গয়লানী সেই কথা শুনে তার সহিকে বল্লে, “সেকি কথা সই! তোমায় মেয়ে আর আমার মেয়ে কি ভিন্ন যে, তুমি আমার বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করে আমাকে সন্তুষ্ট করতে যাচ্ছিলে?”

বামুনী তখন বল্লে, “তোমাকে আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে—আমার মেয়ের বিয়ের রাতে বাসব-ঘরেই হঠাৎ আমার জামাই মরে যাবে, তুমি সেই সময় তোমার মৌনী-অমাবস্যার সাতটি ফল দিলেই, আমার জামাই বেঁচে উঠবে।” গয়লানী তাতে রাজী হল। বামুনী মনের আনন্দে ঘরে ফিরে গেল।

ক্রমে মেয়ে বড় হল, চারিদিক থেকে খুঁজে পেতে বামুনী একটি বনের মতন পাত্র ঠিক করে, মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে। বিয়ের রাত্রেই জামাই হঠাৎ মরে গেল; তখন গয়লানী তাড়াতাড়ি তার কল এনে দিলে, দিতেই জামাই বেঁচে উঠলো—তারপর নির্ঝিন্বে বিয়ে-খা সব চুকে গেল, যে যার বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়লো।

গয়লানী তার পরদিন সকালে উঠে দেখে, তার স্বামী-পুত্র মরে গেছে, চাকাকড়ি সব কোথায় উড়ে গেছে। তাই দেখে গয়লানী কাঁদতে কাঁদতে সহিকে গিয়ে বল্লে, “সই, আমার সব গেছে।”

বামুনী বল্লে, “সই তুমি কেঁদ না, আবার সবাই বেঁচে উঠবে। তুমি কেঁদ না, সবাই বেঁচে উঠবে এখনি, তুমি আমার সঙ্গে এক ভাঁড় দই নিয়ে এই বনের ভেতর চलो।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

গয়লানী তাড়াতাড়ি এক ভাঁড় দই নিয়ে ঘরের ভেতর গেল। বামুনী সেখানে গিয়ে দেখলে, গাছতলায় একটা ভীষণ কুটে বসে আছে। বামুনী গয়লানীকে তার মাথায় সব দইটা ঢেলে দিয়ে জীবে করে চেটে আবার ভাঁড়ে তুলতে বসে।

গয়লানী মনে কিছুমাত্র ঘৃণা না করে তাই কলে। অমনি কুটের শরীর ভাল হয়ে গেল; তখন সেই কুটে বামুন, বসেন, আমি তোমাদের বার-ব্রতে বিশ্বাস আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে এ রকম ছলনা করলুম।” তারপর গয়লানীকে বলেন, “তোমার মৌনী-আমাবস্তার ব্রতের ফলে তোমার স্বামী-পুত্র সব বেঁচে উঠেছে, যেমন ধন-দৌলত ছিল সবই ঠিক আছে, আমিই সেই ব্রতের ফলদাতা নারায়ণ।”

তখন বামুনী আব গয়লানী দুজনে বামুনের পায়ে নুটিয়ে পড়লো। বামুন তখন চতুর্ভুজ মূর্তিতে তাদের দুজনকে দেখা দিয়ে বলেন, ধর্ম্মে মতি বেখো, আর ভক্তি করে বার-ব্রত কবো। তাহলে আর কখনও কোন কষ্ট থাকবে না।” এই কথা বলতে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

দুই মই বাড়ী ফিরে এলো—গয়লানী দেখলে তার যেমন সংসার তেমনি আছে। বাড়িতে যাবামাত্র ছেলে-মেয়েরা সবাই বলে, “মা, কোথায় গেছিলে?”

বাড়ার মা লোক ভিজ্জেন করলে—“কে’খায় গেছিলে?” গয়লানী তখন সমস্ত কথা সবাইকে বলে, সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

গয়লানী আব বামুনী দুজনে কিছুকাল স্থায়ী কাটিয়ে যে দাব ছেলে-মেয়েদের ব্রতের কথা শিখিয়ে দিয়ে স্বর্গে চলে গেল। তাদের ছেলে-মেয়েরা ব্রত প্রচার করতে লাগলো।



বড়ীকে প্রণাম বলে মাঠের মাঝখানে দিবে ভ্রমর-বাসে

জিতাষ্টমীর ব্রত-কথা

এক দেশে শালিবাহন নামে একজন ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজা রাণীর ছেলে-মেয়ে নেই বলে সব সময়ে দুঃখ করতেন। কত মাহুলী, কত কবচ, কত হোম, কত যাগ করলেন, কিছুতেই কিছু হল না। সেই জন্তে রাজা-রাণী অগাধ টাকা-কড়িতেও স্থখ পেতেন না।

একদিন রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখলেন যে, হাঁসের দিঠে চড়ে কে একজন দেবতার মত বলছে, “দেখ, তুমি জিতাষ্টমীর ব্রত কর, তাহলেই তোমাব ছেলে হবে।”

রাণী তার পরদিন ঘুম ভাঙতেই রাজাকে স্বপ্নের কথা সব বললেন। রাজা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীর দিন উঠানে একটি ছোট পুকুর কাটিয়ে পুকুরের মাঝখানে কলাগাছ আর বেলগাছ পুঁতে, মটর ও ধানের নৈবেদ্য করলেন। রাজা-রাণী সমস্ত দিন উপোসী থেকে জিতাষ্টমীর পূজা করে একটি পুত্র আর একটি কন্যা বর চেয়ে নিলেন।

পুত্রটির নাম জীতবাহন আর কন্যাটির নাম সুশীলা রাখলেন। তারপর ছেলেমেয়ে বড় হয়ে বিয়ে দিলেন।...ছেলের বউয়ের ঘট ছেলেপুলে হয়, সব মনে যায়।

শান্তভী উঠানে পুকুর কেটে জিতাষ্টমীর ব্রত করতো, তাই দেখে বউ ঠাট্টা করতো। সেই পাণেই বউয়ের ছেলেপুলে মরে যেতো।

এক বছর আশ্বিন মাসে শান্তভী উঠানে পুকুর কেটে জিতাষ্টমীর পূজা করবার উত্তোগ করছে, বউ বলে, “মা, এখনও কি তোমার ছেলেখেলা গেল না?”

শান্তভী বলে, “এস বউমা, তুমিও জিতাষ্টমীর পূজা করবে এসো;

মেয়েদের ব্রত-কথা

তাঁহলে আব তোমার ছেলপুলে মণ্ডা না।” বউ হেসে বলে, “না মা, ও ছেলেবেলা করতে পারবে না।”

শান্তি তখন সেই স্বপ্নের কথা বলে, তাই জনে বউয়ের একটু ভয় হলো, তখন ভক্তি করে শান্তি'র সঙ্গে জিহাঙ্গীর পূজো করলো।

তারপর বউয়ের আর ছেলে-মেয়ে সবতে, না, জীবু ও বাহন দু'ন গুমদাম বরে জিহাঙ্গীর ব্রত গ্রহণ করলে,

সেই থেকে জিহাঙ্গীর ব্রত দেশে দেশে প্রচার হলো।

বারমেসে অমাবসয়ার ব্রত-কথা

এক দেশে এক গরীব বামুনের এক ছেলে ছিল। ছেলের ষোল বছর বয়স হলে বামুন দেখে-শুনে একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে।

তারপর ছেলেটি একদিন কাটকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেল। তার বাপ, মা, বউ কেঁদে অস্থির হলো। সেই শোকে বামুন মাগা গেল। বিধবা বামুনী বউটিকে নিয়ে অতি বড়ে কাল কাটাতে লাগলো।

একদিন একজন অতিথি এসে বলে, “মা, আমাকে একমুঠো ভাত খেতে দে।” বামুনী ত তাড়াহাড়ি করে রান্নার উত্তোগ করতে গেল। বউকে তেল দিয়ে আগুতে বলে, বড় তেল দিয়ে এল। অতিথি তেল যেখে জান করে এসে বলে, “মা, তোমার ছেলের কাপড়খানা দাও, আমি পরব, আর তার খুঁটটা দাও।” বামুনী কঁদতে কঁদতে এনে দিয়ে বলে, “বাবা! আমি এগুলি রেখে বুকে বসে রখি—না হুমিই পর।”

ভাত খাবার সময় অতিথি বলে, “মা, তোমার ছেলের খালায় আমার ভাত দাও। ছেলের গেলাসে জল দাও, তা না হলে আমি খাব না।” বউ তখন ভারী রেগে গেল, তারপর বলে, “অতিথির আবার এত আদায় কেন? এতে দাও, ওতে দাও, না খাবে ত চলে যাক।”

বামুনী বলে, “রাগ বরো না বউমা! ও খাল-গেলাসে আর কে খাবে? অতিথিকে দাও, তাহলে সার্থক হবে।” বউ তখন কি করবে! খাল-গেলাস দার করে দিলে। অতিথি ভাত খেয়ে বলে, “মা, তোমার ছেলের ঘবে আমি শোব।” বামুনী তাড়াহাড়ি ছেলের ঘর খুলে দিলে। অতিথি বিছানায় শুয়ে বলে, “মা, তোমার বউকে পাঠিয়ে দাও, আমার পা তিপে দেবে।” বামুনী গিয়ে বউকে এই কথা বলতেই বউ ভয়ানক রেগে গিয়ে বলে, “না, আমি খাব না।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

বাম্নী তখন অনেক করে বৃষ্টিয়ে বলে, “অতিথি রাগ করে বড় অনিষ্ট হবে মা, যাও, পা টিপে দিয়ে এসো।”

বউ তখন আন্তে আন্তে ঘরে গেল, ঘরে যেতেই দোর বন্ধ হয়ে গেল। বাম্নী দোর ঠেলাঠেলি করতে লাগলো,—“বউ, দোর খোল” বলতে, বউ অনেক চেষ্টা করলে, কিছুতেই দোর খুলতে পারলে না। তখন অতিথি বলে, “তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমাকে চিন্তে পারছো না? আমি যে তোমার স্বামী।” বাম্নীর ছেলের নাম ছিল স্বর্ঘ্য। বউ তখন স্বামীর পদসেবা করতে লাগলো।

খানিক পরে বউকে সাফ্না দিয়ে অতিথি চলে গেল। বউ তখন শাওড়ীকে গিয়ে সব খুলে বলে, আরও বলে, “তিনি মাঝে মাঝে আসবেন, বলে গেছেন।”

বাম্নী তখন বামুনের উদ্দেশে খুব কাঁদতে লাগলো। পাড়ার লোকেরা এসে সব কথা জানতে পেরে গা টেপাটপি করতে লাগলো।

মাঝে মাঝে স্বর্ঘ্য আসে, এসে খানিকক্ষণ থেকেই আবার চলে যায়। একদিন বাম্নী আন্তে আন্তে ছেলের পিছন নিলে। স্বর্ঘ্য খানিক দূরে গিয়ে ফিরে দেখলে, তার মা আসছে। তখন মাকে বলে, “কেন তুমি আসছো মা, ঘরে চলে যাও।” মা কঁদে বলে, “না বাবা, তুই বেঁথায় থাকিস আমি তা দেখবো। আমি খেতে পাই না, পরতে পাই না, তুই পরের মেয়ে বিয়ে করেছিস, তাকে দেখিস না।”

স্বর্ঘ্য তখন এক কেঁচড় বড় বড় মুকোঁড়ো মার কাপড়ে ঢেলে দিয়ে বলে, “যাও মা, ঘরে যাও, এতে তোমার অনেক দিন চলবে।”

বাম্নী তখন কাঁদতে কাঁদতে মুকোঁড়ো নিয়ে বাড়ী চলে গেল, তার পরদিন উজ্জনে আগুন দিয়ে বউ মুকোঁড়ো সিন্ধ করতে লাগলো। খানিক পরে দেখলো, মুকোঁড়ো সিন্ধ হয়নি, তখন শাওড়ীকে ডেকে বলে, “মা, এ কি

বাবমসে অমাবস্তার ব্রত-কথা

কড়াই মা, সিদ্ধ হল না, কি ববি?” মা বলে, “কড়াইগুলোকে নিয়ে খোলায় ভাজ, তা হলেই খাওয়া যাবে।”

বউ তখন তাই কবান, কিন্তু তাতেও খাওয়া গেল না। তখন হামান-দিস্তেতে কুটে খেতে গেল, তাতেও খাওয়া গেল না। শেষকালে অঁস্তাকুড়েতে ঢেলে ফেলে দিলে।

কিছুদিন পরে সূর্য, আবাব এলো, এসে দেখে মায়েব যেমন দুর্দশা সেই দুর্দশাই আছে। তখন নাকে ভিজাস কবান, “সেগুলো কি কবলে মা?”

মা বলে, “ববা, ও সেরা ববে, ভেজে, হামানদিস্তেতে কুটে কিছুতেই খেতে পারুম না, তাই সেগুলো অঁস্তাকুড়েতে ঢেলে দিয়েছি।”

৩রা তখন মা অব স্ট্রোক নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখলে, অনেকগুলো গাছে সেই সব মুক্তা গলে আছে।

তখন সূর্য্য মাকে বলে, “এগুলো খাবাব নয়. বাজাবে বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে, তাইতে অনেক দিন চলবে।”

সূর্য্য ৫০ বখা বলে গেল। বামনী তখন সেই মুক্তা বেচে ঘর, বাড়ী, মন্দির, পুণ্ড্র সব সূর্য্যকুমারের নামে তৈরী কবলে লাগলো।

তাবপব আব একদিন সূর্য্য এলে শাম্না দোবে চাষি দিখে দিলে, সূর্য্য তখন অনেক কানুতি-মিনাক কবতে লাগলো।

বামনী তিন-চার দিন দেশ খুঁজে না, সেই তিন-চার দিন আকাশে সূর্য্যও উঠলো না। বামনী তখন বলে, “একি হল? আকাশে রোদ নেই কেন?” সূর্য্য বলে, “মা, আমাকে ছেড়ে দাও, তাহলেই আকাশে সূর্য্য উঠবে।”

বামনী বলে, “না বাবা, বোদ উঠে কাজ নেই।”

খানিক পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এসে বলেন, “মা, তোমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

বাম্নী বলে, “তা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আর যেতে দেবো না।”

তখন সূর্য বলে, “মা, আমাকে ছেড়ে দাও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমার নিতে এসেছেন। আমি তোমার ছেলে নই, শাপে তোমার ঘরে জন্মেছিলুম।”

বাম্নী তখন বলে, “আমরা এখানে কার কাছে থাকবো?”

সূর্য তখন মা-বউকে নিয়ে শাড়ীর সব ধন-দৌলত গঙ্গাব বাঘুনকে দিয়ে তারপর অমাবসার দিন রাখে চড়ে সবাই স্বর্গে গেলেন।

সেই থেকে লোকের অমাবসার দিন সূর্য গৃহ্য করে উপবাস করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে বাবমেসে অমাবসার ব্রত প্রচার হল।

মনসার ব্রত-কথা

এক দেশে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ছিল। তাব সাত বউ। সব বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে ৩৬ আসে, খনি ছোট বউয়ের বাপের বাড়ী থেকে কিছু আসে না, সেও জন্মে গিন্নী ভাবে এবেবাস দেখতে পাবে না। ছোট বউ মনের দুঃখ বারি সঙ্গে রাখত।

একদিন খুব দুঃখ হচ্ছিল, আর বউ সব বউয়ের। এক সন্ন্যাসী এসে গল্প শুনতে। সেটা বললে—এই বউদের খিচুড়ী খেতে বেশ। বউ বলছে—চল বউরা ভিক্ষা খেতে যশ। কিন্তু ছোট বউ একটিকে বথা বলছে না দেখে মা জায়েবা বলে, “ছোট বউ! ত্যাব কি খেতে ইচ্ছে বলে?” ছোট বউ পোষিত ছিল, অনেক ভেবে চিন্তে বলে, “আমাব মাছের অফল দিয়ে পাকাতাত খেতে ইচ্ছে বলে।”

‘মে সন্ন্যাসী হয়ে এল। সব বউয়ের। তাদের বনের ধারে পুত্রে গা ধুতে এল। সেও বনেতে অচেন গা পুত্রে কবতো, ছোট বউ এদিন বনে আগুন লেগে গা পুত্রে ত্যাব। সেই পুত্রে মাছ হয়ে লুকিয়ে বইল।

ছোট বউ গা ধুতে ধুতে দেখতে পেল এক বক মাত্র ভাসছে; তাই দেখে ছোট বউ গা মছা হুকা দিয়ে মাছগুলো ধবলো। সবতেই জায়েবা বলে, “ছোট বউয়ের সাথে মিটলো।”

ছোট বউ মাছগুলো বাতীতে জ্বায়ে রাখলে। তাব পরদিন সকাল বেলা কুটতে গিয়ে দেখলে যে, মাছগুলো সব সাপ হয়ে এসেছে। ছোট বউ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারপর সে সাপগুলোকে দুধ আর কলা দিয়ে পুষতে লগলো। ক্রমে সাপগুলো বেশ বড় হয়ে উঠলো।

একদিন তাবা মনে কবলে ছোট বউয়ের কিছু উপকাব করতে হবে।

মেয়েদের ব্রত-কথা

এই ভেবে তার, স্বর্গে মা মনসার কাছে চলে গেল। এদিকে মা মনসা ছেলেদের দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। ছেলেরা গিয়ে মা মনসাকে সব কথা বলে। শেষকালে তারা মাকে বলে, “মা, ছোট বউকে এখানে নিয়ে এস, তাকে সবাই কষ্ট দেয়।”

মা মনসা বলেন, “না বাবা, তোমরা যা রাগী, মবোর লোক কিছু দেখ করলেই তোমরা কামড়াবে।” ছেলেরা বলে, “না মা, কামড়াব না, তুমি মাসী সঙ্গে ছোট বউকে নিয়ে এসো।”

তখন মা মনসা শাখা, সিন্দূর-চূপড়ী, নোখ, নখ নিয়ে মাসী সঙ্গে সদাগরের বাড়ীতে এলেন। শান্তর্ডা তখন ছেলেদের কাছে বসে বউদের নিয়ে কচ্ছিল। গিন্নি জিজ্ঞাসা করে, “তুমি কে গা?” মনসা বলেন, “আমি ছোট বোয়ের মাসী গো, ছোট বউকে নিতে এসেছি।” গিন্নী বলে, “কই গো, তকাল ছোট বোয়ের কোন মাসী-টাসী তো ছিল না। যা কু বাছা, এসেছ নিশ যোগ?”

তখন মা মনসা ছোট বউকে নিয়ে বেবিরে এসে বসে চলে, চড়ে বলেন, “দেখ মা, তুমি চোখ বুঝে থেকে, যখন থলুতে বসবে, তখন লে।” ছোট বউ তাই কবে রইলো। তাৎপব মনসা বলেন, “চোখ খোলো।” ছোট বউ চেয়ে দেখলে—মস্ত বড় বাড়ী, অংগ লেখানাই সেই অষ্টনাং রয়েছে—দেখে সে তারি আশ্চর্য হয়ে গেল।

মা মনসা বলেন, “দেখ মা, তুমি বোজ আমবা গুড়োব আয়োজন করবে, আর তোমার এই অষ্ট ভাসের দুধ গরম করে রাখবে, আর কখনও দক্ষিণ দিকে চাইবে না।”

এই রকম করে কিছুদিন যায়। একদিন ছোট বউ ভাবলে, দেখি না দক্ষিণ দিকে কি আছে। এই ভেবে দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখল যে, মা মনসা নাচছেন! ছোট বউ তাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। দেখতে

মনসার ব্রত-কথা

গিয়ে ভায়েরের দুধের কথা ভুলে গেল। যখন নাচ ভাঙলো, তখন তাড়াতাড়ি ছোট বউ ভায়েরের দুধ গরম করে দিলে। সাপেরা এসে দুধ খেতেই তাদের মুখ পুড়ে গেল। সাপেরা ভয়ানক রেগে গিয়ে তাকে কামড়াবে বলে বাড়ীর চারিদিকে গুং পেতে বসে রইলো।

মা মনসা জানতে পেরে বলেন, “দেখলি তো বাবা, ওই জগ্গেই ওকে ‘আনতে চাইনি।’ ছেলেবা বলে, “না মা, ওকে কামড়াব, ও কেন আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে?” মা মনসা বলেন, “তবে আমি ওকে ওর স্বত্তরবাড়ী রেখে আসি, সেখানে গিয়ে কামড়াও!” এই বলে ছোট বোয়ের এক গায়ে গয়না দিয়ে তার স্বত্তরবাড়ী নিয়ে গেলেন।

সেখানে গিয়ে ছোট বউকে বলেন, “দেখ, তোমার ভায়েরা তোমার উপর রেগে গেছে, তোমাকে কামড়াবে; তা তুমি স্বত্তর-শাত্তরী সকলকার কাছে তোমার ভায়েরের খুব স্তুত্যাতি করো, তাহলে আর কিছু করবে না।” এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

এদিকে ছোট বউ বাড়ী আসতে ছোট বউয়ের এক গায়ে গয়না দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে সকলে বলে, “এ আবার কি ট? এক গায়ে শোনা আর এক গায়ে কিছু নেই?”

ছোট বউ বলে, “বৈঁচে থাক আমার আডোন, পাডোন, ঢোঁড়া, বোড়া, পুঁয়ে, আকুল, পাকুল, কেউটে সব ভায়েরা। আমার আবার গয়নার ভাবনা! এবার এক গায়ে পরে এসেছি, আসছে বারে দু-গায়ে পরে আসবো।” এদিকে সেই অষ্টনাগ বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছিলো। ছোট বোকে তাদের স্তুত্যাতি করতে শুনে স্বর্গে শায়ের কাছে ঘিরে গিয়ে বলে, “না মা, বোনকে আর কামড়ান হলো না; সে আমাদের ভারী স্তুত্যাতি করছে। মা, তাকে তুমি আবার নিয়ে এসো, এনে আর এক গায়ে গয়না পরিয়ে দাও, নইলে আমাদের মান থাকে না।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

মা মনসা তখন গয়না-গাঁটি নিয়ে মৰ্ত্তো এসে ছোট বউকে গয়না কাগড় পরিয়ে দিলেন। তারপর ছোট বউকে বলেন, “আমি তোমার মাসী নই, আমি মনসা ; আমি ফণী মনসা গাছে থাকি, তুই আমার পূজো পৃথিবীতে প্রচার করি। দশহরা, নাগপঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ এনে পূজো করবি, আর ভাদ্রমাসে অরুন্ধনব দিন শুকাচারে পূজো করে আমাকে পাঁচটা ভাত সাধ দিবি। তাহলে আর কখনও সাপের ভয় থাকবে না।” এই বলে তিনি অষ্টদ্বান হলেন।

ছোট বউ তখন সকলকে সমস্ত কথা বলে। সবাই শুনে ছোট বউয়ের খুব স্মৃতি থাকতে লাগলো। তারপর সবাই তাকে ভালবাসতে লাগলো।

সেই থেকে তারা মনসার পূজো খুব ভক্তি করে করতে লাগলো।

ক্ৰমে পাড়াপড়শীরা সেই কথা জানতে পেরে তারাও করতে লাগলো, এমনি করে সমস্ত দেশে প্রচার হল।

ইতুর ব্রত-কথা

এক দেশে এক গরীব বামুন আর বামনী বাস করতেন, তাদের উম্মনো আর বুমনো নামে দুটি মেয়ে ছিল।

একদিন বামুনের পিঠে খাবার ইচ্ছে হল, বামনীকে বলল। বামনী বলে, “কোথায় চাল, গুড়, নারকেল যে পিঠে হবে।”

বামুন তখন ভিক্ষে করতে বেরলো। ভিক্ষে করে পিঠের সব যোগাড় করে নিয়ে এলো, বামনী তখন রাগে পিঠ করতে বসলো।

কদিকে বামুন একটা দড়ি নিয়ে গিয়ে কানাচে বসলো। এক একবার ছাঁক করে শব্দ হয়, আর বামুন এক একটা করে গেরো দেয়। এমনি করে বসে বামুন পিঠে শুনতে লাগলো।

এদিকে খানিক রাতে পিঠের শব্দে উম্মনো উঠে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, “কি ভাঙছি মা, আমায় একখানা দে না।” মা বলে “এরে, ও খেতে নেই মা, ও খেলে তোরা বাবা তোকে বনবাস দেবে।”

মেয়ে শুনলে না, আন্কার করতে লাগলো। বামনী কি করবে? একটা পিঠে দিলে, দিয়ে বলে, “খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়।”

তারপর খানিক রাতে বুমনো উঠে বলে, “মা, কি ভাঙছি? দে না মা।” মা বলে, “ও খেতে নেই মা, ও খেলে তোদের বাবা তোদের বনবাস দেবে।” বুমনো বলে, “দে না মা একখানা থাই।” মা তখন কি করে? একখানা দিয়ে বলে “যাও, হাত-মুখ মুছে বিছানায় শুয়ে পড়।”

তারপর বামুন সকাল হতেই জপ-তপ না করেই, মুখ-হাত-পা না ধুয়েই একখানা আঙুট কলাপাতা কেটে এনে বলে, “বামনী, পিঠে দে।”

বামনী তাড়াতাড়ি সমস্ত পিঠে এনে দিলে। বামুন একটি করে পিঠে খায় আর একটি করে দড়ির গেরো খোলে। এমনি করে খেতে খেতে দুটি পিঠে কম পড়লো। তাই না দেখে, বামুন অমনি রেগে বামনীকে বলে,

মেয়েদের ব্রত-কথা।

“দু’খানা পিঠে বুদ্ধি ছুটো মেয়েকে খাইয়েছিস্? দাড়া, ওদের আজ বনবাস দিয়ে আসবো।”

পরদিন সকাল বেলা বামুন উম্নো ও কুম্নোকে ডেকে বললে, “চল মা, তোদের পিসির বাড়ী নিয়ে যাই।” মেয়েরা বললে, “সে কি বাবা, পিসি আমাদের কোথায় আছে?” বামুন বললে, “আছে যে, চল না।”

ভয়ে বামুনী চুপ করে বসে কাঁদতে লাগলো, কিছু বলতে পারলে না।

বামুন মেয়ে দুটোকে নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে যেতে লাগলো। মেয়েরা বললে, “আর কতদূর আছে বাবা? আর যে হাঁটতে পারছি না বাবা!”

বামুন বললে, “এই যে এসে পড়লুম মা। তোরা একটুখানি আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে জিরিয়ে নে, তারপর যাস্।” মেয়ে দুটি বাপের কোলে শুতেই দুজন ঘুমিয়ে পড়লো। বামুন অমনি তাদের মাথা দুটো, দুটো ইটের উপর রেখে, চারিদিক আলতা গুলে শাঁখের ঘুঁটি ছড়িয়ে চলে গেলো।

খানিক পবে বাঘ-ভালুকের চীৎকারে মেয়ে দুটার ঘুম ভেঙে গেল, তারা উঠে বাপকে দেখতে পেলো না। উম্নো বললে, “বাবাকে বাঘে খেয়ে গেছে দেখছিস্ না?” কুম্নো ছোট হলোও বুদ্ধি খুব বেশী ছিল। সে বললে, “দূর, বাবাকে বাঘে খায়নি, সেই কাল রাত্রে আমরা পিঠে খেয়েছিলুম বলে বাবা আমাদের বনবাস দিয়ে গেলেন। আর বাবা ওসব আলতা গুলে ছড়িয়ে গেছেন, ওসব হাড় রক্ত নয়। বাবাকে যদি বাঘে খেতো, তা হলে কি আর বাঘে আমাদের রেখে যেতো, না ইটের উপর মাথা দিয়ে শুইয়ে যেতো?”

তখন দুই বোনে কি করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলে না। ওদিকে বাঘ-সিন্দী চীৎকার করছে, তাই শুনে তাদের ভাবি ভয় হল; তারা একটা বটগাছের কাছে গিয়ে বললে, “হে বটদেব! মা আমাদের দশ মাস দশ দিন গর্ভে স্থান দিয়েছেন, তুমি আজ রাত্তিরের মত স্থান দাও।”

তখন চড়্‌চড়্‌ করে বটগাছ দুটাক হয়ে গেল; উম্নো-কুম্নো তার ভেতর

ইতুর ব্রত-কথা

লুকিয়ে রইলো! সমস্ত রাত্রি বাঘ-সিঙ্গী সেই বটগাছেব গুঁড়ি আঁচড়ে-কামড়ে
কিছুই করতে পারলে না।

তারপর সকাল হলই দুই বোনে গাছ থেকে বেরিয়ে এসে গাছকে নমস্কার
করে বরাবর যেতে লাগলো।

খানিক দূরে গিয়ে তারা দেখলে, দেবকন্নারা ইতু পূজা করছেন। উম্নো-
ঝুম্নো সেখানে ঘাবামাত্র তাদের ঘট্ট উলটে পড়লো। দেবকন্নারা বলে, “কে
এ পাপিষ্ঠ এখানে এসেছিস?” তখন উম্নো-ঝুম্নো কঁদতে কঁদতে দে-
কন্নারদের সামনে গিয়ে নিজদের দুঃখের কথা সব বলে। বলতেই তারা বলে,
“যা, ওই পুকুরে স্নান কবে আর, তারপর আমাদের সঙ্গে ইতু পূজা করবি।”
তারা দুই বোনে পুকুরে স্নান করতে গেল। পুকুরে ঘাবামাত্র সমস্ত জল শুকিয়ে
গেল। ধোপা ধোপানি গালাগালি দিতে লাগলো, মাছগুলো ডাকায় পড়ে
মবতে লাগলো। উম্নো-ঝুম্নো কঁদতে কঁদতে ফিরে এলো। এসে
দেবকন্নারদের সব বলে। তখন দেবকন্নারা একটি দুর্বার আংটি দিয়ে বলে,
“যা, এই আংটিটা পুরুরে দিগে যা, তাহলেই জল হবে।”

তখন তারা দুই বোনে পুকুরে সেই আংটি নিয়ে স্নান করতে গেল। আংটি
পুকুরে দিতেই এক পুরুর জল হয়ে উঠলো।

তারপর সকলে মিলে ভাগাভাগি করে জ্বিনিস-পত্র দিয়ে তাদের দুবোনকে
ইতুর পূজা করালে। শেষকালে ইতুব ক'ছ বর চাইতে বলে। তখন তারা
বলে, “কি বর চাইল?”

দেবকন্নারা বলে, “বল, আমাদের বাপের দুঃখ দুব হোক, বর-বাজী হোক,
হাতীশালে হাতী হোক, খোড়াশালে ঘোড়া হোক, অনেক ধন-দৌলত হোক,
রাজার মত বর হোক।” উম্নো-ঝুম্নো সেই কথা বলে নমস্কার করলে।
তারপর ইতুর পেসাদ নিয়ে, ঘট নিয়ে, বাড়ীর দিকে চললো।

পথে যেতে তারা পুকুরে কল্মি শাক দেখে তুলতে গেল। যেম্নি

মেয়েদের ব্রত-কথা

শাকের ক্ষেতে নেমেছে, অমনি একটা সোণার ঝাড়মুড়ো উম্মনোর পায়ে ।লেগে গেল । ঝুম্‌নো দেখে সেটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে গেল । মেয়েরা বাড়ীতে গেলেই তাদের মা অমনি ছুটে এসে তাদের কোলে নিয়ে চুমু খেলে । তাদের বাপ এসে মেবে দুটোকে দেখতে পেয়ে বলে, “আবার এরা এসেছে, গেছলো, তাই আমাদের সমগ্র ভাল হয়েছিল ।” উম্মনো-ঝুম্‌নো বলে, “অত অহঙ্কার করো না বাবা, আমরা ইতু পূজো করেছিলুম বলে তাই তোমাব হুথ হয়েছে ।”

বামুন তাদের কাছে সোণার মাথাটা দেখে বলে, “এটা কিরে, এখানে এনেছিস্ কেন ? হাতে দড়ি দিবি ?” এই বলে মাথাটা বনে ফেলে দিলে, কিন্তু তখনও আবার মাথাটা ঘলে এসে পড়লো—বামুন দেখেই অবাক হয়ে গেল !

তরপার থেকে ঝুম্‌নো ইতু পূজো আরম্ভ করলে, আর একটি চাদের মতন ছেলে হল ।

কিছুদিন পরে সেই দেশের রাজা পাঁচকে সঙ্গে করে শিকারে বেরলেন । পথে সকলকার তেঙা পাশ্চাত্য সেই সরীষ বামুনের বাড়াতে এসে জল চাইলেন । জল চাইতেও ঝুম্‌নো ছোট একটি ইঁদুর খাড়ে করে জল আনলে । রাজা ত তাই দেখে রেগে গিয়ে বামুনকে বলেন, “একি ! আমাদের সঙ্গে যাত্রা করছেন ? এতগুলো নোকের তেঙা পেয়েছে, আর আপনি একটা ছোট্ট খাড়ে করে জল পাঠিয়েছেন ?”

ঝুম্‌নো তখন বলে, “ওই জলই আপনারা খেয়ে উঠতে পারবেন না ।” তখন রাজা সেই খাড়ে জলটুকু খেয়ে ফেলেন, তরপার দেখলেন, আবার ঠান্ডা ভর্তি হয়ে গেছে । তখন পাত্র, মিত্র, দৈত্য-সামন্ত, হাতী, ঘোড়া, দলবাই খেলে, তবুও শেব করতে পারলে না ।

বামুন ওই ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে । রাজাও আশ্চর্য্য হয়ে

ইতুর ব্রত-কথা

বামুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার এই মেয়েটির কি বিয়ে হয়েছে?” বামুন বলে, “না মহারাজ, আমার দুটি মেয়ে, কাকুরই বিয়ে হয়নি, এ মেয়েটি ছোট।” রাজা তখন বলেন, “ঐ মেয়ে দুটিকে আমাদের সঙ্গে বিয়ে দিন।” বামুন ত আফ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। রাজা আব পাত্র আমার জামাই হবে, একি কম ভাগ্যের কথা! রাজাও আর শিকারে গেলেন না, রাজবাড়ীতে থবর পাঠালেন যে, আমরা বিয়ে করে বউ নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে বামুন বিয়ের সব যোগাড় করতে লাগলো। তারপর সেই দিন বাড়িতে খুব ঘট করে উম্মোব সঙ্গে রাজাব, আগ কুম্মোব সঙ্গে পাত্রের বিয়ে দিলে। দুই বোনই খুব স্বন্দরী ছিলো, রাজা ও পাত্র দুজনেই খুব সন্তুষ্ট হলেন।

পবদিন উম্মো-কুম্মো স্বস্তবশাধী যাতে। বাপ বলে, “ইদা মা, তোদের কান কি চাই বল?” উম্মো বলে, “আমার জন্তে মাত্র মাহ আনাও, ছাতি পান আনাও, মাগুব মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে, পান চিন্তে চিবুতে হাতী চড়ে যাব।”

কুম্মো বলে, “বাবা। আজ অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে বলা, পাটালি, ফল-মূল, যা পাবে নিয়ে এসে, ইতুপুজো কবে নিবানিব খেয়ে ঘট নিয়ে হাতীতে উঠো।” বাপ তাই যোগাড় কবে দিলে। মেয়েনাও যে যাব খাওয়া-দাওয়া কবে পাকীকে চডলো।

তারপর দুদিক দিয়ে বথ চললো—উম্মো, য পথ দিয়ে যায়, সেই পথে লোক মরতে লাগলো, যবে আগুন লাগতে লাগলো, চুবি ডাকাতি হতে লাগলো। আব কুম্মো যে দিক দিয়ে যায়, সেই দিকেই বিয়ে, পৈতে ভাত হতে লাগলো।

তারপর রাজার মা বউ বরণ কবে তুলবে বলে সোণাব পিড়ি, সোণার ববণডালা নিয়ে দাড়িয়ে রইলো। বউ এসে পিড়িতে দাড়ালেই সোণার

মেয়েদের ব্রত-কথা

পিড়ি লোহা হয়ে গেল, বরণডালা কপালে ঠেকাতেই লোহার হয়ে গেল। শান্তড়ী অমনি বউয়ের গালে ঠোনা মেয়ে বউ তুললে।

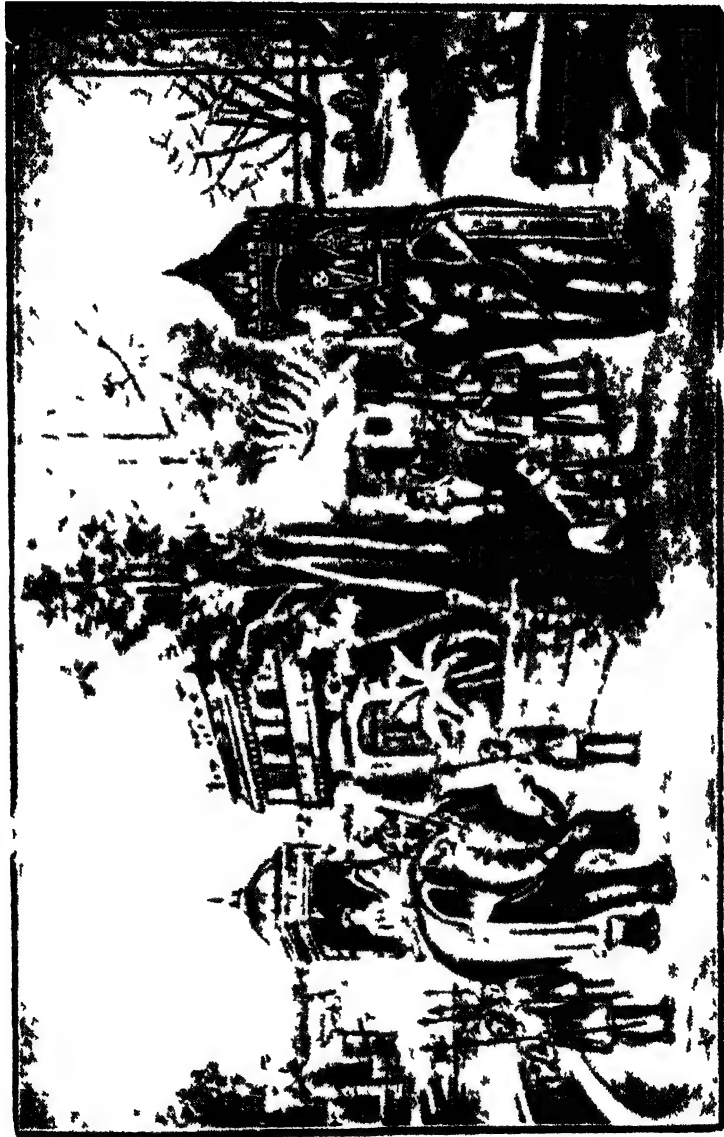
ওদিকে পাত্রের মা বউ বরণ করবার জন্তে পিড়ে, বরণডালা নিয়ে এলো। বউ এসে দাঁড়াতেই সব সোণার হয়ে গেল, অমনি শান্তড়ী বউকে চুমু খেয়ে ঘরে তুললে।

তারপর বাজার আজ হাতীশালে হাতী মরতে লাগলো, কাল ঘোড়াশালে ঘোড়া মরতে লাগলো। রাজ্যের লোক মরতে লাগলো, দুর্ভিক্ষ হতে লাগলো। এইরকম সব অমঙ্গল দেখে রাজ্যের সবাই বলতে লাগলো, “কি ডাইনি বউ এসেছে বাবা, রাজ্যস্থল সব যাবে।”

এদিকে পাত্রের দিন-দিন খুব উন্নতি হতে লাগলো। রাজা এইসব দেখে পাত্রকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, তুমিও বনবালা বিয়ে করেছ, আন আমিও বনবালা বিয়ে করেছি। তবে তোমার দিন-দিন উন্নতি, আর আমার এইবকম অমঙ্গল হচ্ছে কেন?” পাত্র বলল, “কই আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।” তখন রাজা রেগে পাত্রকে বলেন, “আমি অমন বউ চাই না, কালকেই গুব বক্ত অমাকে দেখাবে।”

উম্নোকে কাটবার চকুম হয়ে গেল। কোটাল উম্নোকে ঝুম্নোর বাড়ীর দোরে ছেড়ে দিয়ে একটা কুণ্ডর কেটে রাজ্যকে রক্ত দেখালো। উম্নো তখন ঝুম্নোর কাছে বাড়ীর ভেতর গেল, ঝুম্নো আদর করে দ্বিধিকে বসালে,, বসিয়ে অসহার কারণ জিজ্ঞেস করলে। উম্নো সমস্ত কথা বলে। ঝুম্নো শুনে বলল, “দিদি, ইতর কোপে তোমার এমন দশা হয়েছে।” তারপর উম্নোকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলো। ঝুম্নোর স্বামীও তা জানতে পারলে না।

এখানে উম্নোর বাপ ছেলের বিয়ে দেবার জন্তে বাজনা বাজি করে বর নিয়ে যাচ্ছে—এমন সময় ছেলে বলে, “বাবা, আমি জাতি মেলে এসেছি।”



ইদুর ত্রু-কথা

বাপ অমনি তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে দেখলে বামনী দোর দিয়ে বসে ইদুর কথা ওনছে। বামুন যেনে গিয়ে দোর ভেঙ্গে ঘরের ভেতর ঢুকে লাগি মেরে ঘট কেলে দিয়ে জাঁতি নিয়ে চলে গেল। বামনী চুপ করে বসে রইলো।

বামুন তাড়াতাড়ি এসে দেখলে, লোকজন বামনা-বাতি কিছুই নেই, খালি ছোট্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বামুন তখন পাগলের মত হয়ে গিয়ে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে এলো, এসে দেখলে সে রাধবাড়ীও নেই, সে ধন-দৌলতও নেই, তার বদলে আগেকার কুঁড়েঘর রয়েছে। বামনকে দেখতে পেয়ে বামনী কঁদে বলে, “কেমন, এখন হয়েছে তা? ইদুর দেওয়া ধন-দৌলত সব তিনি কেড়ে নিয়েছেন।” বামুন বলে, “হা হার তা হয়েছে, তুমি আবার ইদুর পূজা আবদ্ধ কর।” বামনী বলে, “আবার এক বছর বসে থাকি, তারপর স্বগ্রহাংশ নাস এলে করবো। তা বাক, তুমি একবার রুম্নোর বাড়ী বাও। যদি কিছু পাও।”

বামুন তখন বামনীর কথামত একথানা ছেঁড়া-কাপড় পরে রুম্নোর বাড়ী গেলো। সেখানে গিয়ে দেখলে, দাসীরা সোণার ফড়ার করে লল তুলছে। তাই দেখে বামুন জিজ্ঞেস করলে, “হ্যাঁ মা, তোরা কার লল তুলছিস?” তারা বলে, “রুম্নো রাণীর লল তুলছি।” তখন বামুন বলে, “দেখ বাছা, তোমরা একবার রুম্নোকে বলো যে, তোমার বাবা এসেছে।” তারা ‘বাছা’ বলে চল গেল।

আবার যখন তারা এলো, বামুন জিজ্ঞেস করলে, “হা বাছা, বলেছিলে গার। বলে, “ওই বা! ভুলে গেছি, এবারে বলবো।”

তারপর দাসীরা ফিরে এলে বামুন জিজ্ঞেস করলে, “কি গো, বলেছিলে?” তারা বলে, “না গো, ভুলে গেছি!” বামুন তখন একটা দুর্বার আংটি করে দাসীর অনেক ভেতর দিয়ে বলে, “দেখ বাছা এর ভেতর একটা দুর্বার আংটি ফলে দিলুব।”

মেয়েদের ব্রত-কথা

দাসীরা জল নিয়ে গিরে রুম্মোর মাথায় জল ঢালতে-ঢালতে সেই আঙুটি। তার গারে গড়লে, পড়তেই রুম্মো জ্বিঙ্গন করলে, “এটা কি রে? কে দিলে?” তখন দাসীরা বলে, “গগো, তোমার বাপ এসেছে।”

রুম্মো তখন বাপকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এলো। তারপর বাপকে বেশ ভাল করে নাইয়ে-খাইয়ে অনেক টাকাপয়সা, জিনিসপত্র দিয়ে বিদেয় করলে। পথের মধ্যে ডাকাতে সব ডাকাত করে নিলে। রুম্মো তাই শুনে বাপের ভাগা ভেবে হাসলে।

দিকে বামনী বাবুনকে পাল হাতে দাড়ি ফিরতে দেখে বলে, “কি হল, কি? গিলে না, গোড়াকপালীরা?” বাবুন বলে, “গালগালি দিসনি; রুম্মো অনেক দাবোড়িলো, পথের মাঝখানে চুরি করে নিলে।”

তারপর বামনীকে বলে, “বা, এইবার তুই একবার যা, যদি কিছু নিয়ে আসতে পারিস।” বামনী তখন মেরের কাছে গেল।

সেখানে গিরে দাসীদের দ্বিগে বলে পাসালে যে, রুম্মোকে বলে, “তার মা এসেছে। রুম্মো পথের গিরে মাকে নিয়ে এলো। মাকে এখন বেশ করে নাইয়ে, ভাল করে খাইয়ে বলে, “তুমি এখন এখানে থাক, একেবারে ইতুপুজো করে বাড়ী যাবে।”

তারপর অগ্রহাণু মাস এলো, মাকে আর দিদিকে বলে, “এই রবিবারে ইতুপুজো করতে হবে, কিছু খেয়ো না যেন!” রবিবার দিন রুম্মো নান করে এসে মাকে আর দিদিকে পূজো করবার জগে ডাকলে। তারা দুজনেই বলে, “ওই বা, তোর ছেলেমেয়েদের পাতে অনেক মাছ ভাত পড়েছিলো, নষ্ট হবে দেখে তাই আমরা খেয়ে ফেলেছি।” রুম্মো মাথায় হাত দিয়ে বলে, “লোকে একেই বলে অদৃষ্ট, একেই বলে দশা।”

এমনি করে চারটে রবিবার একটা-না-একটা ভুল করে কেটে গেল, শেবকালে সংক্রান্তির আগের দিন রুম্মো মা-বোনকে আঁচলে বেঁধে রাখলো।

ইতুপুজো ব্রত-কথা

তারপর স্থান করিয়ে ইতুপুজো করিয়ে মা-বোনকে বর চাইতে বললে। বামনী বলে, “আমার যেমন স্বথ, ধন-দৌলত ছিল, আবার সেই রকম হোক!” এই বলে, নমস্কার করলে।

উম্মো বলে, “আমার যেমন সংসার ছিল তেমনি হোক অম্মর রাজার স্রবণ হোক।”

ওদিকে অমনি রাজার আর বাহুনের সোভাগ্য ফিরে গেল, আবার যেমন ছিল তেমনি হল।

বামুন তখন রেগে গিয়ে কুম্মোর বাড়ী এলো, এসে বামনীকে বলে, “ওরে, তোব জামাইয়ের ভাত খেতে লজ্জা করে না? আমার ধন-দৌলত কে পায়, ধন দিত নেই। চল বাড়ী শাপুগির।”

কুম্মো তখন বলে, “বাবা! ওঠ অহঙ্কারেই সব গিয়েছিল। মা আবার ইতুপুজো করলে, তাই সব ফিরে পেলে।” তারপর কুম্মো বাপমাকে নানারকম জিনিস-পত্র দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

ওদিকে রাজার আবার স্বনন্দ পড়েছে, উম্মোর কথা মনে পড়েছে। রাজা যমনি পাত্রকে ডেকে বলেন, “আমার রাণীকে এমন দেবে ত দাও, নইলে সকলকার মাথা নেবো।”

পাত্র ত ভেবেই অস্থির! রাজ্যে বাড়ীতে এসে কুম্মোকে বলে, “রাজা-মশায়ের চকুম, রাণীকে বমালন থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আবার রণে হলেই মেরে ফেলতে হবে।”

কুম্মো বলে, “তার জন্তে আর ভাবনা কি? তুমি রাজাকে গিয়ে বল, আমার বাড়ীর দোর থেকে রাজার বাড়ীর দোর পর্য্যন্ত কলাগাছ গুলে, কড়ির জাল দিয়ে তাঁবু ফেলে দিতে; তবে রাণীকে পাবে।”

পাত্র ত শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কেননা, সে তখন পর্য্যন্ত জানতো

মেয়েদের ব্রজ-কথা

না বে, উম্মো বেচো কুম্নোর কাছেই আছে। পাত্র বাছাকে গিরে খবব দিলে—বাজা ত জনে খুব সম্ভষ্ট হলেন, আর কুম্নোর কথাযত সব করলেন।

ভাঙ্গপর কুম্নো বেশ ভাল করে উম্মোকে সাঙ্কিরে-শুঙ্কিরে পাঠিয়ে দিলে উম্মো সকলকে প্রণাম ও আশীর্বাদ করে যাত্রা করলে।

পথে পেতে বেতে দুর্দা গাছের শেকড় লেগে উম্মোর পা কেটে গেল বাজা ও দেখে রেগে বল্লেন, “আঠারো হাড়ির মাথা, আব তাদের বুড়ী মায়েব চোখ ছুটে নিরে আয়।” অতঃপর তাই করলে। রাজা রাগীর হাত ধরে ধরে নিরে গেলেন।

দিনকতক পরে মহারাজের বাপেব শ্রাদ্ধ। রাজ্যভুক্ত লোকের নিয়ম হইবে, নীচ ভাষী কেউ উপস্থানী নেই। এমন সময় উম্মোব মনে পড়লো—আজ্ঞে ইতুপজো, কেউ উপস্থানী নেই, কাকে নিষে কথা শুনবে। বাচা বল্লেন, ‘সেই হাড়িনী এখনও কিছু খায়নি, তাকে নিষে কথা শুন।’

উম্মো, এখন অন্ধ হাড়িনীকে আনিগে নিলে। হাড়িনী এতই কান্দে-কান্দতে বল্লেন সর্বনাশ। কেবার এসে রাজ্যাব সর্বস্ব খেয়েছে এবাব এসেই আবার ছুটি চোখ আর আমাব আঠারো ছেলের মাথা খেয়েছে তাতে ক তোমাব খিদে মেনেনি? এবার দাঁক আমায় খাবে?”

উম্মো কান্দতে কান্দতে বল্লেন, “না মা, আব তোমাব কিছু কববো না “আমরা ইতুপ জেত করি—তাহলেই তোমার সব হবে।”

এই বলে উম্মো তাকে নিজের হাত ও স্নান করিবে নূতন কাপড় পরিয়ে, ইতুপ কথা শোনাতে বসুলো। কথা শেষ হলে উম্মো হাড়িনীকে বল্লেন, “এই চলে নে মা, যেন তোম আবার সব হয়।” হাড়িনীও তাই চাইলে।

দেখতে দেখতে হাড়িনীর দুই চোখ হল। রাগী তখন এক গামলা ভাত-ওষকাকী দিতে গেল, “মা মা, এইগুলো নিরে বাড়ী যা,—তোম ছেলেদের

ইতুর তত কথা

এক দিনে বা। হাড়িনী চাঁকাক কব কাঁদতে কাঁদতে বলে, তাদের ১৫
রাজা-মহারাজ মেয়ে ছেলেছেন

উমনো বলে, যা না। ভাব বাড়ী গিবে দেগা, সব বোম্ব আচে
ফেউ ময়েনি। হাড়িনী ওখন বাড়ীতে বাড়ী যোগেই, ছেলের এ
বাব চাইলে। হাড়িনী ১০ বেগে আশ্বাস্য হবে গেল।

এক অবস্থান হাড়িনী সকাল সাগল টা বাজার্কী ঝাঁ দিচ্ছে, ওখন
সব বাজা এসে জিজ্ঞাস করলেন ওন টা। তল কি কবে হবে ও
ত মন্দরী হালি কি কবে

হাড়িনী বলে বালিকা এ ১০ কবে আমার আঠাবে ছেলে আর
আমার দটি চোখ দিচ্ছে। বাজা ওখন ওর আশ্বাস্য হয়ে গেলেন।

হাড়িনী ১০ বাজার জিজ্ঞাস করলেন “ভূমি যদি এমন ১০ জান
গাইলে, এল জানক ১০ স্বর্গে যাই ১৫ বলে রাজা ছেলে-মেয়েদের বিস
দিলেন—বাণী সকলকে এগেল কথা। শাশিবে দিলেন। তারপর উমনো
কমনো বামুন বামনে বজা, পাএ হাড়িনী সবাই মলে ইতুর পুজো কবলেন
ওখন ইতুরপুজো দেগা দিবে বলেন মোমরা ১৫ চাকর ১০ সবাই বলে, আব
আমর মন্দা কি না ১০ এইবক স্বর্গে ওক—আমরা না ১০ ম। হাড়িনী
১০ পুজো এগে মন্দা মনে স্বর্গে ১০ ১০।

কম সমস্ত দেশে ইতুর প্রচার হল

“অমট চাল অমট দুর্কো কলস পাত্রে পুড়ে

শোনরে ইতুর কথা এক মন প্রাণ হয়ে

ইতু দেন বর,

ধনে ধান্তে দৌড়ে পৌছে গাড় ক ভাব ঘর

উপবোক্ত মন্ত্রটি বালিকা পণ্ডিত কাবতে হয়।

শিবরাত্রির ব্রত-কথা

দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান কৈলাসগিরির ভ্রায় এতাদৃশ রম্য স্থান ত্রিভুবনে নাই। তপার সিদ্ধ, বক্ষ, গন্ধর্ভ, অক্ষরা প্রভৃতি নিয়মিত দেবাদিদেবের সেবা করিয়া অশেষবিধ পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। বৃক্ষসকল তাঁহারই তৃষ্টির নিমিত্ত অবিরত ফল-কুল প্রদান করিতেছে। নদ-নদীসমূহ নিরন্তর কুলুকুলু যবে মহাদেবের গুণগান করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। বসন্তকল অনন্তকাল হইতে তাঁহার প্রিয় সহচর পিক-সঙ্গে বিরাজ করিতেছে। পুষ্পরিণা ও সরোবরে রাজহংস ও রাজহংসীসকল নিরত ক্রীড়া করিতেছে। তথাকার বজ্র হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত কদাপি কোন প্রাণিকে হিংসা করে না। তপার ব্রাহ্মণসকল সন্তত ষোড় পাঠ করিতেছে। এতাদৃশ নয়নানন্দহারক মনোমুগ্ধকর স্থানে দেবাদিদেব মহাদেব পার্কতী সমভিব্যাহারে বাসপ্রচেষ্টা সমাপীন হইয়া কথোপকথনে নিরত।

পার্কতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রভু, মানুষ কি কাজ, কি ব্রত করে আপনি সন্তুষ্ট হবেন? কেননা, আপনি সন্তুষ্ট হলেই ধন্য, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার রকম ফলই মানুষ লাভ করতে পারে।”

মহাদেব জিজ্ঞাসা করেন, “কেন পার্কতী, তুমি সে কথা জেনে কি করবে?”

পার্কতী বলেন, “দেখুন, পৃথিবীতে মানুষে এত বেশী পাপকাজ করেছে যে, তাতে খুব শীঘ্র পৃথিবী থেকে ধ্বংস-কল-ব্রত বলে জিনিস উঠে যাবে। সেইজন্তু প্রভু, আপনি আমাকে এমন এক সহজ ব্রত বলে দিন, যাতে সকলেই সেই ব্রত করতে পারে আর পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।”

মহাদেব একটু হেসে বলেন, “বুঝেছি পার্কতী! মারবে প্রাণ কিনা, সেই জন্তে সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে পারছে না। অচ্ছা; শোন; মানুষ যদি শিবরাত্রি-ব্রত করে, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হই।”

পার্কতী বলেন, “সে কি রকম, ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।”

শিবরাত্রির ব্রত-কথা

মহাদেব বলেন, “কান্তন মাসের রুদ্রপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি হয়, তাকেই শিবরাত্রি বলে। শিবরাত্রিতে যে লোক উপোস কবে, আমি তার উপর খুব সন্তুষ্ট হই এবং এত সন্তুষ্ট অস্ত্র কোন দিনের মূণ-মুনো-ফুল দিয়ে পূজা করতেও হই না।

শিবরাত্রির আগের দিন ভাল করে চান-পূজা কবে হর্ষিষ্য বা নিরামিষ খেয়ে থাকবে, রাত্রিতে শুদ্ধ হয়ে আলাদা বড়ের বিছানা করে আমার নাম স্মরণ করে শোবে।

তার পরদিন খুব সকাল সকাল বিছানা থেকে উঠে রোজকার দরকারী কাজ শেষে চান-আফিক করে বেজপাতা ভজতে হবে : কেননা, বেজপাতাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট হই, অমন আর কিছুতেই হই না। এমন কি, মনি-মুন্ডো বা সোনার ফুল দিয়ে পূজা করলেও নয়।

শিবরাত্রিতে চার প্রহরে চাবটি গঙ্গামাটির শিব গড়ে পূজা করতে হয়। প্রথম প্রহরে দুই দিয়ে চান করিয়ে পূজা করতে হয়, দ্বিতীয় প্রহরে দুই দিয়ে চান করিয়ে, তৃতীয় প্রহরে তিন দিয়ে চান করিয়ে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে চান করিয়ে পূজা করতে হয়। এই দিন গান-বাঁজন করে রাত্রি ভাগতে হয়।

তার পরদিন বার যে রকম অবস্থা সেই রকম যোগাড় কবে বাঁহুনকে পূজা করে থাকতে হয়, পরে দক্ষিণা দিতে হয়, তারপর নিজে পাবনা করবে।

এই ব্রত করলে যে ফল পাওয়া যায়, ‘সগ, বজ্র, তপস্বী ও আরো ভাল কাজ কবেও সে রকম ফল পাওয়া যায় না।’ গবেশ এই ব্রত করে সমস্ত পৃথিবীতে গাণপত্য পেয়েছিলেন।”

মহাদেব বলেন, “হে পার্শ্বতি, এংবার তুমি শিবরাত্রির মহাস্বা শোন—

অনেক দিন আগে, বারান্দাঘাটে একজন ব্যাধ বাস করতো। সে খুব বঁটে ছিল। তার রং ভয়ানক কালো, চোখ ডাঙে কটা বড়ের, চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছিল। তার তেমনি স্বভাবও ছিল, দিনরাত শ্রোণি-হিংসা করতো।

মেয়েদের ভক্ত-কথা

সেই ব্যাব একদিন বুনে শিকাব কবতে বেকলো, সমস্ত দিন বুনে বুনে অনেক গুণ্ড মারলে, মেয়ে সেই সমস্ত মবা জন্তুগুলো কাঁধে কবে নিয়ে বাড়ীর দিকে আসতে লাগলো। আসতে আসতে ৭/৮ মৈ গাছের পাছতলায় বসে জ্বকতে লাগলো। সমস্ত দিন তাব খুব কষ্ট হবোছিল, সেই এতে গাছতলায় শুয়ে পড়লো। যেমন শোয়া আর অমনি ঘুম।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলে সন্ধ্যা ছবে গেছে। তা করবে। বাড়ি যেতে পারছে না, কেননা এক ভয়ানক অন্ধকার, তখনে আবার খেঁচেন। পথে সেই জন্তু বে গাছতলায় সে শুয়েছিল, সেই গাছেব ওপর উঠতে গিয়ে দেখে সেটা একটা বেলগাছ গায়ে কাটা ফুটতে লাগলো। কাছে আব কোন টুটু পাঁচ ছিল না, সেইজন্তু বামা হবে অতি কষ্টে এই গাছেব ওপর উঠে একটা মোটা খালে শিকাবগুলোকে বাধলে, বৈদে নিজে একটা মোটা ডালেব কোন্ বসলো। ওপর নিখের কাপড় দ্বিবে গাছেব ডালেব সঙ্গে নিজেবে বেশ ভালো করে বসে, সমস্ত রাত্রি জেমে বসে বইলো। সমস্ত দিন কচা গাছনি গুণ্ডা গাছের অবসান ও পড়িলে

ই বেলগাছের ওলা আমাব একটা লিঙ্গ পাতিষ্ঠিত ছিল, তা গায়ে নাড়ায় একটা বেলপাতা শিশিরের জলেব সঙ্গে মিশে আমাব মাথাব পড়লো।

দাদন শিখরাত্রি ছিল, ব্যাবও সমস্ত দিন উপোস করে ব্যাব জেগে, তাব গায়ে ঠেবে একটা বেলপাতা আমাব মাথায় পড়তে আমি কষ্ট ক সহ্য হবোচিনুম। আর এতেই তাব শিব চূড়াক্ষ-ওও কবা হল।

এবপর রাত্রি শেষ হলে, ব্যাব সেই মবা জন্তুগুলো ছাড়ে কবে নের বাড়ীতে হাজির হ'লো। এদিকে বাড়ীতে মা-বৌ ভেবে আহুবে। ব্যাব চান করে খেতে বসেছে, এমন সময়ে এক অতিথি এসে কিছু খেতে চাইলে, ব্যাব তাড়াতাড়ি উঠে অতিথিকে পেট ভরে খাওয়ালে— তাবাব নিজে খেতে

শিবরাত্রির ব্রত-কথা

বঙ্গো। সেই আঁতখি যাঁওরানোৱে শিববাঈ এতৰ সম্পূৰ্ণ কল পেলে,
ভাৱপূৰ্ণ নিজে পাবণা কৰিলে।

কছুক্ষণ পরে ব্যাধেব মৃত্যু এসে হাভিব হলো।

এমতাব্য ব্যাধকে নেবাব ভঞ্জে এসে বাছে দাঁড়ালে। এমন সময় আমার দূতাব্য ব্যাধকে নিতে গেলো, ছুদলে ভগ্নানক ঞগড়া ও শেখবালে মাঝামাঝি সন্ত হকে লাগলো। শাবপর আমাব দূতাব্য যমদুতদব হাংবো দিবো ব্যাধকে নিয়ে এলো।

বমদুঃখরাম আমাবদুঃখ। ১০। ১। ৫০। ২৬লাগে গেলো দবজান শক্তি
নতাবা দিচ্ছিলো 'স সব হুকে গ্যাংল ২২৪টি ক বের ... নে গাব
র্গ। ২৩০। ১৮৮কাছে থির দেয়া।

সেখানে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'পা, আচ্ছ
ক' 'দাঁড়িয়ে উঠে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'পা, আচ্ছ

স্বাভাৱ হেতুে ধৰ্ম্মেন "যে লোক শৰণ লৈয়া বিকৃত হৈ পোৱা শব্দ
চতুৰ্দশীয়া ৷৩ কৰে, কিংবা যে লোক সাধাৰণতঃ এৰে তাৰ উৰ আশাৰ
প্ৰতিবেদন কেৱল অধিকাৰ নেই।

গণপথ মহাশেখ বলে, যে . দাঁ . এবং আমি শব্বাজিব বন এই
তই আমি বড়ল প্যা . থাকে উদ্ধার ওরবার কোমাণ টপায় ।

দাশ্যতী তখন আত্মতঃ সঞ্চলিত হইলেন । এই একেব প্রাণসংসা কবতে লাগিলেন । তারপর সমস্ত দেবদ্রাঘদেব মুনি ঋষিদের দ্বিবাচতুদশী-এত্ত-মাঠাষ্মা ঋণালেন । মুনি ঋষিৰ, পৃথিবীতে সেই দেবেৰ কথা জ্ঞাব কবলেন ।

ଏଠିର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ସଜ୍ଜା ଦେଖିବା ପରେ, ତୃତୀୟେବ ଅଂଶ । ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଜଳ
ତୃତୀୟ, ମେହରବର ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ସଜ୍ଜା ଦେଖିବା ପରେ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାର
ସାବଧାନ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯଥା :—

“সংসারক্লেশদধ্বস্ত্য ত্রুতেনানেন শংকর ।

প্রসাদ স্মৃতি' বাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥'

বিপত্তারিণী ব্রত

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

একদা নারদ ঋষি পরাসুগ্রহ-কামনার সমস্ত ভ্রম ভঞ্জন করিতে করিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শিবের সম্মুখে দুর্গাদেবীকে দেখিয়া প্রণাম-পূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি ব্রতের দ্বারা বিপদ হইতে এত পাওয়া যায় ? হে পঞ্চানন, রূপাণুসংক আমাকে বলিতে হাজ্জা হউক।”

মহাদেব বলিলেন, “বিপত্তারিণী তুমি ব্রত যে সকল স্ত্রীলোক করেন, তাহার নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবেন।”

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেই ব্র এই ব্রত করিয়াছিল এবং ব্রতের কেউ বা প্রকাশ করিয়াছিল ?”

মহাদেব বলিতে লাগিলেন, “পূৰ্ব্ব বিদ্যুর্ভবেশে এক সভাপবাক্রম রাজা ছিলেন। তাহার পত্নীও সৰ্ব্ব-প্রাণিহত্যের ব্রত ও অত্যন্ত গুরুব্রত ছিলেন। একদা বনে এক চম্বকার-পত্নীর সন্তান তাহার নির্জনে বধূত হয়। রাজপত্নী তাকে নানাবিধ দ্রব্য এবং চম্বকার-পত্নী নানাবিধ গজ পুরস্কার আদান-প্রদান করিল।

একদিন যখন চম্বকার-পত্নী রাজবাটীতে উপস্থিত হইল তখন সখীকে পুরস্কার কথাবার্তী হইতে লাগিল, এমন সময় রাজপত্নী বলিলেন, ‘ভাই, আমি কখনও গো-মাংস দেখি নাই, তাহা কিঞ্চিৎ তুমি গোপনে উহা আমার বাটীতে আনিয়ন কর।’ রাজপত্নীর বাক্যে অতি বড়পুরুষ গোপনে ঐ চম্বকার-পত্নী চুপড়ী করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক গো-মাংস রাজবাটীতে আনিয়ন করিল। রাজপত্নী উহা গোপনে নিজগৃহে রাখিয়া দিলেন। রাজভৃত্য দেখিতে পাইয়া রাজাকে বলিয়া দিল।

মেয়েদের ব্রত-কথা

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাগিতে আসিলেন এবং রাজপত্নীকে আহ্বান-পূর্বক বলিলেন, 'তোমার গৃহে কি লুকাইয়া রাখিয়াছ, শীঘ্র আন ! কি রাখিয়াছ তাহা যদি সত্য না বল, তাহা হইলে অতাই তোমাকে সম-ভবনে পাঠাইব।'

রাজ্ঞী অত্যন্ত ভীতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্, আমার গৃহে নানাবিধ ফল-পুষ্পাদি বহিরাছে- ইহা বাস্তবিক তো আর কিছু নাই।' এই কথা বলিয়া মনে মনে দেবাদেশের ভা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্ঞী বলিলেন, 'মা বিপদোপরি কি দুর্গে! আমি যার বিপদে পতিতা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মা আমি ভক্তিহীনা বাল্য, আমি অত্যাচার কার্য্য করিয়াছি, আজ আমাকে এষ্ট বিপদ হইতে উদ্ধার কর। আমি দাসভজ্ঞীবন তোমার ব্রত কার্য্য।'

দেবী প্রীতা হইয়া অত্যন্ত বলিলেন, 'বালিকা! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার ইচ্ছামত বল দিলাম, দেখ দেবী বাহা গৃহে রাখিয়াছ, উহা নানাবিধ ফল হইয়া রহিয়াছে। উহা মহারাজকে দিলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন।' দেবীবাণী আশ্রিত হইয়া তিনি গৃহে গিয়া বহুবিধ রম্য ফল-পুষ্প রাজপত্নীকে আনয়ন করিলেন। রাজাও দেবীবাণী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং রাজ্ঞীকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রাজ্ঞী উক্ত ব্রত করিয়া ইহলোকে নানা সুখ সম্ভোগ করিয়া শ্রুতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।'

নারদ বলিলেন, 'হে শ্রবণ! ইহার বিধান কি, বলিতে আচ্ছা হউক।'

মহাদেব বলিলেন, 'সম্বাহিত হইয়া এবং কর, ইহার বিধান বলিতেছি -

* আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার পর দশমীমধ্যে শনিভৌম দিনে এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতের পূর্বদিনে হবিষ্য করিয়া পরদিন ঘট পাতিয়া তাহাতে আশ্রপাথ্য ও নানাবিধ ফল দিয়া নৈবেদ্য দ্বারা দেবী দুর্গার পূজা করিতে হয়। ব্রতদশ সংসার ফল ও পুষ্প এবং পিষ্টক দিতে হয়। ব্রতীর জন্ত ১০টি ফল কাটিয়া ছুইভাগ করিয়া দিবে ও পান সুপারি দিবে। এক ভাগ ব্রাহ্মণকে দিবে, আর এক ভাগ ব্রতী পাইবে। একটি ভোজ্য উপবীত সহিত দান করিবে এবং

विपश्चाद्भिन्नी कथा

কম্বাস্তে ত্রাস্তপকে দাক্ষ্য। বিয়া বযোদশ গ্রাহিত্ত ৫৩-ডোর নারী বাম হস্তে ৭
পুরুষ দক্ষিণ হস্তে পারণ করিবে এই ৭৩ দিনি করিবেন, তানি কখনও
বিপদে গতিত হইবেন না। বিধবা হইবেন না। অধিকন্তু স্বামীসৌভাগ্য লাভ
করিয়া পুত্র-পৌত্র-সমাধিক্ত। হস্তা ইহলোকে নানা সুখভোগ কবিয়া স্বর্গে গমন
করিবেন।’

ইহাতে একখানা নৈবেদ্য দ্বারাও

১টি ভোজ্য দান করিত তম

১৩ প্রকার কল দিও৩ হয় ।

১৩ প্রকাণ্ড ফল দুই ভাগ করিয়া কাটিয়া দিও ২৪

১টি চাউত ১৩টি বন দিতে হয়

୧୭ ଗାନ୍ଧି ଜାଲ ୪୩୩ ମାନ ଟୁପାରି, ୮୯ ବସେର ୫୩୩୩ ଟୁପାରି ଟୁପାରି

३४ ।

এতীব্র শ্রান্তবোধে তখন নুচি ভাঙিয়া দেওর বাবগাব আনত।

শ্রীশ্রী সন্তোষী মায়ের ব্রত

সৃষ্টিৰ প্ৰাক্কালে পৰমব্ৰহ্ম দেৱতাদেৱ সৃজন কৰে তাদেৱ স্বৰ্গৰাজ্যৰ অধিবাসী
বৰে দিযেছিলেন। দেৱতাদেৱ নিজেদেৱ কৰ্মদোষে কিছু দেৱতা দানবে পৰিণত
হলেন। এবাৰ দেৱ দানবেৰ যুদ্ধে স্বৰ্গৰাজ্যৰ শান্তি বিঘ্নিত হল। দেৱতাবা নিজেদেৱ
শ্ৰেষ্ঠত্ব হাবাৰ লৱৰাৱ অপদন্ত হতে লাগলেন দানবেৰ হাতে।

এলম্ম এক পাৰিস্থিতিতে স্বৰ্গেৰ সকল দেৱতাবা ভগবান বিষ্ণুৰ শৰণ নিলেন।
বিষ্ণু বুঝলেন তাদেৱ মধো ঐকা ও শ্ৰীতিৰোধ জাগাতে হৰে। তৰেই ধুচে যাবে
বৈষম্য, দুৰ হৰে অসন্তোষ। গাই শ্ৰাৱণ মাসেৰ পাৰ্ণমা মৈথিতে তিনি সকল
দেৱতা ও দানবেৰ মধো বাৰীৱন্ধন উৎসৱ চালু কৰে একতা ফাঁৰথে আনলেন।
এবকমই এক উৎসৱে সিদ্ধিদাতা গণেশেৰ দুই মানসপুত্ৰ লামনা বৰল তাবাও বাৰী
লম্বে। লক্ষ্মী, সবস্তুতা গাদেব মনেন কষ্ট বুঝে ভগৱান্ৰ আৱাধনা কৰতে লাগলেন।
ভগৱান্ৰ বৃষাষ তখন সৰা মাৰ'শ জুড়ে দেৱ। গেন এক অপূৰ্ৱ দিনজ্যোতি।
তেই জোতি পুজাভূত হয়ে লপ নিল এক পৰমাসুন্দৰী দেৱকনাৰ। দেৱী ভগৱতী
দেৱনাৰী ব'ললেন, সিদ্ধিদাতাৰ মানসপুত্ৰহয়েৰ সন্তোষ ব'বনেব লনা এ'ল সৃষ্টি।
তাই তে' নাম লাহা হল “সন্তোষী” ভাজ হেবে হ'নি গণেশেৰ কন্যাকপেই
এভুৰনে পাৰিচতা হ'বন।

সম্ভষ্ট দেৱতাবা দোষণা কৰলেন, যাবা আজ থেকে এই দেৱীৰ ব্ৰত পালন
ব'বনে, কালযুগে তাবা সকল বিপদে হা' থেকে পৰিত্ৰাণ পাবে এবং সুখ,
শান্তি, আনন্দ ও ভাগ্যতে হৰে যাবে তদে সংসাৰ।

ব্ৰতেৰ নিয়ম

প্ৰতি শুক্ৰবাৰ স্নান কৰে, পাচছয় হৰে, নিৰ্মল বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে দেৱীৰ
আৱাধনা ব'বতে হয়। পূজাৰ সময় প্ৰদীপ, ধূপ ধুনো ফালিয়ে একমুনা হয়ে বসতে
হয়। একমাত্ৰ শুক্ৰবাৰ ছাড়া অন, বিশেষ কোন। গ্ৰথি বা নক্ষত্ৰেৰ বিধিনিষেধ
নেই।

উপচাৰ।। “সাদম্বৰ উপচাৰ নাই প্ৰযোজন। একমাত্ৰ ভক্তিয়ুক্ত কৰ নিজ মন।।”

শ্রীশ্রী সন্তোষী মায়েৰ বৃত্ত

সাধামত ফল, ছোলা ও আবেৰ শুভ ইন উপকৰণ দ্ৰব্য। পূজাৰ শেষে দেৱীৰ ব্ৰতকথা পাঠি এবং এষোদেৱ সিঁথিতে সিঁদুৰ পৰিখে নিজে সিঁদুৰ পৰে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰতে হয়। ব্ৰতকথা শোনা কিংবা পাঠেৰ সময় হাতে ছোলা এবং শুভসহ এক কলস জল 'নামে, তাৰ উপৰ একটি পাত্ৰে ছোলা ও অপৰ পাত্ৰে গুড় নিতে হয়। এনপৰ দেৱীৰ আৱতি। আৰ্হাওৰ শেষে এ কলসিৰ জল সাৰা নাড়িতে ডিটিয়ে নাক জল ওলসী গাওঁৰ গোচাৰ তেলে দিতে হয়।

পূজাপদ্ধতি।। পূৰ্ব বা উত্তৰ দিকে মুখ কৰে বসে তিনিগৰ "নমো বিষ্ণু" বলে আচমনপূৰ্বক "নমো অগ্নিৱা পৰৱৈ" বা সৰ্বানন্দাতোহসি বা, ১২ স্মৰেৎ পুণ্ডলীকাক্ষং ২ বাহ্যভ্যন্তৰ শুচি" এই মন্ত্ৰে জল হাতে কৰে মাথায় ছিটা দিতে হৰে।

এবং যথাক্ৰমে জলশুদ্ধি, আসনাশুদ্ধি, পাপশুদ্ধি, সংকল্প, প্ৰণামমন্ত্ৰ, ধ্যানমন্ত্ৰ, শ্ৰোত্ৰম্ এবং পুষ্পাঞ্জলিৰ মাৰ্গে এও পালন কৰেও হৰে হৰেৰ সময় কেউই অম্ল বা টক হ'বো ন।

ব্ৰত-উদযাপন পদ্ধতি

কমপক্ষে আড়াই সে হাজা বা '১৫০' ৰূপে প'ৰ কৰা পূৰ্ব মায়েৰ ভোগ তিসাবে দিতে হৰে। সেই সঙ্গে টল বাদ দিয়ে, ছোলাৰ দল, ছোলাৰ শাক এবং অন্যান্য সামগ্ৰ সাধামত মায়েৰ ভোগ হিচাবে দিতে হৰে।

ই দিন বাৰ্টিভে যেন কেউ টৰ ন হয়। ঘৰেৰ প্ৰদীপ দ্বালনো ব্ৰতকথা পাঠেৰ পৰ কাঞ্চল দক্ষিণাসহ ব্ৰহ্মণভোজনা, পলকভোজনা কৰতে হৰে। তানপৰ ব্ৰতচৰিত্ৰ নিজে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰবো।

ব্ৰতকথা

অনেকদিন অগেৰে কথা। এক দেশে এক গাঁও ও তাৰ সাত ছেলে বাস কৰত। ছয় ছেলেৰ প্ৰত্যেকেই ছিল ভাল বোজগেণে। কিন্তু ছোট ছেলে বামনাথ ছিল বেকাৰ। তাই তাৰ বুৰই অনাদৰ। সৰলেন যা কিছু উচ্চিষ্ট খাবাৰ তাই

মেয়েদের ব্রতকথা

খেতে হত ছোট ছেলেকে। এসবের কিছুই বামনাথ জানত না। একদিন তার বৌ তাকে জানাল সব কথা।

বৌয়ের কথা শুনে বামনাথ স্থির করল, এবার থেকে সে সব কিছু মজর করবে। এবং করলও তাই। ঘুণায়, ক্ষোভে ছোট ছেলের মন একেবারে বিপর্যস্ত। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে স্থির করল, যেভাবেই হোক, সে কিছু বোজগাব করবে। সে ছিল সৎ এবং আদর্শনিষ্ঠ। তাই সে বাড়ির সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে দেশ ছেড়ে পাড়ি দিল বিদেশে। তার বৌ মুমূর্ষু পড়ল। স্বামীর অবর্তমানে শ্বশুর বাড়ির সম্ভাব্য গঞ্জনাব কথা ভেবে সে ভয়ে একেবারে অস্থির। কিন্তু স্বামী যদি একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তার জীবন শান্তিতে কাটবে, এই ভেবে সে মুখ বুজে সব সহ্য করে গেল।

বামনাথ বহু দেশ ঘুরে সততা, পরিশ্রম ও মিষ্টি ব্যবহারের গুণে ব্যবসায় মলিকানাও অর্ধেক অংশীদার হয়ে উঠল। শহরে তার জনপ্রিয়তাও বাড়ল।

এদিকে স্বামী ঢলে যাবার পর, ছোট বৌ সাবিত্রী দুঃখ-কষ্টের সীমা বইল না। সংসারের সব কাজ, উপবাস জঙ্কল থেকে ভরদুপুরে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আসা, পাতকুয়া থেকে ঘড়া ঘড়া জল তোলা - সবই করতে হয় তাকে। তবু পান থেকে চুন খসলেই সবাই একেবারে খড়্গহস্ত। প্রায়দিনই জুটত কেবল গমের ভূষিব পোড়া দ্রুটি আর আনারাজের খোসা সেক। ভাত নৈব নৈব চ।

তবু কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস হারায়নি সাবিত্রী। কাঠ কুড়োতে কুড়োতে ক্লান্ত হয়ে একটা মন্দিরের পাশে শুয়ে বিশ্রাম করছিল সে। দিনটি ছিল শুক্রবার। মন্দিরে তখন পূজো আর আরতি হচ্ছে। কাঠের বোঝা একপাশে বেখে সাবিত্রী মোজা ভেতরে প্রবেশ করল। জিজ্ঞাসা করল, ‘নোমবা এখানে কার পূজো করছ? এই দেবীর পূজো করলে কী হয়?’ জানতে পাল, এই দেবী কলিযুগের জাগ্রত দেবী। মা যাকে দয়া করেন তার কোন কিছুই অভাব থাকে না, সন্তানহীনাব সন্তান হয়, জ্ঞানহীনাব জ্ঞান হয়, নির্ধনের ধন হয় আর যাব মা মনস্কামনা—সব পূর্ণ হয়।

—দেবীকে কী দিয়ে পূজো করতে হয়?

—শুধু মন-ভরা ভালবাসা আর ভক্তি দিয়ে।

সাবিত্রী সেদিন থেকেই দেবীর ব্রত পালন শুরু করল। তারপর থেকে প্রতিদিনই

শ্রীশ্রী সন্তোষী মায়ের ব্রত

কাঠি কুড়োতে এসে দেবীর মন্দির দর্শন কবে আব আকুল নয়নে দেবীর কাছে
তাব দুঃখের কথা জানায। একদিন ভক্তের আকুল কান্নায় বামনাথকে দেবী স্বপ্নে
দেখা দিয়ে বললেন, ‘বাম, তুমি এখানে সুখে আছ?’

—হ্যাঁ মা। দেশে আমার মা, ভাই। স্ত্রী সবাই আছে। সবাই সুখেই জন্য
আমি অর্থ উপার্জন করছি।

—তোমার স্ত্রী কোন খোঁজ বাখ ?

—না তো, খুব অনায হয়ে গেছে। আমি কালই তাব খোঁজববব নেব।

পবদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বামনাথ তাব স্ত্রীব নামে মার্ন অর্জাব কবে
টাকা পাঠিয়ে দিল। টাকা পেয়ে সাবিত্রী ভাবল দেবী দয়া কবেছেন। সে ভক্তিভাবে
ব্রত পালন কবতে লাগল প্রতি শুক্রবাবে। কিন্তু সে মায়েব কাছে কেঁদে কেঁদে
বলতে লাগল, ‘মা, টাকা আমি চাই না, আমি আমার স্বামাকে ফিরে পেতে
চাই। তুমি সেই ব্যবস্থা কব মা।’

বামনাথ আবাব স্বপ্নে আদেশ পেল বাড়ি ফেবাব জন্য। দেবীব কৃপায় বামনাথ
সাবা বছবেব পণ্যসামগ্রী একদিনে বিক্রয় কবে বাড়িব উদ্দেশে যাএ কবল। বাড়ি
এসে সাবিত্রীকে সে প্রথমে চিনতেই পাবল না। হাতেব আংটি দেখে সে চিনতে
পাবল। এবপব গ্রামেব অদূর্নেই সুখে শান্তিতে তাবা বসবাস কবতে লাগল।

সাবিত্রী প্রতি শুক্রবাব এই ব্রত পালন কবে। একদিন নৈবেদ্যব উপব মাছিব
মত দেখতে, মাছিব চেয়ে শতগুণ বড় চেহাবাব একটি কীট এসে বসল। তাব
সাবা শবীব থেকে চাবিদিকে জ্যোতি ঠিকবে বেবতে লাগল। সাবিত্রী বুঝল ইনিই
আবাধা দেবী। সকলে উপস্থিত দেবীকে সান্ত্বাঙ্গ প্রণাম কবল। দেবী নিজমূর্তি
ধবে সকলকে দর্শন দিয়ে আবাব বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। সবাই অবগত হল
দেবী মাহাত্ম্য।